শ্রীজ্ঞানদাসের পদাবলী

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥
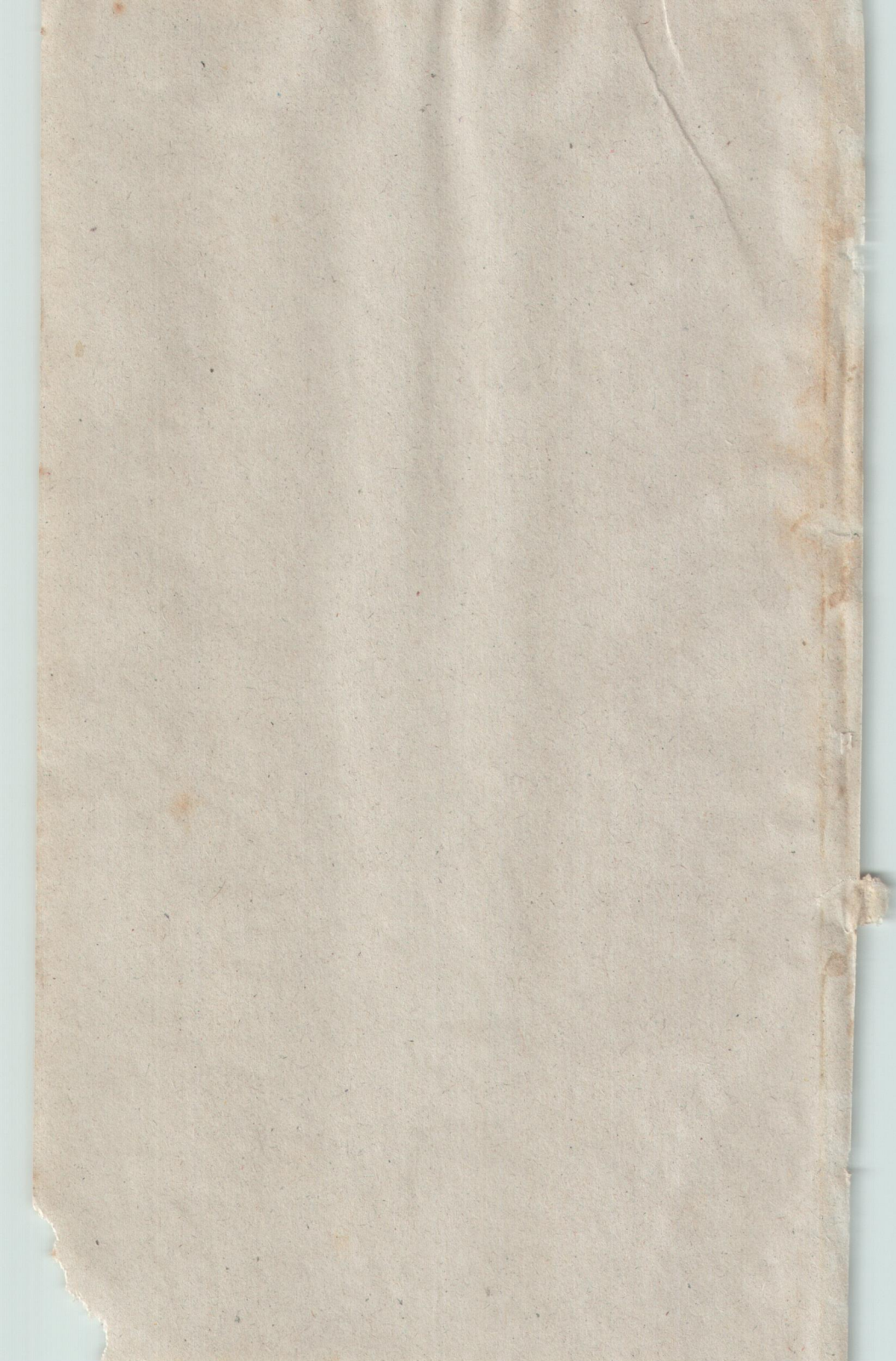
শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—২৯ [৯]

॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্ ॥

শ্রীজ্ঞানদাসের পদাবলী

শ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রী চৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

ফোন : ২৫৮৫-০৭৭৫

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥

প্রকাশক ঃ

শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ
১৪১৭ বঙ্গাব্দ, ১লা মাঘ

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীকিশোরীদাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা।
পশ্চিমবঙ্গ। ফোন ঃ ২৫৮৫-০৭৭৫

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ২২৪১-১২০৮

৩। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা, পোঃ-তমলুক,
পিন ঃ ৭২১৬৩৬ পূর্ব্ব মেদিনীপুর।

৪। মহান্ত শ্রীনিবাসদাস মহারাজ
সিদ্ধবকুল মঠ, বালিসাহি, পুরী-৭৫২০০১
উড়িষ্যা।

ভিক্ষা ঃ আশি টাকা

মুদ্রণে ঃ শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস, শ্রীচৈতন্য ডোবা, হালিসহর।

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্ ॥

সম্পাদকীয়

পরম করুণাময় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরসুন্দরের অহৈতুকী করুণায় "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" গ্রন্থের অষ্টম খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে পদাবলী সাহিত্যের অবদান অপরিসীম। পদাবলী সাহিত্য শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্য ভক্ত হৃদয়ে জীবন্তরূপে জাগরিত করাইয়া চিন্ময়ানন্দে বিভাবিত করে। ইতি-পূর্বে ক্ষণদাগীত চিন্তামণি, পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু, গৌরচরিত চিন্তামণি, গীতচন্দ্রোদয়, পদরত্নাকর, পদমেরু, সংকীর্ত্তনামৃত ও গৌরপদতরঙ্গিনী প্রভৃতি পদ সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাঁদের বিরচিত পদাবলী গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার বিভাগ প্রদর্শন করতঃ "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" নামক পত্রিকার মাধ্যমে আজ পঞ্চদশ বর্ষকাল ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের ১৩৫টি গৌরলীলা বিষয়ক পদ। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর শ্রীগৌরলীলার ৭২৯টি পদ ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ৪৪৯টি পদ, শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর শ্রীগৌরলীলার ৮৫টি ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ২৭৪টি পদ, শ্রীমুরারী গুপ্তের গৌরলীলার ১২টি ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ২টি পদ, শ্রী-বাসুদেব দত্তের শ্রীগৌরলীলার ১টি ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ১টি পদ, শ্রীবাসুদেব ঘোষের শ্রীগৌরলীলায় ২১৭টি পদ, শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রীগৌরলীলার ৮টি পদ, শ্রীমাধব ঘোষের শ্রীগৌরলীলার ৫টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ৭টি, শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীগৌরলীলার ৬৭টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ১৯টি পদ, শ্রী গোবিন্দ দাসের শ্রীগৌরলীলার ৭৯টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ৭৮৮টি পদ, শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া গ্রন্থের রতিপতি ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণলীলার ৪টি, জগদানন্দ ঠাকুরের শ্রীগৌরলীলার ৩৪টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ৩৮টি, সর্বানন্দ দাসের শ্রী কৃষ্ণলীলার ২০টি পদ, মদন রায়ের শ্রীগৌরলীলার ১টি পদ, রামগোপাল দাসের শ্রীগৌরলীলার ২টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ৩৬টি পদ, পীতাম্বর দাসের শ্রীকৃষ্ণলীলার ১টি পদ, মধুসূদন দাসের শ্রীকৃষ্ণলীলার ৪টি পদ, কবি-

রঞ্জন দাসের শ্রীগৌরলীলার ২টি, লীলার ২০টি পদ, গিরিধর দাসের শ্রীকৃষ্ণলীলার ২টি পদ, যশোরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণলীলার ১টি পদ, লক্ষ্মী কান্ত দাসের শ্রীগৌরলীলার ২টি পদ, সপার্ষদ নরোত্তমের পদাবলী গ্রন্থে ঠাকুর নরোত্তমের শ্রীগৌরলীলার ৪০টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ১০৮টি পদ, রাম কান্তের গৌরলীলার ৩টি, শিবরামের গৌরলীলার ২টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ২৮টি পদ, বসন্ত রায়ের শ্রীকৃষ্ণলীলার ৫৬টি, চন্দ্রকান্তের শ্রীকৃষ্ণলীলার ১টি পদ, জানকীবল্লভের শ্রীকৃষ্ণলীলার ১টি পদ, গোবর্দ্ধন দাসের গৌরলীলার ৫টি ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ১৪টি, হরিবল্লভের গৌরলীলার ২টি, শ্রীকৃষ্ণলীলার ৪০টি পদ, লোচন দাসের পদাবলীতে শ্রীগৌরলীলার ১৬৮টি পদ লোচন দাসের শ্রীগৌরলীলার ১২৯টি ও শ্রীকৃষ্ণলীলার ৪৭টি পদ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীগৌরলীলার ৬৭টি শ্রীকৃষ্ণলীলার ১৯টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে "শ্রীজ্ঞানদাসের পদাবলী" প্রকাশের সূচনা ঘটিল।

কবি জ্ঞানদাস প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবীর শিষ্য। এতদ্বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাসের বিরচিত শ্রীসিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের বর্ণন—"জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস"। বর্দ্ধমান জেলার কাঁদরা গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব ঘটে। এতদ্বিষয়ে ভক্তি রত্নাকরের ১৪ তরঙ্গের বর্ণন—

রাঢ় দেশে কাঁদরা গ্রামেতে গ্রাম হয়। তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয়॥

জ্ঞানদাসের পরিচিতি বিষয়ে পদকর্ত্তা নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণন—

শ্রীবীরভূমেতে ধাম, কাঁদরা মাঁদরা গ্রাম, তথায় জন্মিল জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে, রত বাল্যকাল হৈতে, দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ॥
অদ্যাপি কাঁদরাগ্রামে, জ্ঞানদাস কবি নামে, পূর্ণিমায় হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব, আসেন মহান্ত সব, হয় তাঁহাদের লীলা খেলা॥
মদন মঙ্গল নাম, রূপে গুণে অনুপাম, আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে, জ্ঞানদাস গেলা যবে, বাবা আউল ছিল সহচর॥
কবিকুলে যেন রবি, চণ্ডিদাস তুল্য কবি, জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধারস, যেন অমৃতের ধার, নরহরি দাস ইহা ভনে॥

জ্ঞানদাসের কবিত্বের মহিমা বর্ণনে পদকর্ত্তা রাধাবল্লভ দাসের বর্ণন—

ধন্য ধন্য কবি জ্ঞানদাস। এ গৌড়মণ্ডলে যার মহিমা প্রকাশ॥
সুধামাখা যার পদাবলী। শ্রবনে প্রবেশ মন্ত্র মন যায় গলি॥
কবিত্ব সরসী মাঝে যার। রসিক মরাল সদা দেয়ত সাঁতার॥
গাইলা ব্রজের গূঢ় রস। দরবে মানস যার পাইয়া পরশ॥
মঙ্গল ঠাকুর ধন্য ধন্য। অনুপম কবিত্ব লভিলা করি পূর্ণ॥
কোমল পদ্ম চরণ তার॥ করে রাধাবল্লভ প্রণতি বারে বারে॥

জ্ঞানদাস বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় পদাবলী রচনা করেন। পূর্বরাগ, সখি শিক্ষা, মিলন, নৌকাখণ্ড, মুরলীশিক্ষা, গোষ্ঠবিহার, মান; মাথুর; প্রশ্ন-স্তুতিকা ইত্যাদি পদাবলী সাহিত্যের অলঙ্কার। পদকল্পতরু ও রসকল্প-বল্লী গ্রন্থে ইহার বহু পদের উল্লেখ রহিয়াছে। অধুনা বিভিন্ন পদ সঙ্কলন গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া গৌরাঙ্গ লীলার ২৮টি পদ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ৪৩৮টী পদ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হইল।

এখন পদাবলী রসপিপাসু পাঠকবৃন্দ আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটী মার্জ্জিত করিয়া গৌর-গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে তৃপ্ত হউন।

পদবালী প্রকাশনার প্রারম্ভে পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ পত্রিকার মাধ্যমে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকবৃন্দ বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুই শত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার গ্রাহক হউন। আর পূর্ব প্রকাশিত পদাবলী গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করে অপ্রকাশিত ও দুঃস্প্রাপ্য দুর্ল্ভ পদাবলী সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করুন।

শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ-হালিসহর,
উত্তর চব্বিশ পরগণা (পঃ বঃ)।
১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

নিবেদক,
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
কিশোরী দাস

সূচী পত্র

—•—

শ্রীজ্ঞানদাসের পদাবলী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা বিষয়ক

গ্রন্থারম্ভ

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমা

ক্ষনদা গীত চিন্তামণি—১৩ | ২ পদ

দেখরে ! প্রবল মল্লরূপধারী ।
নাম নিত্যানন্দ, ভায়া বলি রোয়ত, ভাব বুঝিতে না পারি ॥ ধ্রু
ভাবে ঘূর্ণিত, লোচন ঢল ঢল, দিগ বিদিগ্ নাহি জানে ।
মত্তসিংহ যেন;গরজে ঘনে ঘন; জগমাহ কাহু না মানে ॥
লীলারস ময়; সুন্দর বিগ্রহ; আনন্দ নটন বিলাস ।
কলিমল দলন; গতি অতি মন্থর; কীর্ত্তন করল পরকাশ ॥
কটি তটে বিবিধ; বরণ পট পহিরণ; মলয়জ লেপন অঙ্গ ।
জ্ঞানদাস কহে; বিবিধ মিলায়ল; কলিমাহ ঐছন রঙ্গ ॥ ১ ॥

—•—

পদকল্পতরু—৪ | ২২ | ১৩ পদ

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায় ।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বোলায় ॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে ।
পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রহিল দেশে ॥
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে ।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে ॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর ।
গৌরী দাস আদি করি যত সহচর ॥
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায় ।
জ্ঞানদাস নিশিদিশি নিতাইর গুণ গায় । ২ ॥

—•—

পদকল্পতরু—৪ | ২২ | ১৮ পদ শ্রীরাগ

পূরব গোবর্দ্ধন, ধরল অনুজ যার, জগজনে বলে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে, আইল কীর্ত্তন রঙ্গে' ধরি পহু নিত্যানন্দ নাম॥
পরম উদার, করুণাময় বিগ্রহ, ভুবন মঙ্গল গুণধাম।
গৌর পীরিতি রসে, কটির বসন খসে, অবতার অতি অনুপম॥
নাচত গাওত, হরি হরি বোলত, নিরবধি যে মাতোয়াল।
হাস প্রকাশ; মিলিত মধুরাধরে; বোলত পরম রসাল॥
রামদাসি পাই; সুন্দর বিগ্রহ; গৌরীদাসের প্রাণধন।
অখিল জীব যত; হই রসে উনমত;॥ জ্ঞানদাস গুণ গানে॥ ৩॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বিষয়ক

পদকল্পতরু—২ | ৪ | ৯ পদ

কি লাগি গৌর মোর। নিজ রসে ভেল ভোর॥
অবনত করি মুখ। ভাবলে পুরুব দুঃখ।
বিহি নিকরুণ ভেল। আধ নিশি বহি গেল।
জ্ঞানদাস কহে গোরা। নিজ রসে ভেল ভোরা॥ ৪॥

—•—

পদকল্পতরু—২ | ৫ | ৫ পদ

সুরধুনী তীরে নব ভাণ্ডীর তলে। বসি আছে গৌরচাঁদ নিজ গণ মিলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়। হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায়॥
তাহি রচয়ে পহু ললিত শয়ানে। হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ানে॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।।বাসক সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥ ৫

—•—

ঐ ৩ | ১৬ | ১০ পদ—বিভাষ

অপরূপ গোরাচাঁদে।
বিভোর হৈয়া, রাধার প্রেমে, তার গুণ কহি কাঁদে॥ ধ্রু
নয়নে গলয়ে, প্রেমের ধারা, পুলক পুরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে, খেনে সে কাঁপয়ে; উথলে ভাব তরঙ্গ॥

পারিষদ গণে, কহয়ে যতনে, রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরাঙ্গ নাগর, যে লাগি আইলা এথা ॥ ৬॥

—•—

ঐ ৪।৪।২—সুহই

আবেশে অবশ গোরার ঢুলু ঢুলু আঁখি।
পদনখে থাকি নাকি কি জানি কি লিখি ॥
কিভাবে ভাবিত সদা নাহি বুঝি গোরা।
পুরুব পীরিতি রসে বুঝি হৈল ভোরা ॥
দীন নয়নে অবনত মাথে রহে।
থাকি থাকি গদাধরের মুখপানে চাহে ॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত দাঁড়াল বাম পাশে।
শ্যাম বামে রাই যেন কহে জ্ঞানদাসে ॥ ৭॥

—•—

ঐ ৪।১১।১০ পদ—ধনলী

সোনার গৌরাঙ্গ চাঁদে
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি, হা নাথ বলিয়া কান্দে ॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে, চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর, থির নয়নে নেহারি ॥
বিরহ অনলে, দহয়ে অন্তর, ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব; কোথা বা যাইব; কিছু না বলয়ে কেহ ॥
কহে হরিদাস; কি বলিব ভাষ; কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে; রাধার পীরিতি; সতত সে রসে ভোরা ॥ ৮॥

—•—

ঐ ৪।১১।১৬ পদ—সুহই

সহচর অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া ॥
অতি দুরবল দেহ ধরনে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখ চায় ॥

কোথায় পরাণ নাথ বলি খেদে কাঁদে।
পূরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥ ৯॥

—•—

ঐ ৪ | ১৭ | ৩ পদ—বেলোয়ার

সুবলিত বলিত; ললিত পুলকাইত; যুবতী পীরিতিময় কাঞ্চনকাঁতি।
শরদ চাঁদ; চাঁদ মুখমণ্ডল; লীলাগতি রতি পতিক ভাঁতি॥
গৌর মোহনিয়া বলি নাচে।
অরুণ চরনে; মণিমঞ্জীর রঞ্জিত॥ অঙ্গে কত কাঁচলি কাচে॥ ধ্রু
গদ গদ ভাষ; হাসরসে রোয়ত; অরুণ নয়নে কত ঢরকত লোর।
নটন রঙ্গে কত; অঙ্গ বিভঙ্গিম; আনন্দে মগন ঘন হরি বোল॥
বনি বনমাল; লাল উর পর, কনয়া শিখরে কিরণাবলী ভাঁতি।
জ্ঞানদাস আশ; অই অহর্নিশি, গাওই গৌর ইহা দিন রাতি॥ ১০॥

—•—

ঐ ৪ | ১৭ | ৪ পদ—ধলনী

হেম বরন বর, সুন্দর বিগ্রহ; সুর তরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব; প্রেম পক্ক ফল; কুসুম মন্দ মৃদু হাস॥ ধ্রু
নাচত গৌর; মনোহর অদ্ভুত; রঞ্জিত সুরধুনী পার।
ত্রিজগত লোক; ওক ভরি পাওল; ভকতি রতন মণিহার॥
ভাব বিভবময়ঃ রসরূপ অনুভব; সুবলিত রসময় অঙ্গ।
দ্বিরদ মত্তগতি, অতি সুমনোহর, মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি ক্ষিতি মণ্ডল, ধনি নদীয়াপুর, ধনি ধনি হই কলিকাল।
ধনি অবতার, ধনি রে ধনি কীর্ত্তন, জ্ঞানদাস নহ পার॥ ১১॥

—•—

গৌঃ পঃ ৩—২ | ১ | ১২ পদ—বেলোয়ার

শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে, গৌরাঙ্গ রতন রাজে, প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন আভা, জগত হইল লোভা, পাপতম লুকাইল ত্বরিতে॥

আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদ।
এ চাঁদ বদনের আগে, গগনের চাঁদ কি লাগে,
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে॥ ধ্রু
পিয়িলে চাঁদের সুধা, দূরে নাকি যায় ক্ষুধা, তাই তারে বলে সুধাকর।
এ চাঁদের নাম সুধা, পানে যায় ভব ক্ষুধা, হয় জীব অজর অমর॥
গোরা মুখ সুধাকরে, হরি নাম সুধা ঝরে, জ্ঞানদাসে সে অমৃত চাকি।
এড়াবে সংসার শঙ্কা, গোরা নামে মারি ডঙ্কা, শমন কিঙ্কর দিবে ফাঁকি॥ ১২

—•—

ঐ ৪।৪।৩ পদ—মঙ্গল

সহজে কাঞ্চন গোরাচাঁদ। হেরইতে জনগণ লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত। রোদইতে উদয় পীরিত॥
পুলকই প্রেম অঙ্কুর। প্রতি অঙ্গে সুখ ভরিপুর॥
মেঘ জিনি ঘণ গরজন। সঘণে প্রেম বরিষণ॥
পুলক বলিত সব তনু। কেশর কদম্ব ফুল জনু॥
করুণায় কাঁদে সব দেশ। জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ॥ ১৩॥

—•—

ঐ ৩।২।৩২ পদ—সুহই

সই! দেখিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে।
হইনু পাগলী, আকুলি ব্যাকুলী, পড়িনু পীরিতি ফাঁদে॥
সই! গৌর যদি হৈত পাখী॥
করিয়া যতন, করিতু পালন, হিয়া পিঞ্জিরায় রাখি॥
সই! গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে, দুলিত কানেতে দুল॥
সই! গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু, শোভা যে হইত অতি॥
সই! গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি, শোভায়ে হইল ভাল॥

সই! গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া, মজিত কুলের বধু॥ ১৪॥

—০—

ঐ ৩।২।১১৭ পদ—সুহই

সোই! আমার গোরাচাঁদ।
আমার মানস, চকোর ধরিতে, পেতেছ পীরিতি ফাঁদ॥ ধ্রু
সোই! আমার গৌরাঙ্গ সেহ।
চাতক হইয়া, তার প্রেমবারি, পিয়া সে করিব লেহ॥
সোই! আমার গৌরাঙ্গ সোনা।
প্রেমে গলাইয়া, বেশর বনাইয়া, নাকে করিব দোলনা॥
সোই! আমার গৌরাঙ্গ ফুল।
গোছাটি করিয়া, খোপায় পরিব, শোভিবে মাথার চুল॥
সোই! গৌরাঙ্গ ননী।
সোহাগে ছানিয়া, অঙ্গেতে মাখিব, জ্ঞানদাস করে ধনি॥ ১৫॥

—•—

ঐ ৬।১।৩৫ পদ—সুহই

যে জন গৌরাঙ্গ ভক্তিতে চায়।
সে শরণ লউক, নিতাই চাঁদের, অরুণ দুখানি পায়॥
নিতাই চাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসার তাপের, শিরে পদ ধরি, অমিয়া সাগরে মজে॥
নিতাই যাহা যাহা রহিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্লভ, প্রেম সুধা নিধি, মানস ভরিয়া পিয়ে॥
যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌর পদ সেই, হিয়ার মাঝারে বাঁধে॥ ১৬॥

—০—

ঐ ৬।১।৩৬ পদ—ভাটিয়ারি

কলধৌত কলেবর তনু। তছু রঙ্গ ও রঙ্গ নিতাই জনু॥

কোটি কাম জিনে কিয়ে অঙ্গ ছটা। অবধৌত বিরাজিত চন্দ্র ঘটা॥
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা। তাহে রোহিনী নন্দন দিগ্ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে। মকরাকৃতি কুণ্ডল কর্ণে দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতী ধর্ম্ম টলে। জ্ঞানদাস আশ তছু পদতলে। ১৭॥

—•—

পদরত্নমালা—১৭৩ পদ

সই! কে বলে গৌরাঙ্গ ভাল।
বাহিরে উহার, সোনার বরণ, ভিতর কেবল কাল॥
বাহিরে দেখিতে, সরল সুন্দর, কেবল পটের আঁকা।
ভিতর খোজিয়া, দেখেছ কি তার, তিনখানে তিন বাঁকা॥
বাহিরে গোরা, সাধু সুপণ্ডিত, সাত্বিক ভাবেতে ভোর।
ভিতর খোজিলে, দেখিতে পাইবে, এ বড় দারুণ চোর॥
বাহিরে দেখিছ, পুরুষ আকার, সকলই পুরুষ কয়।
প্রকৃতির ভাবে, বিভাবিত দেহ, ভিতর আকৃতি ময়॥
বাহিরে দেখিছ, পরের রমণী, না চাহে নয়ান কোণে।
অন্তরে উহার, পরান কান্দিছে, শুধু পর নারী গুণে॥
বাহিরে দেখিতে, ব্রাহ্মণ তনয়, ব্রাহ্মণ্য ধরয়ে ভূপ।
মোর মনে হয়, ব্রাহ্মণ ও নয়, ভিতরে কেবল গোপ॥
গোরা! কিসের ভাল সই।
ভালর লক্ষণ, কি আছে এমন, শুন তার গুণ কই॥
রমনীর অঙ্গ, লইয়া দেহ, ভাবের তরঙ্গে ভাসে।
পাগলের প্রায়, ইতি উতি ধায়, কান্দিয়া কান্দিয়া হাসে॥
আপনে পাগল, বোলে হরি বোল, লোকেরে পাগল করে।
কি পুরুষ নারী; পাছু না বিচারী; পাগল হইয়া মরে॥
জ্ঞানদাসে কয়, ভাবের তরঙ্গ; ভাব কে বুঝিতে পারে।
চৈতন্য ভাবের; ভাবুক নহিলে, আনে কি বুঝিতে পারে॥ ১৮॥

—•—

ঐ—১৯৪ পদ

গৌরাঙ্গ আমার, ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার, কুলশীল মান, গৌরাঙ্গ আমার পতি ॥
গৌরাঙ্গ আমার, পরান পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার, সরবস ধন, তাহার দাসী যে আমি ॥
হরিনাম রবে, কুল মজাইল, পাগল করিল মোরে।
যখন যে রব, করয়ে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে ॥
গুরুজন বোল, কানে না করিব, কুলশীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে, বিনা মূলে সেই, গৌরপদে বিকাইব ॥ ১৯ ॥

—•—

ঐ—সিন্ধুড়া

কনয় কিশোর, বয়স অতি রসময়, কিয়ে নব কুসুমধনু।
লাবণ্য সার কিয়ে, সুধা নিরমিত, গৌর সুললিত তনু।
সাধ করি হেন গোরা গুণ শুনি।
শ্রবণ পরশে, সরস রসতনু; অন্তরে জুড়ায় পরাণী ॥ ধ্রু ॥
কনক নীপ ফুল; পুলক সমতুল; স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে; অন্তর গরগর; উজোর মরমের সুখে ॥
অরুণ নয়নে; করুণ নিরমিত; সঘনে বলে হরিবোল।
জ্ঞানদাস কহে; পহুঁর পদভরে; অবনী আনন্দে হিলোল ॥ ২০ ॥

—•—

ঐ—গৌরী

কাঞ্চন কিরণ, গৌর তনু মোহন, প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করি বর সুললিত, আজানু লম্বিত, ভুজযুগ শোভিত পুলক ভরে ॥
জয় শচীনন্দন গৌরাঙ্গ নাম। জগতারণ কারণ ধাম ॥ ধ্রু ॥
হরি গুণ কীর্ত্তন, প্রকট অনুক্ষণ; নাহি পরাভব ভরে।
শিব শুক নারদ; ব্যাস বিশারদ; অনুক্ষণ রঙ্গে সঙ্গে ফিরে ॥
চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, রূপ সুধাকর মোহ করে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে, হেরইতে কোন জীব দেহ ধরে ॥

ঐ—বরাড়ী

কি কহব শত শত তুয়া অবতার। একেলা গৌরাঙ্গচাঁদ জীবন হামার॥ ধ্রু॥

বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী। শিব শুক নারদ জনা তুই চারি॥

সেতুবন্ধ কৈলে তুমি রাম অবতারে। এবে যে অলপ তোমার আশ এ সংসারে॥

কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সে বন্ধ। সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ॥

কিবা গুণে পুরুষ কিবা গুণে নারী। গোরা গুণে মাতল ভুবন-দশ চরি॥

না জানি যে জপ তপ এ বেদ বিচার। জ্ঞানদাস কহে গৌরপদ সার॥ ২২॥

—০—

পদরত্নাকর—রাগ

• ০ • ০ ০

তুয়াগুণ গাইতে গাইতে।

মনে করি কত বার, শুধিব তোমার ধার, পুনঃ আমার হবে জনমিতে॥ ধ্রু

কলিজে কাগজ, ০ ০ ০ ০, খত দিলু হাতেতে লিখিয়া।

খত রাখ নিজ হাতে, খাতক হৈল নন্দ সুতে, খত ছাড়াইব গুণ গায়া॥

খত ছাড়াই —, ০ ০ ০ ব্যাজ, লাগি কি বুদ্ধি করিব।

জয় রাধে শ্রীরাধে বলি, লোটায়া মাখিব ধূলি, এহা বই আর না পারিব॥

• • ০ ০, হইব তোহারি পারা, অবতার হব কলিকালে।

করঙ্গ কৌপীন লব, দেশে দেশে ভ্রমিব, জ্ঞানদাসেতে ইহা —॥ ২৩॥

—০—

বৈষ্ণব পদাবলী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

ঐ—ধানশী

হাটক হাট, পড়ল নদীয়াপুর, গৌরচন্দ্র অধিকারী।

তাহে কত রতন, আছয়ে অমূল ধন, শ্রীবাস আদি পশারী॥

ধনি ধনি ধনি কলিকাল।

গাহক আদর, বাদর সিরজল, অদ্বৈত চন্দ্র রসাল॥ ধ্রু॥

ভকতি রতন মণি, কাঞ্চন আরতি, প্রেম পরশ রস হারে।

দীন অকিঞ্চন, জনে জনে দেয়ল, নিত্যানন্দ করুণা বিথারে॥

শ্রীহরিদাস, ভাব রস পাওল, উনমত বহুনিধি লোভে।
জ্ঞানদাস, হাট শেষে আওল, পাওল আপন স্বভাবে ॥ ২৪ ॥

—০—

ঐ—বেলোয়ার

কষিল কনক রুচির গৌর, অখিল ভুবন মরম চৌর,
করঙ শুণ্ড বাহু-দণ্ড, কল্মষ তাপ-আসনি।
প্রচুর পুলক শোভিত অঙ্গ; নটন লীলা অধিক রঙ্গ,
বয়ান শরদ পূর্ণিম ইন্দু, সরস হাস ভাষণি ॥
আজু বনি গৌর চান্দ, জগজন মন নয়ন কান্দ,
উরহি দোলত কুন্দমাল, ভালে তিলক লয়নি ॥ ধ্রু ॥
নয়নে বহত সলিল ধার, কমলে ঝরু কি মধু অপার,
চৌদিকে বেঢ়ল ভকত ভৃঙ্গ, হরিয়ে হরি বোলনি ॥
মত গজেন্দ্র গমন মন্দ, নিরখি মদন হৃদয় ফন্দ,
অসুর অমর কিয়ে নারীনর, ত্রিজগত চিত দোলনি ॥
তরুণ বয়স গৌর দেহ, অন্তরে উয়ল গোকুল মেহ,
ভাবে ভরল মরম তরল, চৌদিকে করুণ চাহনি।
ধন্য ধরনি ধন্য কাল, ধন্য ধন্য পহুঁ দয়াল,
করল কীর্ত্তন জীবতারণ, জ্ঞানদাস গুণ গাহনি ॥ ২৫ ॥

—০—

ঐ—সিন্ধুড়া

কষিল কাঞ্চন মণি গৌর কলেবর। আজানু লম্বিত ভুজ পুলক উজর ॥
বরণ কিরণে দেশে গেল আঁধিয়ার। ধন্য কলিযুগ লোক ধন্য অবতার ॥
গৌর করুণার সীমা। বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ভব ভাবিত মহিমা ॥ ধ্রু ॥
তরুণী তরুণ বৃদ্ধ শিশু পশু পাখি। যারে দেখে সভে সুখী চাহে অশ্রুমুখি ॥
আনন্দে রসাল শৈল শিখর সমান। জগভরি যারে তারে কৈল প্রেমদান ॥
অখিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি। কেবল কৃপায় কৈল ধরণীরে ধনি ॥
হেন প্রেম না পাইল পাপী হেন জনা। জ্ঞানদাস বলে তারে নহিল করুণা ॥

—০— ২৬

পূরবে আছিলা প্রিয়া রাধা গুণবতী। এবে গদাধর সঙ্গে অধিক পীরিতি ॥
অন্তরেতে শ্যাম হেন বরণ উপরে। অধিক উজর ভেল পুলক নিকরে ॥
বড় অপরূপ গোরা চান্দ অবতার। জগতে উদিত কিয়ে করুণা আধার ॥ ধ্রু
রায় রামানন্দ শ্রীনরহরি দাস। গোপীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ ॥
গৌর প্রেমে ভাসল জগতের লোক। আনন্দে মোদিত সব নাহি দুঃখ শোক ॥
সংকীর্ত্তন রসে সব গৌর গুণ গাই। পড়ল সুখের সিন্ধু অবধি না পাই ॥
অকিঞ্চনে অধিক ভকতি-রতি দেল। সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল। ২৭

—•—

ঐ—ভাটিয়ালি

চলিতে না চলে পা, কিবা সে হিলন গা, রাজপথে নিতাইর নাট।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী, তাবড় তাবড় রঙ্গী, অতি অপরূপ রসের হাট ॥
এ দেশে এমন কভু, না ছিল এতেক দিন, নিতাই চান্দের হেন লীলা।
দীনহীন লোক প্রীত, চিত্ত আখি উলসিত, কিবা কলি রসে ভুলি গেলা ॥
শুনিয়া ভাইয়ের কথা, পূরবে বারুণী পিতা, সে সব আভাষে হাসমুখে।
না করে কাহারে ভিন, এই সে প্রেমের চিন, দিগবিদিগ নাহি সুখে ॥
রাত্রি দিন আন নাই, কহিতে লোকের ঠাঞি, আবেশে অবশ হয়ে পড়ে।
জ্ঞানদাসেতে কয়; জগ ভরি জয় জয়; ভব ভয় গেল সব দূরে ॥ ২৮ ॥

—•—

শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক

ক্ষঃ গীঃ চিঃ ৪ | ৫ পদ—শ্রীরাগ

কিবা রূপে কিবা গুণে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না স্ফুরে বাণি; দুটি আঁখি কান্দে ॥
মনের মরম কথা শুন গো সজনি।
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥
কোন বিহি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা ॥

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর॥
জ্ঞানদাস বলে সখি; সেই সে করিব।
কানুর পীরিতি লাগি সাগরে মরিব॥ ২৯॥

—•—

ঐ—৫।৫ পদ

একে কুলবতী; চিতের আরতি; বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম সুনাগর; পীরিতি কণ্টক; ফুটল হিয়ার মাঝে॥
শুন শুন সই; মরম কহই; পড়িনু বিষম ফাঁদে।
অমূল্য রতন; বেড়ি ফণীগণ; দেখিয়া পরাণ কাঁদে॥
গুরু গরবিত; বলে অবিরত; সে সব বিষম বাধা।
একুল ওকুল; দুকুল চাহিতে; সংশয়ে পড়িল রাধা॥
ছাড়িলে ছাড়ান; না যায় সেজন, পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে; সে হেন সম্পদ; কাহার ডরে বা এড়॥ ৩০॥

—০—

ঐ—৬।৩ পদ—বরাড়ি

নিতি নিতি আসি যাই; এমন কভু দেখি নাই; কি খেনে বাড়াইনু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল; নাশাইতে কুলবতীর; কলঙ্ক আগে আগে চলে॥
বড়ি মাই কি দেখিনু যমুনায় ধারে।
কালিয়া বরণ এক; মানুষ আকার গো; বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥
শ্যাম বিকনিয়া দে; রসে নিরমিল কে; প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপানি।
ভুবন বিচিত্র ঠাম; দেখিয়া কাঁপয়ে কাম; কান্দে কত কুলের রমণী॥
না জানি না শুনি তায়; সে বা কোন দেবতায়; তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয়; না করিলে পরিচয়, কি জানিবে তাঁহার চরিত॥ ৩১॥

—০—

ঐ ৭ | ৫ পদ—সুহই

সহজই শ্যাম' সুকোমল শীতল, দিনকর কিরণে মিলায়।
সো তনু পরশ, পবন লব পরশিতে, মলয়জ পঙ্ক শুকায়॥
সজনি! কতয়ে বুঝাওব নীতি।
কানু কঠিন পথ, করল আরোহন, শুনি শুনি তোহার পীরিতি॥
অনুখন দু নয়নে, নীর নাহি তেজই, বিরহ অনলে হিয়া জারি।
পাবক পরশে, সরস দারু যৈছন, এক দিশে নিকসই বারি॥
সজল নলিনী দলে, শেষ বিছাওই; শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে, অধিক উপজি পরমাদে॥ ৩২॥

—০—

ঐ ৮ | ৩ পদ—ধানসি

কাহে কানু ঘন ঘন, আওত যাওত, ফিরি ফিরি বদন নেহারি।
হসি হসি মুখশশী, উগরে অমিয় রাশি, কি তোহে কহল পুছারি॥
সজনি! কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে, না জানি কাহার ভীতে, আছয়ে পীরিতি লব লেশ॥
সহজে রসিক রাজ, অলখিত সব কাজ, অনুভবি ওর না পাই।
যাহারে ইঙ্গিত করে, কুলশীল সব হরে, ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই।
একই নগরে বৈসে, সতত এদিকে আইসে, দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাসেতে বলে, তুমি কহ কোন ছলে, করিতে না পারি অনুমান॥ ৩৩

—০—

ঐ ৮ | ১৫ পদ | ভূপালী

অবনত বয়নী না কহে কছু বাণী। পরশিতে আসি ঠেলই পিয়-পানি॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ! অভিমানী রাই না মানয়ে বোধ॥
পীরিতি বচন কছু কহল বিশেষ। রাই কো হৃদয়ে দেখল রস লেশ॥
পহিরন বাস ধরল যব হাত। তব ধনী দিব দেওল নিজ মাথ॥
রস পরসঙ্গে করয়ে বহু রঙ্গ। নিজ পর থাব নামে দেই ভঙ্গ॥
নাহক আদর বহুত বাঢ়ায়। জ্ঞানদাস কহে এত না জুড়ায়॥ ৩৪॥

—০—

ঐ ১৩ | ৩ পদ—সুহই

কিয়ে গুরু গরবিত, না মানে পাপচিত, আন না শুনে কান বিন্ধে।
ও নব নাগর, সব গুণে আগোর, তারে যে পরাণ কান্দে॥
সজনি! ও বোল বল যনি আর॥
কি যশ অপযশ, না ভাওয়ে গৃহবাস, হইনু কুলের অঙ্গার॥ ধ্রু॥
কি জানি কিবা হইল, কি খেনে পরশিল, সে রস পরশমণি।
জাতি কুলশীল, আপন ইচ্ছায়, করিনু তাহার নিছনি॥
হিয়া দগদগি, মনের পোড়নি, কহিনু না রহিমু ঘরে।
এবে সে জানিনু, প্রেমের এ ফল, ভালে জ্ঞানদাস ঝুরে॥ ৩৫॥

—০—

ঐ ১৮ | ৫ পদ—সুহই

সহজে লুনিকো পুতলী গোরী। জারল বিরহ অনল তোরি॥
বরণ কাঞ্চন এ দশ বান। শামরী স্মওরি তোহারি নাম॥
অধর সুরঙ্গ বান্ধলী ফুল। পাণ্ডুর ভৈগেল ধুতুর তুল॥
কয়ল কবরী উরহি লোল। সুমেরু উপরে চামর ডোল॥
শুনহ মাধব কি কহোঁ তোয়। সমতি না দিন যামিনী রোয়॥
গলায় এ গজ মোতিম হার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার।
অঙ্গুল অঙ্গুলী বলয়া ভেল। জ্ঞানদাস দুঃখ মদন দেল॥ ৩৬॥

—০—

ঐ ১৯ | ৫ পদ—ভাটিয়ারী

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পীরিতি কৈনু।
পীরিতি বিচ্ছেদ, সহন না যায়, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥
সই! পীরিতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন; না শুনে ধরম কথা॥ ধ্রু॥
সবাই বোলে; পীরিতি কাহিনী; কে বলে পীরিতি ভাল।
শ্যাম নাগরের, পীরিতি ঘুশিতে; পাঁজর ধসিয়া গেল॥

পীরিতি মিরিতি, তুলে তোলাইনু, পীরিতি গুরুয়া ভার।
পীরিতি বারিধি, যারে উপজয়ে, সে বুঝে না বুঝে আর॥
কেন হেন সেই, পীরিতি করিনু, দেখিয়া কদম্ব তলে।
জ্ঞানদাস কহে, এমন পীরিতি, ছাড়িবে কাহার বোলে॥ ৩৭॥

—০—

ঐ ২০। ১০ পদ—ভূপালী

পহি লহি রাধামাধব মেলি। পরিচয় ভুলহ দূরে বহু কেলী॥
অনুনয় করইতে অবনত বয়নী। চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই করল পদ আধ পয়াণ॥
রস লব লেশ দেখাওলি গৌরী। পাওল রতন পুনঃ লেওলি চোরী॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি। রাইকো চরণে পসারল পাণি।
হাসি দরশি মুখ ঝাপই গোই। বাদরে শশী যনু বেকত না হোই।
বারে বার করিতে উপজল প্রেম। দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥
নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রতি আশ। জ্ঞানদাস কহে গুরুযা পিয়স॥ ৩৮॥

—০—

ঐ ২৩। ৪ পদ—সুহই

নিজ ঘর মাঝহি, বৈঠলি সুন্দরী, দিনকর ভুপর ঠামে।
যব হাম পুছলোঁ, পীরিতি সম্ভাষণ, প্রেমজলে ভরল নয়ানে॥
মাধব! বড় অনুরাগিনী রাধা।
তুয়া পর সঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, না মানয়ে গুরুজন বাধা॥
ভাবে ভরল তনু, কম্পিত পুনঃ পুনঃ, পুনঃ পুনঃ শ্যামরী গৌরী।
পুনঃ পুছত, পুনঃ দিগ নেহারত, ভূতলে শুতলি কত বেরি॥
ফুয়ল কবরী, উরহি লোটাওল, কোরে ধওল তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহে, তুহুঁ ভালে সমঝুহ, কোন করব পরমানে॥ ৩৯॥

—০—

ঐ ২৪। ৩ পদ—ভূপালী

সুন্দরি! আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি, কানু ভেল বহুত নিদান॥

কি রসে ভুলাপলি, ও নব নাগর, নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম, কহয়ে যদি, পন্থিক, শুনইতে আকুল কান॥
যো হরি হরি করি, তরয়ে ভবার্ণব, গো সুত পদ অভিলাষে।
সো হরি সতত, তুয়া পদ সেবই, দারুণ মদন তরাসে॥
পুরুখ বধের হেতু, তোহারি অভিলায, কে না শিখাওলি নীত।
জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পীরিতি, ভাবিতে আকুল চিত॥ ৪০॥

—০—

ঐ ২৮।৭ পদ—মল্লার

কমল বয়নি কনক কাঁতি। মুকুতা নিকর দশন পাতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল। কাজরে সাজল দিঠি দুকুল॥
চললি হরিণী নয়নী রাই। ত্রিভুবন জন উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু। চিবুকে মধুর শামর বিন্দু॥
উচ কুচ যুগ কনক গিরি। হিয়ার মাঝারে মানিক ছিরি॥
পবন তরল বসন মেলি। দামিনী বেঢ়ল চান্দনী বেলী॥
বিক্রম সারির সময় সাজ। রবি সিনায়ত তটিনী মাঝ॥
লোম লতাবলী ভূজগী ভান। নাভি বর হ্রদে মরু পয়ান॥
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ। ত্রিবলী যৌবন জল তরঙ্গ॥
মদন বিমান চারু নিতম্ব। উলট কদলী উরু আরম্ভ॥
নীবিয়ে বান্ধল বেলন জাদ। উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপরে কিঙ্কিনী নাদ। রতন মঞ্জীর করু বিবাদ॥
চরণ কমল শীতল ছায়। জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়॥ ৪১॥

—০—

ঐ ২৯।৯ পদ—তুড়ী

কুঞ্জ ভবন, মন্দ পবন; কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ; নব সমাজ; ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী॥
দেখ সখি! শ্যামচন্দ ইন্দু বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র; যুবতীবৃন্দ; গাওত রাগ মালিকা॥

তরল তার: গতি দুলার: নাচে নটিনী নটন শূর।
প্রাণ নাথ: হাত ধরত: রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গ,   পরশি ভোর,   কেহ রহত কাহুকো কোর।
জ্ঞানদাস,   গাওত রাস,   যৈছে জলদে বিজুরী জোর॥ ৪২॥

—০—

পঃ সঃ—১২৫ পদ—তোড়ী

শুন শুন গুণবতি রাই।   তোহে বিনু আকুল কানাই॥ ধ্রু
সো তুয়া পরশক লাগি।   ছট ফটি যামিনী জাগি॥
খীন তনু মদন হুতাশে।   তেজই উতপত শ্বাসে॥
চি পুতলি সম দেহ।   মরম না বুঝয়ে কেহ॥
পুছিতে কহয়ে আধ ভাখি।   নিঝরে ঝরয়ে দুন আখি॥
জ্ঞান কহয়ে তোহে সার।   করহ গমন উপচার॥ ৪৩॥

—০—

ঐ ২৩৭ পদ—তিরোহিতা ধানসী

শুনি সখি বচন মনহি অনুমান।   নাগরী বেশ বনাওল কান॥
আগুপদ বাম,   বামগতি চাহনি,   বাম কুণ্ডল অনুপাম।
বামভুজ বসন,   উড়ায়ত ঘন ঘন,   তৈছন পেখলু শ্যাম॥
পট অম্বর পরি,   অভিনব নাগরী,   ঐছে কয়ল পয়ান।
চারু সিঁথা পরি,   কাম সিন্দুর পরি,   লখই নাপারই আন॥
এমন চতুর বর,   কহুঁ না দেখিয়ে,   এ মহী মণ্ডল মাঝ।
মনিময় কাঞ্চন,   দুহুঁ ভুজে সাজন,   শঙ্খ সাজয়ে তুছ মাঝ॥
পদতলে অরুণ, কিরণ মনি পেখলু, তেঞি করত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহ,   রাইক মন্দিরে,   নাগর করল পয়ান॥ ৪৪॥

—০—

ঐ ২৮৬ পদ—কানড় রাগ

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি।   কুহরে কোকিল রবহি মেলি॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গে।   রাই নাচত কাহ্নুক সঙ্গে॥

দেখরি সখি কুঞ্জর মাঝ। শ্যাম নায়র নায়রী সাজ॥
বিবিধ যন্ত্র একু তাল। গাওত বাওত খণ্ড মাল॥
তাতা তা দৃমি কি দৃমি মৃদঙ্গ। সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ। তালে কতক নটন ভঙ্গ॥
নয়নে নয়নে মধুর দিঠ। অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠ॥
হিয়ে হিয় হার আলস লোল। চরণ মঞ্জীর ঘুঁঘুর বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস। জ্ঞানদাস চিত বিলাস॥ ৪৫॥

—০—

ঐ ২৮৭ পদ—কল্যাণ

মন্দ পবন; কুঞ্জ ভবন; কুসুমগন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ; নব সমাজ; ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
দেখরি সখি; শ্যামচন্দ, ইন্দু বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র; সখিনী বৃন্দ; গাওত রাগ মালিকা॥
তরল তাল; গতি তুলাল; নাচে নটিনী নটন শূর।
প্রাণনাথ; কহত বাত; রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গ; পরশ ভোর; কেহু রহত কাহ্নু কোড়।
জ্ঞানদাস; কহত রাস; যৈছনি জলদ বিজুরি জোর॥ ৪৬॥

—০—

ঐ ৩০৮ পদ—প্রাচীন সিন্ধুড়া।

কি না সে কাহ্নুর প্রেম।

আঁখি পালটিতে; নাহি পরতীতে; যেন দারিদ্রের হেম॥ ধ্রু॥
হিয়ায় হিয়ায়; লাগিব লাগিয়া; চন্দন না পরে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া; বায়ের দোসর; রাত্রে দিনে থাকে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি; মুখ থির খয়ে; আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোড়ে থাকিতে; দূর হেন বাসে; তেঞি সদা লয়ে নাম॥
জাগিকে ঘুমিতে; আন নাহি চিতে; রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে; এমন পিরিতি; আর কি জগতে আছে॥ ৪৭॥

—০—

ঐ ৩১১ পদ—সুহই

তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥ ধ্রু॥
তমু সে বন্ধুরে আমি পাশরিতে পারি।
কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥
কি খেনে দেখিলু সে বিদগধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মেটন না যায়॥
গুরুজন যত বোলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয় কহই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে পরিহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ॥
পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পীরিতি বুকে বহিছে ত্রিবেণী॥
সোঙরি সে রূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াত না পায়॥ ৪৮॥

—০—

ঐ ৩২২ পদ—ভাটিয়ারী

জিতে পাশরিল নহে বন্ধুর পীরিতি।
কি ঘর বাহির লোকে বোলে ওকি রীতি॥
অন্তর বাহিত চিতে অবিরত জাগ।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুয়াগ॥
সই! এ কি বড় পরমাদ।
শয়নে স্বপনে মনে নাহি অবসাদ॥ ধ্রু॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিতে শুনি সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘন মোর পুলকিত অঙ্গ॥

হিযার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহ কাজ করিতে আউলায়ে সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ॥ ৪৯॥

—০—

ঐ ৩১৫ পদ—বরাড়ী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই! কি আর বলিব।
যে পণ করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আলুয়াছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরিতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রাই সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরল তনু শ্যাম পর সঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ ৫০॥

—০—

ঐ ৩১৭ পদ—ভাটিয়ারী

তেজিলু নিজ কুল এ লোক লাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
সে সব নব নেহার নিছনি কৈলোঁ।
যে মোরে বোলে তারে জীয়ন্তে মৈলোঁ॥

না বোল সজনি! আর কিছু না লয় মনে।
সে বন্ধু বান্ধিঞাছোঁ পরাণ সনে॥
বন্ধুর আরাত হিয়ার মালা।
পতির পীরিতি বিষের জ্বালা॥
যে চিতে দঢ়াইলুঁ সেই সে হয়।
খেপিল বান যেন রাখিল নয়॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিয়ে তাহি॥ ৫১॥

—০—

ঐ ৩২০ পদ—সিন্ধুড়া

কি মোর ঘর, তুয়ারের কাজ, লাজে কহিতে নারি।
তিলেক বিচ্ছেদে, লাগে পরমাদ, হিয়া বিদরিয়া মরি॥
শুন শুন তোরে, মরম কহিয়ো, মোর পরাণ নাথে।
ও রস পরশে, উলস গা, তুকূল ঠেলিলুঁ হাতে॥
গুরু গরবিত, বোলে অবিরত, সে মোর চন্দনচুয়া।
সে রাঙা চরণে, আপনা বেচিলুঁ, তিল তুলসী দিয়া॥
আপন ইচ্ছায়ে, বাছিয়া লইলুঁ, যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে, যে জন বিমুখ, তারে তিলাঞ্জলি দিল॥
সো মুখ না দেখিয়া, পরাণ বিদরে, রহিতে নারিয়ে বাসে।
এমন পীরিতি, জগতে নাহিক, কহই এ জ্ঞানদাসে॥ ৫২॥

—০—

ঐ ৩২১ পদ—সুহই

তুমি কি না জান সই, কানুর পীরিতি, তোমারে বলি কি।
সব পরিহরি, এ জাতি জীবন, তাঁহারে সোঁপিয়াছি॥
প্রাণ সই! কি আর কুল বিচারে।
প্রাণবন্ধুয়া বিনু, তিলেক না জীউ, কি মোর সোদর পরে॥ ধ্রু॥
সে রূপ সাগরে, নয়ন ডুবিল, সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে, ডবল মন, আনিব কি আর দিয়া॥

খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে, আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে, আগুন দিয়ে তুয়ারে ॥ ৫৩ ॥

—০—

ঐ ৩২৫ পদ—সুহই

একে নব পীরিতি, আরতি অতি তুরগম, সোঙরি সোঙরি খীনদেহা।
তাহে গুরু গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ, পরিজন কণ্টক গেহা ॥
সজনি ! দূর কর ও পরথাব।
প্রেম নাম যাঁহা, শুনই না পায়ব, সোই নগরে হাম যাব ॥ ধ্রু ॥
যা বিনু স্বপনে, আন নাহি জানলুঁ, অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম অতি তুখিনী, সহজে একাকিনী, আপন্য বলিতে নাহি কোই ॥
তুহুঁ কুল হেরয়িতে, আকুল অন্তর, পাঁতরে পড়ি রহু হেম।
জ্ঞানদাস কহ, ধিক ধিক জীবন, যাকর পরবশ প্রেম ॥ ৫৪ ॥

—০—

ঐ ৪৩১ পদ—ধানসী

আজু অবধি দীন ভেলা। কাক নিয়ড়ে কহি গেলা ॥ ধ্রু ॥
আজুক প্রাতর সময়ে। বাম বাহু নয়ন কাঁপয়ে ॥
খসত কবরী নীবিবন্ধ। বাম নয়ন করু পন্দ ॥
এ লখন বিফল না যাব। মাধব নিজ গৃহে আব ॥
অনুখন হৃদয় উলাস। পূরল পথিক পরবাস ॥
পুলকে পূরয়ে প্রতি অঙ্গ। খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ ॥
মনমথ ভেল শুভ কারী। জ্ঞান কহে তুহু গণ চারী ॥ ৫৫ ॥

—০—

ঐ ৫২৭ পদ—বরাড়ী

বন্ধুরে কহিও মোর কথা। অনলে পশিব যদি নাহি আইসে এথা ॥
মরন অধিক ভেল এ ছার জীবন। তোমা বিনু দগধই যনু দাবে বন ॥
নহে ত কহয়ে জনু এ তুখ এড়াই। সোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই ॥
জ্ঞান কহে এত তুঃখ না কর ভাবন। এখনি মিলিবে জান তোমার প্রাণধন ॥

—০—

৫৬

ঐ ৬১৫ পদ—সুহই

সজনি ! না জানিয়ে এত পরমাদ।

একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর, তিল এক নাহি অবসাদ ॥ ধ্রু

পহিল বয়স একে, আরে নব আরতি, আর তাহে কানুক সোহাগ ॥

এত রস আদর, বাদ করল বিধি, কুলবতী কেমন অভাগ ॥

গৃহে গুরু দুরজন, ওভয়ে সভয় মন, তাহে অধিক শ্যাম নেহা।

নহিয়ে স্বতন্তর, কানু বিচ্ছেদ ডর, সে তাপে তাপিত তুন দেহা ॥

কিবা করি কিবা হয়, আপনা বুঝিল নয়, নিরবধি উড়ু পড়ু চিত।

জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে, বিষাধিক বিষম পীরিত ॥ ৫৭ ॥

—০—

ঐ ৬১৭ পদ—ভাটিয়ারি

মনের মরম কথা শুন লো সজনী।

শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী ॥

কিবা রূপে কিবা গুণে মন মোর বান্ধে।

মুখে না নিসরে বানী দুটি আঁখি কান্দে ॥

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।

না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব ॥

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।

কেবা না করে প্রেন কার এত জ্বালা ॥

জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।

বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব ॥ ৫৮ ॥

—০—

ঐ ৬২০ পদ—তুড়ি

বড়ই বিষম কালার প্রেম, এ ঘর বসতি শলি।

ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি ॥

কাহারে কহিব মুঞি মরম কথা।

কানু বিনু কে জানিবে মরম ব্যথা ॥

যত যত পীরিতি করয়ে পিয়া মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চৌখে চৌখে।
এ বড়ি দারুণ শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মরম কথা মনে সে রহিল।
ফুটিল শ্যাম-শেল বাহির নহিল॥
নিচয়ে করিব আমি তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মিলাব আনিয়া॥ ৫৯॥

—০—

ঐ ৩১৮ পদ—ধানসী

কি গুরু গরবিত, না লয়ে পাপচিত, আন না শুনে কান বিন্ধে।
সে সব নাগর, সব গুণে আগর, তারে সে পরাণ কান্দে॥
না জানি কি না হইল, কি খেনে পরশিল, সে রস পরশ-মণি।
জাতি কুলশীল, আপন ইচ্ছায়ে, তাঁহারে করিনু নিছনি॥
সজনি! ও বোল না বোল জানি আর।
কিয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহ বাস, হইলু কুলের খাঁখার॥ ধ্রু॥
হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি, কহিলো না রাহি মোঁ ঘরে।
এবে সে জানিলুঁ, প্রেমের এই ফল, ভাল সে জ্ঞানদাস ঝুরে॥ ৬০॥

—০—

পদকল্পতরু—১।২।১৫ পদ

অপরূপ তুয়া মূরলী ধ্বনি। লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি।
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ। উদ্‌বেগে ধনি না ধরে দেহ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ। অসিত চাঁদের উদয় দিন॥
জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ। অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ॥
পাণ্ডুর বদন বেয়াধি বাধা। মূরুছি নিশ্বাস তেজল রাধা॥
অব যদি তুহুঁ মিলহ তায়। গোকুল মঙ্গল সবাই গায়॥
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম। জীবন সুখদ তুহারি নাম॥ ৬১॥

—০—

ঐ ১।২।১৭ পদ—শ্রীরাগ

কানুক ঐছন কত। শুনি অবনত মাথ॥
কাহু না কহল ফেরি। লোরে পথ না নেহারি॥
মলিন বদন ভেল। ধীরে ধীরে চলি গেল॥
আয়ল রাইক পাশ। কি কহব জ্ঞানদাস॥ ৬২॥

—০—

ঐ ১।৪।৬ পদ

কহইতে সো ধনি বচনা না শুন। পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুনঃ॥
আনপর ধাই যাই যব পাশে। আন সম্ভাষি আন পরিহাসে॥
শুন শুন মাধব তুহু সুচতুর। কিয়ে বিহি পরশন কিয়ে প্রতিকুল॥
লাজে না যাই কহল এক বেরি। যতনহি নয়ন কোণে নাহি হেরি॥
মুকুলিত করজ কুসুম নাহি ভেল। হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভই গেল॥
কুবলয় কর চির চিকুর চিয়াব। কিয়ে পরখিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥
অপরশে আনসঞে প্রিয় সখী সঙ্গে। জ্ঞানদাস কহ বুঝল অনঙ্গে॥ ৬৩

—০—

ঐ ১।৬।৩ পদ

রাই কেনে বা এমন হৈলা। কি রূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোয়। বেয়াধি ঘুচাঙ তোয়॥
না পারি বুঝিতে রীত। সব যে দেখি বিপরীত॥
সোনার বরণ তনু। কাজর ভৈগেল জনু॥
নয়ানে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ। কহিলে ঘুচিবে তাপ॥ ৬৪॥

—০—

ঐ ১।৬।৪ পদ—তুড়ি

কেনে গোলাঙ জল ভরিবারে

যাইতে যমুনা ঘাটে, সেখানে ভুলিল বাটে, তিমিরে গরাসিল মোরে॥
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর, আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে, লালিত লাবণ্য রূপ শেষ॥

ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা ভাঁতি, তার মাঝে পুনমিক চান্দ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ, কামিনী জনের মন ফান্দ॥
লোকে তারে কালো কয়, সহজে সে কাল নয়, নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা, ভুবন মোহন রূপ ভাঁতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকলি দেখিয়া গেল, অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়, সে কি সতী বোলইতে পারে॥

—০—

৬৫

ঐ ১।৬।৭ পদ—রাগ

আলো মুঞি জানো না, জানিলে যাইতাম না; কদম্বের তলে।
চিত মোর, হরিয়া নিলে, ছলিয়া নাগর ছলে॥ ধ্রু॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চাঁদের মাঝে মৃগমদে ধান্ধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বান্ধা॥
কটি পীত বসন রসনা তাহি জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুদ্ধি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হইয়া ছু কুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥ ৬৬॥

—০—

ঐ ১।৭।১৩ পদ—তুড়ি

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা, শুন শুন পরানের সই।
স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে, তাহা বিনু আর কারো নাই॥ ধ্রু॥
রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেবাঁ গরজন, ঝন ঝন শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চির অঙ্গে, নিদ যাই মনের হরিষে॥

শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি বোল, কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঙা ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে, স্বপন দেখিলুঁ হেনকালে॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ, শ্রবণে ভরল সেই বানী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত, ধিক রাই কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখছটা জিনি ইন্দু, মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায় হাত দেই ছলে, আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষণ অঙ্গ, কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাঢ়িয়া লয়, ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল, অধরে অধর পরশিল॥
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভর মান গেল, জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল। ৬৭

—০—

ঐ ১।৭।২৫ পদ—গান্ধার

মন্দির মাঝে, বৈঠল বর সুন্দরী, দিনকর দুপুর ঠানে।
যব হাম পুছলু, পিরীতি সম্ভাষণ, প্রেমজলে ভরল নয়ানে॥
মাধব! তুয়া অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পর সঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, না মানয়ে গুরুজন বাধা॥
ভাবে ভরল তনু, পুনঃ পুনঃ কম্পিত, পুনঃ পুনঃ শ্যামরী গোরী।
পুনঃ পুনঃ পুছত, পুনঃ দিগ নেহারত, ভূমে শুতয়ে পুনঃ বেরি॥
ফুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত, কোরে করত তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমঝত, কোন করব চিতে আনে॥ ৬৮

—০—

ঐ ১।৯।৪ পদ—ধানশী

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে। অনুভবে জানলুঁ অদ্ভুত কাজে॥
তহুঁ বরনারী চতুর বর কান। মরকতে মিলল কনক দশবান॥
এ ধনি এ ধনি বচন পরিহার। নিজ জন জানি না কহ বেভার॥ ধ্রু॥
খেনে খেনে আলসে মূদসি দুটি আঁখি। নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখি॥
জলধর হেরি ভেলি চমকিত। শ্যামর চান্দে চোরায়ল চিত॥

খেনে পুলকিত তনু বহসি সাঁঙারি। মৃগমদ উরজে যতনে ঠীরে বারি॥
ফুয়ল কবরী উরহি লোটায়। জ্ঞানদাস কহে কাহে না লুকায়॥ ৬৯॥

—০—

ঐ ১।৯।৫ পদ—বরাড়ী

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই। শ্যামর সু নাগর রস অবগাই॥
অন্তরে অন্তরে পীরিতি নিরবন্ধ। লাজ কবটি কয়ল মুখবন্ধ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই দুঃখ বিনু তুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ। আজু আন রীত দেখিয়ে আর রঙ্গ॥
কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ বহু পরমাদ তোহে কয়ল অনঙ্গ॥
মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ। জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥ ৭০॥

—০—

ঐ ১।৯।৬ পদ—বরাড়ী

লহু লহু মুচকি; হাসি চলি আওলি; পুনঃ পুনঃ হেরসি ফেরি।
জনু রতি পতিসঞে; মিলল রঙ্গভূমে; ঐছন কয়ল পুছেরি॥
সখি হে! বুঝলুঁ এসব বাত।
এতদিনে তুহুক; মনোরথ পূরল; ভেটলি কানুক সাথ॥ ধ্রু॥
যব তোঁহে সখীগণ; নিরজনে পুছল; তব তুহুঁ ছাপলি কায়।
অব বিহি সোসব; বেকত কয়ল সখী; কৈছনে গোপতবি তায়॥
চৌরিক বচন; কহত যত গুরুজন; সো অব পায়লুঁ সাখি।
দশদিন দুরজন; একদিন সুজনক; আজু দেখিলুঁ পরতেকি॥
হাম সব নিজজনে; কহসি রাতিদিন; সো অব বুঝলু আজে।
জ্ঞানদাস কহ; সখি তুহুঁ বিরমহু, রাই পায়ল বহু লাজে॥ ৭১॥

—০—

ঐ ১।৯।৭ পদ—কামোদ

রূপ কলাগুণ; সব সম্পূরণ; ঐছন কানু বর মাহ।
আছিল আমার চিতে; তুয়া সহ মিলাইতে; ভাল ভেল বিহিনির বাহ॥

সখি হে! কাহে তুহু মানসি লাজে।
বিহি পরসাদে, সাধ সব পূরল, বুঝল মো অপরূব কাজে॥
যাকর কাহিনী, ছাড়ি তুহুঁ আন দিন, আন শুনসি কানে।
বচন বচন করি, সব উলটায়সি, আজু দেখি আন সন্ধানে॥
সব আন রীত, চিত তুয়া অন্তর, বয়ান ঝাঁপসি এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহ, বচন আন নহ, কো পাতিযায়ব ইথে॥ ৭২॥

—•—

ঐ ২।২।৫ পদ—ধানশী
অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে, পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত॥ ধ্রু।
কিশলয় শেজ, বিছায়লি পুনঃ পুনঃ, জারত রতন প্রদীপ।
তাম্বূল কর্পূর, খপুরে পুনঃ রাখয়ে, বাসিত বারি সমীপ॥
মলয়জ চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম, লেই পুনঃ তেজই তাই।
সচকিত নয়নে, নেহারই দশদিশ, কাজর সখী মুখ চাই॥
কিঙ্কিনী কঙ্কন, মণিময় আভরণ, পহিরত তেজই তাই।
সখিগণ হেরি, কতহুঁ পরবোধয়ে, জ্ঞানদাস কহ ধাই॥ ৭৩॥

—•—

ঐ ২।৩।৫ পদ—ধানসী
যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাজর শেষ, পাপচিতে নিবারিতে নারি।
কিয়ে যশ অপযশ, নাহি ভায় গৃহবাস, তিল আধ পাশরিতে নারি॥
মাথা করি কুল ডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা, তবহুঁ পূরব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি, যবে হবে কানু পরিবাদে॥
কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজ পতি, সে যদি নয়নের কোণে চায়।
স্বরূপে দড়াইনু মন, জাতি যৌবন ধন, নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়॥
মনেতে করিয়ে সাধ, যদি হয় পরিবাদ, যৌবন সফল করি মানি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, এমত যাহার হয়, ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥ ৭৪॥

—•—

ঐ ২।৩।৮ পদ—সুহই

কিশোর বয়েস; মণি কাঞ্চন আভরণ; ভালে চূড়া চিকন বনান।
হেরইতে রূপ; সায়রে মন ডুবল; বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখি হে! পেখলুঁ পন্থ কি মাঝ।
হাম নারী অবলা; একলা যাইতে পথে; বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান সন্ধান বানে; তনু জর জর; কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন; পুলকে পূরল তনু; পানি না পূরলুঁ কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর যেন; জাগিয়ে স্বপন হেন; আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে; মনে অনুমানিয়ে; বাস করব নীপ ছায়॥ ৭৫॥

—•—

ঐ ২।৬।৩ পদ

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার। ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার॥
ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি। নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি॥
দুই চারি সহচরী সঙ্গহি নেল। নব অনুরাগ ভরে চলি গেল॥
বরিখত ঝর ঝর অবিরত মেহ। পায়ল সুবদনী সঙ্কেত গেহ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ। জ্ঞানদাস চলু যঁাহা নাগর রাজ॥ ৭৬

—•—

ঐ ২।৬।৫ পদ—ধানশী

এ ঘোর রজনী; মেঘ গরজিনী; কেমনে আওব পিয়া।
শেষ বিছাইয়া; রহিনু বসিয়া; পথপানে নিরখিয়া॥
সখি হে! কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ; তরিয়া আইনু; নব অনুরাগ ভরে॥
এ হেন রজনী; কেমনে গোঙাব; বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল, সব মনোরথ, প্রাণ করে উচাটনে॥
দহয়ে দামিনী, ঘন ঝন ঝন ঝনী, পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে৽ শুনহ সুন্দরি৽ মিলবি বন্ধুর সনে॥ ৭৭॥

—•—

ঐ ২ | ৭ | ২৪ পদ—ধানশী

সুন্দরি ! কাহে কহসি কটু বানী ।

তোহারি চরণ ধরি, সপতি করিয়ে কহি, তুহুঁ বিনু আন নাহি জানি ॥ ধ্রু ॥
তুয়া আশোয়াসে, জাগি নিশি বঞ্চনু, তাহে ভেল অরুণ নয়ান ।
মৃগমদ বিন্দু, অধরে কৈছে লাগল, তাহে ভেল মলিন বয়ান ॥
তোহে বিমুখ দেখি, ঝুরয়ে যুগল আঁখি, বিদরয়ে পরাণ আমার ।
তুহুঁ যদি অভিমানে, মোহে উপেখবি, হাম কাঁহা যাওব আর ॥
হামারি মরম তুহুঁ, ভাল রীতে জানসি, তব কাহে কহ বিপরীত ।
ঐছন বচনে, দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে, জ্ঞানদাস চিত ভীত ॥ ৭৮ ॥

—০—

ঐ ২ | ৮ | ৮ পদ

ভাল হৈল মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ । অব হাম বুঝল বিদগধ রাজ ॥
নয়নক কাজর অধরহি শোভা । বান্ধি রহল অলি অতি মনোলোভা ॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ । যতনে গোপত রহু যামিনী রঙ্গ ॥
ক্ষণে ক্ষণে নয়ন মুদসি আধ তারা । কহইতে বচন বচন আধ হারা ॥
যাবক আধক উরপর লাগ । অনুক্ষণ সোধনী করু অনুরাগ ॥
সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু ললিত কপালে । ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে ॥
ভাবে পুলকিত তনু রহল সমাধি । জ্ঞানদাস কহে উপজল আগি ॥ ৭৯

—০—

ঐ ২ | ১৩ | ১৫ পদ—সুহই

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি । নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি ॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে । পরান চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ॥
রাই কত পর সখি আর ॥ তুয়া আরাধনে বিদিত সংসার ॥ ধ্রু ॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী । পরশিতে নাহি তোমার চরণের ধূলী ॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর । নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর ॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি । বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী ॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেন কৃপণ । জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম ॥

—০— ৮০

ঐ ২।১৭।১১ পদ—ধানশী

সজনি! না কর কানু পরসঙ্গ।
পানি না সেচহ দগধল অঙ্গ॥
ভালে হাম কলাবতী ভালে তুহুঁ দোতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পীরিতি॥
ভাল জন বচন কয়লু যত বাম।
সো ফল ভুঞ্জাইতে ইহ পরিণাম॥
পহিলহি কি কহব আরতি রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজন হাসি॥
ভাল ভাল অলপে কয়ল সমাধান।
পুরুবক পুনফলে রহল পরাণ॥
চন্দন তরু বলি বিখতরু ভেল।
অতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ॥ ৮১॥

—০—

ঐ ২।১৭।১২ পদ—ধানশী

পহি লহি চাঁদ করে দিল আনি। ঝাঁপল শৈল শিখরে এক পানি॥
অব বিপরীত ভেল সব কাল। বাসি কুসুম কিয়ে গাঁথই মাল॥
না বোলহ সজনি না বোলহ আন। কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু
অন্তর বাহির সব নহে রীত। পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥
হিয়া সব কুলিশ বচন মধুধার। বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম। গোপত প্রেম সুখ এই পরিনাম॥
তুহু কিয়ে শঠ নিকটে কহ মোয়। জ্ঞানদাস কহে সমুচিত হোয়॥ ৮২

—০—

ঐ ২।১৭।১৪ পদ—কেদার

সজনি! তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হিত বিহিত, সবহুঁ হাম বুঝিয়ে, আনে হোয়ত বিপরীত॥ ধ্রু॥

লঘু উপকার, করতে যব সুজনক, মানয়ে শৈল সমান।
অচল হিত, করয়ে মূরুখ জনে, মানয়ে সরিশ প্রমাণ॥
কানুক রীত, ভীত মঝু চিতহিঁ, না জানি কি হবে পরিনামে।
ঐছন পিরীতক, বশ নাহি হোয়ত, যৈছন কীর সমানে॥
কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখলু, অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যোগুণ, করহুঁ না যাওত, জ্ঞানদাস পরমান॥ ৮৩॥

—০—

ঐ ২। ১৭। ১৫ পদ—কেদার

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই। করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥
রোখে চলই যব করে কর বারি। চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥
তবহুঁ মলিন মুখী সুমুখী না ভেল। হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥
একলি বনমাহা যাহা বরকান। আওল সখী তাঁহা বিরস বয়ান॥
কি কহব মাধব মানিনী মান। জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥ ৮৪॥

—০—

ঐ ২। ১৭। ১৭ পদ—কেদার

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈক্ষীণ। রোয়ত মাধব অব নিশিদিন॥
দোতিক কর করি করু পরিহার। কহইতে নয়নে গলয়ে জলধার॥
বাউরী সম কত করু পর লাপ। শত গুণাধিক মনে মনসিজ তাপ॥
'রা' 'রা' 'ধা' করি আখর এক। গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক॥
মানিনী মান মানায়ব হাম। কহি এত ধারয়ে মানিনী ঠাম॥
পুনঃ ফেরি আওত সহচরী সাথ। ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াত॥
কত পরবোধি কয়ল সখী থির। জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথির॥ ৮৫॥

—০—

ঐ ২। ১৭। ১৮ পদ—কামোদ

গগনক চাঁদ, হাত ধরি দেয়লুঁ, কত সমুঝায়লু নীত।
যত কিছু কহল, সবহুঁ ঐছন ভেল, চিত পুতলী সমরীত॥
মাধব! বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে অবুঝ, অবুঝ করি মানই, কতয়ে বুঝায়ত তাই॥ ধ্রু॥

তোহারি মধুর গুণ, কত পরথাপলুঁ, সবহুঁ আন করিমাণে।
যৈছন তুহিন, বরিখে রজনী কর, কমলিনী না সহে পরাণে॥
যতনহিঁ বহু, চরণ ধরি সাধলু, রোখে চলল সখী পাশ।
সরস বিরস কিয়ে, তাকর সহচরী, সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥ ৮৬॥

—০—

ঐ ২ । ১৭ । ২০ পদ

সহচরী বচনহি, বিদগধ নাগর, আকুল অথির পরাণ।
তুরতহিঁ গমন, কয়ল যঁাহা মানিনী, ঢল ঢল সজল নয়ান॥
কহ সখি! কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ, করয়ে যত রঙ্গিণী, হাম যৈছে উহ পরমান॥ ধ্রু॥
তাহে বিনু নিশিদিশি, আন নাহি হেরিয়ে, ও মুখ সতত ধেয়ান।
যে৷ মধুর বোল, শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ, সো গুণ নিশিদিশি গান॥
এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে, ঠারি রহল তাঁহি যাই।
অবাত বয়ানে, রহল অবমানিনী, জ্ঞানদাস রহল মুখ চাই॥ ৮৭॥

—০—

ঐ ২ । ১৭ । ২১ পদ—ভাটিয়ারী

রামা হে! ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন বেদন; না যায় সহন; শরণ লইনু তোর॥
ও চাঁদ মুখের; মধুর হাসনি; সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি; ফিরিয়া না চাহ; আমার শপথি লাগে॥
তোমার অঙ্গের; পরশে আমার; চিরজীবি হউ তনু।
তপ জপ তুহুঁ; সকলি আমার; করের মোহন বেনু॥
দেহ গেহ সার; সকলি আমার; তুমি যে নয়ন তারা।
আধ তিল আমি, তোমা না হেরিলে, সব বাসি আন্ধিয়ারা॥
এত পরিহারে; কহি যে তোমারে; মনে না ভাবিহ আন।
করজ লিখিয়া; লহয়ে আমার; দাস করি অভিমান॥

জ্ঞানদাস কহে; শুনহ সুন্দরী; এ কোন ভাব যুকতি।
কানু সে কাতর; সদয় হইয়া; কেন না করহ প্রীতি॥ ৮৮॥

—•—

ঐ ২।১৭।২২ পদ—বরাড়ী

শুন শুন মাধব না বোলহ আর। কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥
পায়ল তুয়া সঞে প্রেমক মূল। খোয়ালুঁ সরবস নিরমল কুল॥
পুনঃ কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ। দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক চরিত। নামহি যৈছে অন্তর সেই রীত॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব। আছয়ে জীবন সেহকিয়ে নিব॥
জ্ঞানদাস কহে কর অবধান। তুয় নিজ জন কাহে এত অপমান॥

—•— ৮৯

ঐ ২।১৭।২৩ পদ—সুহই

অনুনয় করইতে, অবগতি না কর, না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি, গারি যব দেয়বি, তবহি ইন্দ্রপদ মোর॥
মানিনি! তব কি করব তুরদিনে।
মনমথ গরল, গরুয়া হিয়ে বাঢ়ল, তোহারি পরশ রস বিনে॥ ধ্রু॥
অনুগত জানি, পানি পসারয়ে, বিপদে বুঝিয়ে উপকার।
তব হাম জনম, সফল করি মানয়ে, জগতে বহয়ে যশোভার॥
সময় জানিযব, কোপ নিবারহ, বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ, নিজ জন জানিয়া, অতয়ে করিয়ে সমাধানে॥ ৯০॥

—•—

ঐ ২।১৭।৩০ পদ

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার। অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার॥
সে চাঁদের সুধাদানে জগত জুড়াও। সে চাঁদবদনে কেনে আমারে পোড়াও॥
অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে। সোনা শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ। জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥ ৯১

—•—

ঐ ২ | ১৭ | ৩১ পদ—ধানশী

সুন্দরী ! উলটি নেহারহ নাহ ।

চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জিয়য়ে, জানি করহ নিরবাহ ॥ ধ্রু ॥

কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগে, সেবই যাকর আঁশে ।

সো বহু বল্লভ, তোহারি পরশ বিনু, দগধল মদন হুতাশে ॥

শ্যাম সুধাকর, নিকট হি রোয়ত, কুরুচিত কুসুম বিকাশ ।

অঞ্চল অন্তর, মান তিমির বহু; লোচন পড়ল উঁপাস ॥

সো সুখ সম্পদ; তুহুঁ বিনু সুন্দরী; হাসি হাসি আপনে বোলাই ।

জ্ঞানদাস কহ; অল্প ভাগি নহ; দূতীক পরশ না পাই ॥ ৯২ ॥

—০—

ঐ ২ | ১৭ | ৩২ পদ—কামোদ

কত কত ভুবনে, আছয়ে কত নাগরী, কে না করয়ে অভিলাষে ।

যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে, সে তুয়া দাসক আশে ॥

সুন্দরী ! কহ কৈছে সাধবি আন ।

রসময় রসিক, মুকুটবর নাগর, চরণেহি সাধয়ে কান ॥ ধ্রু ॥

কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে, গুরুতর কৌশল মোর ।

লাখ লছিমি যৈছে, চরণে লোটায়ই, তাহে এত বিরকতি তোর ॥

জীবন যৌবন, সফল না মানসি, কানু হেন বিদগধ নাহ ।

জ্ঞানদাস কহে, কতিহুঁ না শুনিয়ে, পিরীতি কহই নিরবাহ ॥ ৯৩ ॥

—০—

ঐ ২ | ১৭ | ৩৪ পদ—বরাড়ী

চলইতে চাহি; চরণ নাহি ধারয়ে; রহিতে নাহিক প্রতি আশ ।

আশ নৈরাশ; কছু নাহি সমুঝয়ে; অন্তরে উপজে তরাশ ॥

সজনি ! বচন না বোলসি আধা ।

তুহুঁ রসবতী; উহ রসিক শিরোমণি; হটে রস না করহ বাধা ॥ ধ্রু ॥

প্রেমরতন জনু; কনয়া কলস পুনঃ; ভাগ্যে যো হোয় নিরমান ।

মোতিম হার; কর শত টুটয়ে; গাথিয়ে পুনঃ অনুপাম ॥

হর কোপানলে; মদন দহন ভেল; তুয়া উরে যুগল মহেশ ।

পরিহর মান; কানু মুখ হেরহ; জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ ॥ ৯৪ ॥

—০—

ঐ—২ | ১৯ | ৪ পদ—সুহই

শুন শুন সুন্দরী রাধে।
কানু সঞে প্রেম করসি কাহে বাধে॥
অনুক্ষন যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহু কিছে তেজবি তাকর কোয়॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কান॥
তুহুঁ লাগি তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥
ঐছন পুরুখ কতিহুঁ নাহি দেখি।
আপন দিব তোহে হরি কো উপেখি॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥ ৯৫॥

—•—

ঐ—২ | ২৩ | ৩ পদ—তুড়ী

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তেহারি নাম॥
শুন বিনোদিনী ধনি রসময়ি রাধা।
কতহুঁ করহ জানি হই রস বাধা॥
অঙ্গুলের আগে পরশন যবে পাই।
সুখের সায়রে রহি ওর না থাই॥
লোচন ইঙ্গিত করু মোহে দান।
জ্ঞানদাস কহে অকারণ মান॥ ৯৬॥

—•—

ঐ—২ | ২০ | ১৪ পদ—কেদার

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনী তেজল মান॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনী কোর॥
বুঝল হিয় অভিলাষ।
নিধুবন যবই বিলাস॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥
নীবি পরশিতে কর কাঁপ।
নীরস কমলে অলি ঝাঁপ॥
ঐছে না পূরয়ে আশ।
নাগর গদ গদ ভাষ॥
ধনীক কষাইত চিত।
সরস করয়ে প্রকটিত॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ॥ ॥ ৯৭॥

—•—

ঐ—২ | ২০ | ১৫ পদ—কেদার

গলে গল নাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ানে রহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শুতল শেজে।
নাহি পর কাশল থোরহি লাজে॥

মণিময় দীপ উজোরল গেল।
সুকুসুম শেজহি ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারী শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ।
দ্বিজকুল শব্দ গীতি অনুবন্ধ॥
সুখময় মন্দির কালিন্দী তীর।
শুতল দুহুঁজন কুঞ্জ কুটীর॥
সখীগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁপি।
আরতি অধিক তিরপিত নহে আখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ॥ ॥ ৯৮॥

—০—

ঐ ২।২১।১১ পদ—তথারাগ

নিমগণ দুহুঁজন রতি রণ রঙ্গে।
থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে॥
কুসুম শেজোপর রাধা কান।
দুহুঁ মত পেশল মনসিজ জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচযুগ পর খরতর নখ হান॥
কুঞ্জহি দুহুঁজন কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি॥ ॥ ৯৯॥

—•—

ঐ ৩।৬।২ পদ—বড়ারী

চলিতে না পারে রসের ভরে।
অলস নয়ান অলস ঝরে॥

ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও॥
না জানিয়ে কিবা অন্তর সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥
মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ।
তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥
কালার বদন দেখি চমকি চাও।
ভাবে বেয়াকুল ওর না পাও॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর ততহিঁ সাখী॥
জ্ঞানদাস কবি ভাবিয়া যায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥ ১০০॥

—•—

ঐ ৩।৬।৩ পদ—পঠ মঞ্জরী

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপল লাজে॥
করে কর ধরি কুয়ল চীর মোর।
পিয়া বর টীট কর রাখল অগোর॥
কি কহব রে সখি কানুক লেহা॥
ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা।
প্রেম পরশ রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরীতি পসার॥
চুম্বনে চুয়ল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥

উপজিল আরতি সহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥ ॥ ১০১॥

—•—

ঐ ৩।৬।৭ পদ—শ্রীরাগ

সই! কিনা সে বন্ধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে, নহে পরতীতে, যেন দরিদ্রের হেম॥ ধ্রু॥
হিয়ায় হিয়ায়, লাগিবে বলিয়া, চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোসর, সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে, আঁচরে মুছয়ে ঘাম।
কোরে থাকি কত, দূর হেন মানয়ে, তেঞি সদা লয় নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে, রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরিতি, আর কি জগতে আছে॥ ॥ ১০২॥

—•—

ঐ ৩।৬।১৪ পদ—সিন্ধুড়া

নিজ পর সঙ্গ, স্বপনে না করে, আনে না পাতয়ে কান।
দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে, নিরিখে মঝু বয়ান॥
সই! কিনা সে বন্ধুর, পিরীতি কি রীতি, কহিতে কহিব কি।
সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে, পরাণ নিছনি দি॥
ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকুল, তিলেক না সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ, অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥
এত করি মোরে, কোরে আগোরয়, রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে, ধনি ধনি সেহ, যাহে এ পিরীতি লেশ॥ ১০৩॥

—•—

ঐ ৩।৬।১৬ পদ—ধানশী

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে, পরানে পরানে লেহা।
কি জানি কি লাগি, কো বিহি গড়ল, ভিন ভিন করি দেহা॥
সই! কিবা সে পিরীতি তার।
আলস করিয়া, নারি পাসরিতে, কি দিয়া শোধিব ধার॥ ধ্রু॥
আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখন যেদিগে পায়।
বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখন সেদিকে ধায়॥
লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি, যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে, আহীর নাগরী, পিরীতে বান্ধিলা তায়॥ ১০৪॥

—•—

ঐ ৩।৬।২০ পদ—ধানশী

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া, মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিলাইতে, পথের নিকটে রয়॥
আলো সই! সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে, কি জানি কি তার হয়॥ ধ্রু॥
সহজে রসের, আকর সে যে, ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন, উড়িতে আপন, অঙ্গে ঠেকাইয়া যায়॥
চমকি চলনি, ও গীম দোলনি, রমনী-মানস চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সে পিয়া পিরীতি মরমে পশিল তোর॥ ১০৫॥

—•—

ঐ—৩।৬।৫০ পদ—সুহই

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়লু, না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের, অঙ্গের সৌরভ, ননদী পাওল আসি॥

ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের, এমন বিতথা, লোকে না বলিবে কি ॥ ধ্রু ॥
কেন তোর তনু, হেন বিবরণ, মলিন চাঁদের কলা।
মত্ত করিবারে, মথিয়া থুঞাছে, শিরীষ কুসুম মালা ॥
কে দিল হেন, অঙ্গের নূপুর, কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া, বরণ বসন, গুপতে আনিলি কার ॥
আপাদ-মস্তক, নাহি পরকাশ, কে দিল চন্দন চূয়া।
সুরঙ্গ অধরে, রঙ্গ ধরাইয়ে, কে দিল তাম্বুল গুয়া ॥
নাসার বেশর, ভালে সে তিলক, কে দিল এমন ছান্দে।
খঞ্জন নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত, জ্ঞান পড়ল ধান্দে ॥ ১০৬ ॥

—•—

ঐ ৩।৬।৫১ পদ—সুহই

ননদি গো ! রহিতে নারিনু ঘরে !
না দেখি না শুনি, এমন দেবতা, যুবতী দেখিয়া ধরে ॥ ধ্রু ॥
নিশির স্বপনে চাঁদ উপরাগ, হেরিয়ে মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে, সে বন দেবতা, মোরে গরাসিল আসি ॥
গরাস তরাসে, আকুল হইয়া, মূরছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি, কত না ডাকিনু, শুনি না শুনিলি কানে ॥
এ মোর বিতথা, সে বন দেবতা, শুনি চমকায় চিতে।
যুবতী দেখিয়া, ফিরয়ে হেরিয়া; এমতি তাহারি রীতে ॥
যে জনয়ে; সে বন দেবতা; রহয়ে তাহারি চিতে।
এ বোল শুনিয়া; ননদী চমকি; ভ্রমিয়া বুলয়ে ভীতে ॥
গোকুল পতির; মতি ভুলাইলা; ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে; ননদী ভুলাতে; কি বা পরমাদ তারে ॥ ১০৭ ॥

—•—

ঐ—৩।৬।৫৪ পদ—সিন্ধুড়া

অবহুঁ রভস রস, কয়লহুঁ ধাধস, ঝামর তুপুর বেলি।
উলটল কবরী, সম্বরে নাহি অম্বর, কহ কেবা গারি বা দেলি॥
সখী হে! কোন এতহুঁ তুঃখ দেল।
বিকচ কমল ফুল, লোচন ছল ছল, অব কাহে মুদিত ভেল॥ ধ্রু॥
তাম্বূল অধরে, মধুর বিম্বফলে, কীর দংশন কিবা দেল।
কুচ-ছিরিফল পর, বিহগ কিয়ে বৈঠল, তাহে অরুণ রেখ ভেল॥
কাজর কপোল, লোল অমিয়-ফল, সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ, চলহ চল সখি, রাইক মিলাও সিনানে॥ ১০৮॥

—•—

ঐ ৩।৬।৫৫ পদ—ধানশী

সখি, রাই কলাবতী কান।
এ তুহুঁ মনোভব, মনহি বুঝাওল, কিয়ে তুহুঁ আপন সুজান।
তুহুঁ দিঠি চঞ্চল, বচন সমাপল, চৌদিশে কত আছে আনে।
তুহুঁ জন বুঝল, কেহ নাহি সমুঝল, ঐছন তুহুঁ যে সিয়ানে।
ভুজে ভুজে বান্ধি, উরহি দরশায়ল, রমনী সমুঝল কাজে।
আনন সরোরুহ, কয়ে পরশাওল, সময় বুঝয়ল সাঁঝে।
কর কমলে মুখ, কমল লুকায়ল, আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ, তরুণী উন নহ, তৈছে কয়ল নিরবাহ॥ ১০৯॥

—•—

ঐ ৩।৬।৫৬ পদ—বরাড়ী

ছলে দরশায়ল উরজক ওর।
আপনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥
বিহসি দশন আধ দরশন দেল।
ভুজে ভুজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥

কি কহবরে সখি নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ-বান॥
হরি কত দূর সেঁ পালটি নেহারি।
তোড়ল কামড় কুসুম উঘারি॥
বসনক ওর ঝাঁপল তব গোরী।
লীলা কমলে মুখ গোপাল থোরী॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ।
কানু মুগধ তাহে ধরুনিতা দেহ॥
ধনি ধনি তাক ৰাক ইহ নারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনা চারি॥ ১১০॥

—•—

ঐ ৩৬।৬।৫৭ পদ—সুহই

সখি বড় অপরূপ কেলি। রাই যমুনা সিনানে গেলি॥
কানু দরশন ভেল। কিয়ে তুহুঁ ইঙ্গিত কেল॥
বুঝিয়া সে সব রীত। সবে গেল আন ভিত॥
যব হোত নিরজনে। পৈঠলি নিকুঞ্জ বনে॥
কি তুহুঁ কয়লি লেহ। জ্ঞানদাস কি বুঝব থেহ॥ ১১১॥

—•—

ঐ—৩।৬।৫৯ পদ—ভূপালী

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছে কতিহুঁ না হেরিয়ে আর॥
গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট॥
পুলকে পূরল তনু ঝর ঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু কানু নাম॥

ননদী কহয়ে তুহি কানু কাঁহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুনঃ বেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুনঃ পুনঃ সে কহলু ভানু নাম॥
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥ ১১২ ॥

—০—

ঐ ৩।৬।৭০ পদ—ধানশী

যাইতে যমুনা সিনানে॥ সঙ্গহি কাল সমানে॥
অলখিতে আওল কান। হাম তব বঙ্ক বয়ান॥
ননদিনী আগে আগে যায়। তঁহি কিছু কহিতে না পায়॥
—বর বিদগধ নাহ।
ইথে সে করল নিরবাহ॥ ধ্রু॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ। উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ॥
অলখিতে চুম্বন কেল। ভাবে অবশ তনু ভেল॥
বিহি দিল কণ্টক হাতে। চললিহুঁ অধমক সাথে॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান। জ্ঞানদাস কহে সহে কি পরাণ॥ ১১৩

—০—

ঐ—৩।৬।৭১ পদ—ভূপালী

একেশ্বরী যাইতে যমুনাতীর॥ অলখিতে আওল শ্যাম-শরীর॥
অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস। কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে॥ দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি চায়। বিহসি নয়ানে ক্ষণে বয়ান লাগায়॥
আন ছলে কত যে করয়ে পরিহাস। হেন বুঝি কত কুলজা-কুলনাশ॥
শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর। খসয়ে কাঁখের কুম্ভ নীবি নিচোল॥

কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়। জ্ঞানদাস কহে পিরীতি যাহায়॥

—০—

১১৪

ঐ—৩।৬।৭২ পদ—ভূপালী

বরুণক দেশ রজনী চলি গেল।
অরুণ অতি সুরপতি দিশ ভেল॥
ঐছন সময়ে নিজ কেলি নিবাসে।
বেশ করলি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥
আধ আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
নাহক চিতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সন্তেদ॥ ১১৫॥

—•—

ঐ ৩।৬।৭৩ পদ—ভূপালী

বঁধুর রসের কথা কি কহব তোয়॥
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই॥
দণ্ডে প্রহর দিনে মাসেক বরখে।
যুগ মন্বন্তরে মত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥ ১১৬॥

—•—

ঐ ৩।৬।৭৪ পদ—ধানশী

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী, কোরহি শ্যামর চন্দ্র।
তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল, এ বড়ি মরমে ধন্দ॥
সজনি! পাওলি পিরীতিক ওর।
শ্যাম সু নাগর, শৈশব কিবা, কঠিন হৃদয় তোর॥
কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, দেখিয়ে অধিক উজোর।
বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী, শিথিল না ভেল ভোর॥
অমল বদন, কমল মাধুরী, না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনি, ধরনী হেরসি, হাসিনা কহসি বাত॥
কিবা রতি-পতি, বসতি বিষয়ে, দেখিয়া দেয়ল ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, এ দোষ কাহার, দৈবে না ভেল সঙ্গ॥ ১১৭॥

—•—

ঐ ৩।৬।৭৫ পদ—সুহই

সজনি! এ কথা কহিলে নয়।
শ্যাম সু নাগর, গুণের সাগর, পড়িনু কোরে ঘুমায়॥ ধ্রু॥
কত পরকারে, চেতন করয়ে, চেতন ভেল মোর।
অভিমান করি, পাশ মোড়া ফিরি, দুঃখেতে চলল ভোর॥
উঠিনু জাগিয়া, দেখি নাহি গিয়া, হৃদয়ে বাজয়ে শেল।
আহা মরি মরি, মদন বানেতে, জর জর হৈগেল॥
সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল, কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে, একথা শুনিতে, বিদরয়ে মোর হিয়া। ১১৮॥

—•—

ঐ ৩।৮।৬ পদ—ধানশী

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তাঁরে কহ না বিচারি॥
গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারী॥

কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥
শুনি কহে সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥
যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর।
তৈছনে বেশ বনায়ত তোর॥
এতহিঁ কহই করু বেশ বনান॥
ধনী অনুরাগিনী জ্ঞানদাস ভান॥ ১১৯॥

—•—

ঐ ৩।৮।১০ পদ—ধানশী

সুন্দরী! আমারে কহিছ কি!
তোমার পীরিতি, ভাবিতে ভাবিতে, বিভোর হইয়াছি॥ ধ্রু॥
থির নহে মন, সদা উচাটন, সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে, দশদিগ পানে, তোমারে দেখি সদাই॥
তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, সদাই জাগয়ে মনে॥
শুন বিনোদিনী, প্রেমের কাহিনী, পরাণ রৈয়াসে বান্ধা।
একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্দা॥ ১২০॥

—•—

ঐ ৩।৮।১৫ পদ—কেদার

বিগলিত কুন্তল, মণিময় কুণ্ডল, রুণু ঝুনু আভরণ বাজ।
ঘামহি অলকা, তিলক বহি যাওত, ঘন দোলত মণিরাজ॥
দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর, সুধারস পিবি পিবি, দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি॥
গীমহি ভুজ যুগ, উরপর শশধর, কনক ধরাধর মাঝ।
অপরূপ পবনে, সঘনে জনু দোলত, গগন সহিতে দ্বিজরাজ॥

চঞ্চল চরণ, কমলমণি নূপুর, সশবদ মঙ্গল তুর।
মনমথ কোটি, মথন করু ঐছন, জ্ঞানদাস চিতে ফুর॥ ১২১॥

—•—

ঐ—৩। ৬। ৩৭ পদ—শ্রীরাগ

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈগেল॥
মনক মনোরথ মনমথ দেল।
চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
শুধুই সুধায় সচকিত ভেল অঙ্গ॥
আরতি গুরুয়া পিরিতি নহ থোর।
লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প॥
সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটি।
তাম্বুল অধরে অধরে লেই সাটি॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে তুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ॥ ১২২॥

—•—

ঐ ৩। ৬। ৫ পদ—শ্রীরাগ

পহি লহি পীরিতি নাহিক পরকাশ।
দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ॥
ননদী নিন্দহ আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লই বসনহি চোর॥
কি কহবরে সখি কৈলি বিলাস।
মদন মণি মন্দিরে কয়লু বিনাশ॥

পহি লহিঁ নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহু তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈগেল॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ॥
দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ॥
দুহু তন্দু লাগল ভালহি ভাল।
চন্দনে লাগল সিন্দুর জাল॥
বেশন বসন দুহুঁ আনহিঁ ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুনঃ কিয়ে কেল॥ ১২৩॥

—•—

ঐ ৩।৬।১৮ পদ—সিন্ধুড়া

ষব দেখাদেখি হয়ে, হেন মন লয়ে,
নয়ানে নয়ানে মোরে প্রিয়ে।
পীরিতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥
আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি।
কি দিয়া শুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥
রসিক নাগর ষে, নিতুই দুয়ারে সে,
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয়, তোমার চরিতে যেবা লয়,
তাহাক কহিবা তুমি কায়॥ ১২৪॥

—•—

ঐ ৩।১১।২ পদ—ধানশী

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনী অনুরাগিনী সহজই বাম॥
গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাঁহে মাধব ভেলি উদাস॥

পহি লহি যত তুহুঁ আরতি কেলি।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেলি॥
হাম তুয়া দরশন লাগিয়া বিভোর।
তুহুঁ কাঁহে বচন না শুনসি মোর॥
তুয়া লাগি কুলশীল তেজিনু হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নাহ চতুরাই।
ধনী অতি সরল কহয়ে পুনঃ তাই॥ ১২৫

—•—

ঐ—৩।১১।৫ পদ—ধানশী

বন্ধু কানাই! কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি, সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥ ধ্রু
সহজে বরণ কাল, তিমির পুঞ্জ ভেল, অন্তর বাহির সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসী বান্ধিয়া গলে,
সে ধনী মজাক জাতি কুল॥
যখন তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল,
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুমি সরমে না চাও॥
যখন পীরিতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনে বনাইতা মোর বেশ।
আখি আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধীনী, তাহে কুল কামিনী,
ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমারই নাহি জানি,
সকলি কহিল সবিশেষ॥

বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে,
ফুল ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ॥ ১২৬॥

—•—

ঐ—৩। ১১। ৬ পদ—সিন্দুড়া

ওহে কানাই! বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া, এমতি তোমার রীত॥ ধ্রু
যখন আমাকে, সদয় আছিলা, পিরীতি করিলা বড়।
এখন কি লাগি, হইয়া বিরাগী, নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে, সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কি আনে, খলের বচনে, পরাণ সোঁপিনু তোয়॥
তোমার পীরিতি, দেখিতে শুনিতে, যে দুখ উঠেছে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা, তোমার পীরিতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার, আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমত পুড়িছে, সে দুঃখ কহিব কারে॥
পুরুবে জানিতাম, হইবে এমতি, পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈরজ ধরহ, আপন সুখের কাজে॥ ১২৭॥

—•—

ঐ ৩। ১১। ১১ পদ—সুহই

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥
বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥
এ দুঃখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥

ছট ফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পীরিতি॥ ১২৮॥

—•—

ঐ ৩।১১।১৫ পদ—তুড়ি

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুর পনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমনী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়াপড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥ ১২৯॥

—০—

ঐ ৩।১১।২৭ পদ—সুহই

গুরুজন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দিয়ে শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লৈয়া আর না বাজিও তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশীয়া নাশিলা সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হেয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ঐ সে বেভার॥ ১৩০॥

—•—

ঐ ৩।১১।৪৮ পদ—তুড়ী

আর কত বল সই আর কত বল।
নিভাল মনের অগুন পুনঃ কেন জ্বাল॥
যে আনলে পোড়ে হিয়া তাহে পুনঃ সেকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম নাম লিখি॥
শ্যাম পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তবে কি দারুণ লোকে এত কথা কয়॥
জ্ঞানদাস কহে বিনোদিনী নিবারহ চিতে।
কালায় মজিল মন কি করে কথাতে॥ ১৩১॥

—•—

ঐ—৩।১১।৭১ পদ—ধানশী

ইহ গুরু গঞ্জন বোল। শুনইতে জিঙ উতরোল॥
কত সহ না পাপ পরাণ। বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ। কি কার করিনু অপরাধ॥
ননদী নয়ন জালে বসি। তাহে কাল এ পাড়া পড়সি॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই। পরিবাদে আর ভয় নাই॥ ১৩২

—•—

ঐ ৩।১১।৮৯ পদ—ধানশী

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিলু, অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, কসলি গরল ভেল॥
সখি! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিলুঁ, ভানুর কিরণ দেখি॥ ধ্রু॥
উচল বলিয়া, অচলে উঠিতে, পড়িলুঁ আগাধ জলে।
লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মানিক হারালু হেলে॥
নগর বসালেম্, সাগর বাঁধিনু, মানিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মানিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে॥

পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরিতি, মরন অধিক শেল॥ ১৩৩॥

—•—

ঐ ৩।২২।৯৯ পদ—

না বল না বল সখি না বল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বঁধুর সনে॥
ত্যজিল কুলশীল এ লোক লাজ।
কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥
তেজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু।
যে হইবে বিরতি ভাবে তেজিয়া মৈনু॥
যে চিতে জড়াঞাছি সেই সে হয়।
ক্ষেপিল বান যেন রাখিল নয়॥
ঠেকিলে প্রেমফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥ ১৩৪॥

—•—

ঐ ৩।১১।১০০ পদ—সুহই

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী, নিমিখে নিমিখে হারা॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজপতি, যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যামবন্ধু বিনু, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম; মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ; আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল; বিহি ঘটাওল মোরে।
তোমরা কুলবতী; দেখিনু যুঁকতি; কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরুজনে; বলু কু-বচন; না যাব সে লোক-পাড়া।
জ্ঞানদাস কয়; কানুর পীরিতি; জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৩৫॥

ঐ ৩ | ১১ | ১০৫ পদ—

অরুণ উদয় কালে, ব্রজশিশু আসি মিলে, বিপিন পয়ান প্রাণনাথ।
এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি পথ পানে, চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥
সজনি! না জানি কি হয় প্রেম লাগি।
দারুণ পীরিতি, পরবোধ না মানই, কত চিতে নিবারিব আগি॥
একে কুলকামিনী, তাহে নব যৌবনী, আর তাহে পরের অধীন।
পিরীতি বিষম শরে, রহিতে না পারি ঘরে, ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥
নিশি দিশি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত, প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।
জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ান জলে, তিল আধ থির নাহি পাই॥ ১৩৬

—॰—

ঐ ৩ | ১১ | ১১৭ পদ—সুহই

সহজেই কুলবতী বালা। সে কি সহই প্রেমজ্বালা॥
তাহে গুরু গঞ্জন বোল। অহর্নিশি অন্তর রোল॥
তাহে নিতি প্রেম তরঙ্গ। জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি। ব্যাধি মন্দিরে জনু শারী॥
সকল কহব কানু ঠাম। ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহে তায়। পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১৩৭॥

—॰—

ঐ ৩ | ১১ | ১২৪ পদ—তুড়ী

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি।
জীতে পাসরিলে নহে বন্ধুর পিরীতি॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনয়ে হাম সেই পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥

গৃহ কাজ করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিষম শ্যাম লেহ॥ ১৩৮॥

—•—

ঐ—৩।১১।১৪৭ পদ—ভাটিয়ারী

এবে দেখি অতি, চিতের আরতি, পহিলে নাছিল এত।
ঘরে গুরুজন, গঞ্জনা না মানে, নিতি নিবারিব কত॥
সই! ঠেকিনু বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরীতি, তিলেক কি রীতি, তিলেক পরাণ কাঁদে॥ ধ্রু॥
সহজে মধুর, শ্যামের মূরতি, পিরীতি বুঝিবে কে।
সে সব আদর, ভাদর বাদর, কেমনে ধরিবে দে॥
চিতের বিচার, উদিত কহিতে, জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে, ইহার অধিক, রসিক গোপত কাজ॥ ১৩৯॥

—•—

ঐ—৩।১১।২৪৮ পদ—সুহই

ঘর নহে ঘোর হেন ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোরে পতির পিরীতি॥
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুন ভাগে॥
আঁখে রৈয়া আঁখে রহে সদা রহে চিতে।
সে রস নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি কাঁদি।
তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি॥
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ১৪০॥

—•—

ঐ ৩। ১১। ১৬০ পদ—সিন্ধুড়া

গৃহে গুরুজন, স্বামী তরজন, যা লাগি না দিনু কানে।
এখন কি লাগি, সেজন আমারে, না চাহে নয়ন কোণে॥
সই! পরখে বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে, সাধিলে বাদ, জগত ভরিল লাজে॥ ধ্রু॥
সে সব পিরীতি, আদর আরতি, সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরভাব, এমন জানিয়া, এখন যায় পরাণে॥
সহজে অবলা, আগু অনুসরে, না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস কহে, সময় বুঝিতে, কে জানে এমন আছে॥ ১৪১॥

—•—

ঐ ৩। ১১। ১৬১ পদ—শ্রীরাগ

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা।
কত না সহিবে দেহে গুরুর গঞ্জনা॥
যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ।
না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥
সজনি! নিবেদনু তোরে।
কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে॥ ধ্রু॥
তিলেক সে তেয়াগিনু পতি ক্ষুরধার।
শ্রবনে না শুনলু ধরম বিচার॥
অবলা অখলা জাতি ভুলে পর বোলে।
অনেক সাধের দীপ নিভো সাঁজ বেলে॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর।
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
প্রেম পরাভব দুখ সহনে না যায়॥

—•—

ঐ ৩ | ১১ | ১৬২ পদ—সুহই

ভালই আছিনু আনমনে। প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে ॥
কেনে শুনাইলা তার গুণ। উথলিল আগুনের খুন ॥
নিশি দিশে যাঁর গুণ গাই। সে কেনে এতেক নিঠুরাই ॥
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর। সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর ॥
যার লাগি কুলে দিনু ছাই। তারে কেনে দেখিতে না পাই ॥
সতীর সমাজে হৈনু মন্দ ॥ জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ ॥ ১৪৩ ॥

—০—

ঐ—৩ | ১১ | ১৬৩ পদ—শ্রীরাগ

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার, লয় অন্য জনা, ইহা কি পরাণে সয় ॥
সই! কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥ ধ্রু ॥
যেদিন দেখিব, আপন নয়নে, আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি, ভাঙ্গিব আপন মাথা ॥
বঁধুর হিয়া, এমন করিল, না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ, করিছে যেমন, এমন হউক সে ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে সুন্দরী, মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন, শ্যাম সে তোহারি প্রাণ ॥ ১৪৪ ॥

—০—

ঐ ৩ | ১১ | ১৬৪ পদ—ধানশী

এ সখি! হাম সে কুলবতী রামা।
অনেক যতন করি; প্রেম হাম পায়লু; বেকত কয়ল ওই শ্যামা ॥ ধ্রু
আছিনু মালতী; বিহি কৈল বিপরীত; ভৈগেল কেতকী ফুলে।
কণ্টক লাগি॥ ভ্রমর নাহি আওত দূরে রহি তুহুঁ মন ঝুরে ॥
যব তুহুঁ দরশন; দৈবে মিলায়ল; কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগাধ; মানিক ছাপায়ল; তুহুঁ ভেল পন্থক চোর ॥

দখিন নয়ন করি; রঞ্জব কিয়ে হরি; বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পীরিতি খানি; কানু টুটায়ল; মঝু মনে লাগল ধাঁদা॥
কান্দিব রে কত; কাঁদি গোঙায়ব; কাহারে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ; ঠিক রহ জীবনে; যো করে পরপ্রেতি আশ॥ ১৪৫

—•—

ঐ ৩। ১২। ৩ পদ—ধানশী

কানু অনুরাগে; হৃদয় ভেল কাতর; রহই না পারই গেহ।
গুরু দুরুজন ভয়; কছু নাহি মানয়ে; চীর নাহি সম্বরু দেহ॥
দেখ দেখ! নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার; ভুজগ ভয় কত শত; তৃণহুঁ না মানয়ে ভীত॥ ধ্রু॥
সখীগণ সঙ্গ; ভেজি চলু একেশ্বরী; হেরি সহচরীগণ যায়।
অদভূত প্রেম; তরঙ্গে তরঙ্গিত; তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥
চললি কলাবতী; অতিশয় রস-ভরে; পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ; এই অপরূপ নহ; মনহি উজোরল কান॥ ১৪৬॥

—•—

ঐ ৩। ১২। ৬ পদ—শ্রীরাগ

একলি কুঞ্জহি কাম। পথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনমথে জর জর ভেল। তৈখনে সুন্দরী গেল॥
হেরইতে নাগর কান। হোয়ল অমিয়া সিনান॥
সব অনুরাগিনী নারী॥ কি কহব কহই না পারি॥
নাথ দরশন ভেল ভোর। কো কহই আরতি ওর॥
সহচরি গণ পিছে গেল। হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥
পূরল মন অভিলাষ। জ্ঞান কহই সখী পাশ॥ ১৪৭॥

—•—

ঐ ৩। ১৩। ৩৭ পদ—ভূপালী

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ। বিরচিল কবরী আঁচরী নিজ কেশ॥

ভালহি দেওল সিন্দুর বিন্দু।
চন্দন রেখ শোভে আধ ইন্দু॥
কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥
নীল বসনে মুখ ঝাপিল গৌরী।
চললি নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভোরি॥
মদন মোহন মনোমোহিনী নারী।
জ্ঞান কহে যাঙ বলিহারী॥ ১৪৮॥

—•—

ঐ ৩ | ১৫ | ৪ পদ—বেহাগড়া

দেখরে সখী, শ্যামচন্দ্র, ইন্দু বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, যুবতীবৃন্দ, গাওয়ে রাগ মালিকা॥
মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন, কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ, রভস মাঝ, ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী॥
তরুণ তাল, গতি তুলাল, নাচে নটিনি নটন শূর।
প্রাণ নাথ, করত বাস, রাই তাহে অধিক পূর॥
অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর, কেহু করত কাহু কোর।
জ্ঞানদাস, করত আশ, যৈছন জলদ বিজুরী জোর॥ ১৪৯॥

—•—

ঐ ৩ | ১৬ | ৭ পদ—ধানশী

এ কথা কহিবে সই, এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হইয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে হামার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥

আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে।
রমনী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন, শুন বিনোদিনী।
জীতে কি পাসরা যায় কানু গুণমনি॥ ১৫০॥

—•—

ঐ—৩।২১।৫ পদ—ভাটিয়ালি

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাটিয়া সবে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন লইয়া সবে চলিলা এক সাথে॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রামকানু।
কাঁচনি পাঁচনি আর হাতে শিঙ্গা বেণু॥
সভার সমান বেশ বয়েস এক ছাঁদ।
তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যামচাঁদ॥
ধাইয়া ধাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস একভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥ ১৫১॥

—•—

ঐ ৩।২২।১২ পদ—মঙ্গল

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে, রাঙ্গিয়া রাখাল সাথে,
বাহির হৈলা রোহিনী নন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে উভ করি দিল ফুকে,
শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন॥

পরিধান নীলধটি, গলে শোভে হেমকাঁঠি,
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠাম, আঁখি যুগ ঘূর্ণমান,
শোভে কত রতন ভূষণ॥
এক কানে কোকনদ, দেখিতে লাগয়ে সাধ,
আর কানে মকর কুণ্ডল।
জিনি মদমত্ত হাতী, গমন মন্থর গতি,
ধরা করয়ে টলমল॥
বাহির হইল বলরাম, না দেখিয়া ঘনশ্যান,
প্রেমে ছল ছল দু নয়ন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়া রাখাল যে,
মাঝে করি নন্দের নন্দন॥ ১৫২॥

—০—

ঐ—৩।২৭।১ পদ—পঠমঞ্জরী

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ। দুহুঁ দুহুঁ হেরি হেরি কারু কত রঙ্গ॥
নব মধুমাসে নিধুবনে সাজ। দুহুঁ মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাজ॥
রাধা মাধব রতি রস কেলি। বিদগধ নাগর বৈদগধি মেলি॥
দৃঢ় পরিরম্ভন পুলক ভুজ দণ্ড। চুম্বনে লুবধল দুহুজন গণ্ড॥
দুহু অধরামৃতে দুহুজন পিব। উৎকলে পূজতে হেমক শিব॥
অদ্ভুত নায়রী অদ্ভুত কাম। অতি রসে ভেল অবশ পাঁচবান॥
দুহুগুণ রূপ কলা রস সীমা॥ জ্ঞানদাস কহ দুহুক মহিমা॥ ১৫৩॥

—০—

ঐ—৩।২৭।২ পদ—ভূপালী

বিদগধ নাগরী নাগর রসিয়া॥
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া॥
বাঢ়ল রসসিন্দু দুহু এক হিয়া।
কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদ বন্ধুয়া॥

রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।
তুহুঁ তুহুঁ মুখ হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস॥
পূর্ণিমক-চাঁদ মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য ফুলে পূজল ইন্দু॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
রতি রস ছরমে রহে দীর্ঘ নিশ্বাস॥
আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান কহে চাঁদে কি;য় চাঁদের মিলান॥ ১৫৪॥

—•—

ঐ ৩।২৭।৩ পদ—ধানশী

মধুর যামিনী, কাম কামিনী, বিহরে কালিন্দী তীরে।
কোকিল কুহরত, ভ্রমর ঝঙ্কৃত, বদত কি রসধার॥
রাধামাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি, গাওয়ে রস পরসঙ্গ॥ ধ্রু॥
করহি বন্ধন, ঝমকি কঙ্কন, চরণে মঞ্জরী রোল।
কটিতে কিঙ্কিনী, বাজয়ে কিনি কিনি, গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত, কতহুঁ অদভূত, কানু কত কত গায়ই।
সহচু সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী, জ্ঞানদাস মতি ভায়ই॥ ১৫৫

—•—

ঐ ৩।২৭।৪ পদ—বসন্ত

মলয় পবন, পরশে পিক কুহরই, শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত, সবহুঁ লতা তরু, মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চিত, সুত ভেল-ঘট পদ, শবদহি দেয়ল বাধাই।
সন্ত বসন্ত, পূজালয় ঘরে ঘরে, জগজনে আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পায়ে, কপোত শিখ এক, তুহজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর বসন্ত, বিহঙ্গ শুকমুখ, পঞ্চম বেদ পড়াই।

কুঞ্জলতা পর, সাজল ঋতুপতি, বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল, রাসস্থল ঝলমল, কানু শুনল নিজ কানে॥
মাধবী মধুমতী, বিমলা চন্দ্রমুখী, সভাকারে কহরি বুঝাই।
রস পরধান, নারী যাঁহা বৈঠয়ে, সুন্দরী য়সবতী রাই॥
ইহ মৃদু বচন, শুনিয়া রসদায়িনী, দোতী চললি উল্লাসে।
গুরুয়া গমন তব, চলিতে না দেখে পথ, সবহু কহল ধনী পাশে॥
শুনহ বচন, কানু পাঠাওল মোহে, কহলি নিজ কাছে।
শ্যাম সুঘড়, নাগর রস শেখর, রাস করব বন মাঝে॥
দোতীক বোলে, দোলে ঘন অন্তর, আনন্দ ঝোরে দুই আখি।
য়াধা সুধামুখী, সফল তনু মানই, পুনঃ পুনঃ কহ চল দেখি॥
যতনহ আননে, আন নাহি বোলয়ে, স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি দিবসে ধনী, আন না ভাবই, নয়ানে না হেরই আন॥
কুঙ্কুম কস্তুরী, চন্দন কেশর ভরি, কুচযুগ শোভিত হারে।
বেশ বনাওল, যো যাহা সাজলে, ঐছন চলল বিহারে॥
রঙ্গিনী সঙ্গে, চললী ধনী সুন্দরী, সঙ্গীত সঞ্চরু নাই।
নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে, সভে মেলি শ্যামর গাই।
সব নব নাগরী, বররসে আগরী, রসভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্ব, অঙ্গ করে টলমল, তেরইতে কত মনোহারী॥
দুহুক তুলহ দুহুঁ, দরশনে পহিলহি, আধ নয়ন অরবিন্দ।
দুহু তনু পুলকিত, ঈষদব লোকিত, বাঢ়ল কতয়ে আনন্দ॥
পহিলহি হাস, সম্ভাষ মধুর দিঠে; পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলিকলা কত; দুহু রসে উনমত; ভাবে ভরল দুহু অঙ্গ॥
নয়নে নয়ান; ঢুলি ঢুলি উরে উরে; অধরে অমিয়া-রস নেল।
রাস বিলাস; শ্বাস বহ ঘন ঘন; ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ; কুসুমশিখি চন্দ্রক; বেশভূষণ ভেল আন।
দুহুক মনোরথ; পরিপূরিত ভেল; দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥

ধনি বৃন্দাবন; ধনি রঙ্গিনীগণ; ধনি বাসর সময় কাম।
ধনি ধনি সরস; কলারস ঋতুপতি; জ্ঞানদাস গুণ গান ॥ ১৫৬ ॥

—॰—

ঐ ৩।২৭।৫ পদ—ভূপালী

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ। রজনী উজোড় গগনহি চন্দ ॥
ময়ল পবন বহে সৌরভ মেলি। কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি ॥
ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই। সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই ॥
তবহি চললি ধনী কালিন্দী তীর ॥ অপরুপ শোভন ধীর সমীর ॥
সখিগণ সহ তহিঁ মলল কাম। দুহুজন হেরই দুহুঁক বয়ান ॥
দুহু মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস। জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস ॥
॥ ১৫৭ ॥

—॰—

ঐ ৪।২।৮ পদ—সুহই

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ।
কোন্ নিদারুণ বিধি দিলে এত দুঃখ ॥
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর হিয়া পিয়া লইতে আইল ॥
কামপূর্ণ ঘট মুই ভাঙ্গিনু বাম পায়।
পদাঘাতে কৈনু কোন ভুজঙ্গ মাথায় ॥
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল।
কো মোর হিয়ার ধন লইতে আইল ॥
এত কহি সুবদনী ভেল মূরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখী করয়ে সম্বিত ॥ ১৫৮ ॥

—॰—

ঐ ৪।৪।১৪ পদ—গান্ধার

পুনঃ নাহি হেরব সো চান্দ বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ॥

আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো মুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সেই যমুনার জলে।
আর না হেরিব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥ ১৫৯॥

—•—

ঐ—৪ | ৫ | ৭ পদ—গান্ধার

যোই নিকুঞ্জে, রাই পরলাপয়ে, সোই নিকুঞ্জ সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে, সব মনরঞ্জনে, আয়ল মধুকর রাজ॥
রাইক চরণ, নিয়ড়ে উড়ি যাওত, হেরইতে বিরহিনী রাই।
সখী অবলম্বনে, সচকিত লোচনে, বৈঠল চেতন পাই॥
অলি হে! না পরশ চরণ হামারি।
কানু অপরূপ, বরণ গুণ যৈছন, ঐছন সবহু তোহারি॥ ধ্রু॥
পূর রঙ্গিনী কুচ, কুঙ্কুম রঞ্জিত, কানুকণ্ঠে বনমাল।
তাকর শেষ, বদনে তুয়া লাগল, জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥ ১৬০

—•—

ঐ ৪ | ৫ | ৮ পদ—সুহই

ওরে কাল ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি, আমার মন্দিরে কাজ॥ ধ্রু॥
ব্রজবাসীগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি,
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।

বিরহ অনল একে, তনু ক্ষীণ শ্যাম শোকে,
নিভান আগুনি দিলা জ্বালি ॥
মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ;
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে; দুঃখ দিতে মোর প্রাণে;
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥
সে সুখ সম্পদ মোর; তুমি জান মধুকর;
এবে সে আমার দুঃখ দেখ।
কহিও কানুর ঠাম৷ ইহ বিরহিনী নাম;
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ॥ ১৬১

—•—

ঐ—৪ । ৭ । ৪ পদ—সিন্ধুড়া

প্রভাত সময়ে; কাক ফুকারিয়া আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার; বচন কহিতে; তঁহি আন থলে যায় ॥
সখি! এ কথা কহিয়ে তোরে।
চিরদিন পরে৲ কোন বিধাতা৲ সদয় হইল মোরে ॥
নিশি অবশেষে৲ কান্দিতে কান্দিতে, নিঁদ আওল আঁখে।
বুকে দুটি হাত৲ অতি ভীত পিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল সম্মুখে ॥
চমকি উঠিয়া৲ কোরে আগুরিতে৲ চেতন হইল মোর।
মূরছি পড়িতে৲ নিকটে বিশাখা, আমারে করিল কোর ॥
হিয়া দগদগি৲ পরাণ পোড়ায়৲ তবহিঁ সন্তোষ হয়।
জ্ঞানদাস কহে৲ শুনহ সুন্দরী৲ বঁধূয়া মিলল তোয় ॥ ১৬২ ॥

—•—

ঐ ৪ । ৭ । ৪ পদ—সিন্ধুরা

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাঁড়াঞা আছে যোড় করি হাত ॥

পুন না দেখিয়ে প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥
পাইয়া পরাণ নাথ পুনঃ হারাইনু।
আপন করম দোষে আপনি মরিনু॥
যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বঁধু সময় বুঝিয়া॥ ১৬৩॥

—•—

ঐ ৪।৮।৩৪ পদ—সুহই

শুনহে নিকরুণ কান। তুয়া রাই ভেল নিদান॥
যব পরশে সরসিজ শেজ। তব চমকে জনু জীউ তেজ॥
তাহে শারদ যামিনী কান্ত। হেরি জীবন তেজব নিতান্ত।
যব রোয়ত সহচরি মেলি। তব রচিয়া পূরবক কেলি॥
যব হেঁট করি রহু শির। তব সবহুঁ স্তবধ শরীর॥
যব তাপ উপজিয়ে অঙ্গ। তব যৈছে দহন তরঙ্গ॥
যব সঘনে কাঁপয়ে দেহ। তব ধরিতে নারয়ে কেহ॥
যব তেজই দীঘল নিশ্বাস। তব দূরে রহুঁ জ্ঞানদাস॥ ১৬৪॥

—•—

ঐ২—৪।৮।৩৭ পদ—গান্ধার

আঘন মাসে, আশ বহু আছিল, মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনোরথ, দূরহিঁ দূরে রহু, জীবইতে সংশয় জানি॥
শুন শুন! নিবেদন কান।
ইহ দুঃখ শুনি তুয়া, চিত না দরবয়ে, কৈছন হৃদয় পাষাণ॥ ধ্রু।
পৌর রমনীগণ, বহু গুণ জানত, তাহে বুঝি বারণ চিত।
রসময় সদয়, হৃদয় গুণ বিছুরলি, ভুললি সো হেন পিরীত॥

আগমন সময়ে, যতেক আশোয়াসলি, সো কিছু আছয়ে চিত।
শুনইতে তোহারি; নিঠুরপণ গুণগণ; জ্ঞানদাস চিত ভীত॥ ১৬৫

—০—

ঐ ৪।৯।১৯ পদ—কলা ধানশী

কানুক ঐছে; দশা শুনি বিরহিনী; বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি; ক্ষিতিতলে মুরুছলি; সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখী তুরি তহি; কোরে আগোরল; কহতহি আগোরত কান।
শুনইতে ঐঝন; বচন রসায়ন; পাওল জীবন দান॥
চেতন পাই; হেরই পুনঃ দশদিশ; অতি উৎকণ্ঠিত হোই।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ; কহি ফুকারয়ে; অবহুঁ না আওল সোই॥
রোয়ত হসত; খসত মণি যোজত; পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি; জ্ঞান পুনঃ তৈখনে; মথুরা নগর সিধারি॥ ১৬৬॥

—•—

ঐ ৪।৯।২০ পদ—ধানশী

মাধব! কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি; দিবস গোঙাইতে; জীবন ভেল অতিভার॥ ধ্রু
পন্থ নেহারিতে; নয়ন আন্ধাওল, দিবস লখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেও, বরিখে বরিখ কত ভেল॥
আওব করি করি, কত পর বোধব; অব জীব ধরই না পার।
জীবন মরণ, অচেতন চেতন' নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত্র তুয়া, চপল বচনে আর, কতই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙায়ব, তব কি করব জ্ঞানদাস॥ ১৬৭

—•—

ঐ ৪।৯।১০ পদ—পূর্ব্ব বরাড়ী

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিও বঁধুরে মোর এত পরমাদ॥

এক তিল যাহা বিনু যুগ শত মানি।
তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বঁধু নিচয় জানিও।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিও॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইসে পিয়া নিচয় মরিব॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥ ১৬৮॥

—•—

ঐ ৪।৮।২৪ পদ—শ্রীরাগ

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্তর।
দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত॥
গীরিষ দিবস পতি কিরণ বিথার।
ঘামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিশান।
ঐছন বরিষয় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াস।
শরদ চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ॥
রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে জাতি॥ ১৬৯॥

—•—

ঐ ৪।১০।৬ পদ—সুহই

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর। হাস রভস সবহু ভেল দূর॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ। মন্দ পবন জনু আনল শিখ॥

এ সখি এ সখি দূরদিন লাগি। হাত রতন খসে কোন অভাগি ॥
হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ। নলিনী বিছাইয়ে কণ্টক শেজ ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত। মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত ॥
রতন হার ভেল গুরুতর ভার। দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার ॥
বিহি সে করল মোরে হাহাকার সার। জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার ॥
—০— ১৪৩

ঐ ৪ | ১০ | ৭ পদ—তিরোতা

সে সব সময় পহুঁ গেলা। যৌবন সময় অব ভেলা ॥
আর নাহি করল উদ্দেশ। কি কহিব কাহিনী বিশেষ ॥
সজনি ! তুরগাছ করু অবগাহে। বিছুরল গোকুল—নাহে ॥
বাঢ়ল বিরহ বেয়াধি। মনমথ পরম বিবাদী ॥
মন্দিরে একলা পরাণে। কত চিতে করি অনুমানে ॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে। কো দেই করব সম্পদে ॥
জ্ঞানদাস অনুমান। তনু অব করব পয়ান ॥ ১৪৪ ॥

—•—

ঐ ৪ | ১০ | ৮ পদ—গান্ধার

কানু কুশলে, পরদেশ সিধায়ল, লাগল মনমথ বাদে।
নয়ানক লোরে, লহরী দিঠি বাদর, কি কহব হৃদয় বিষাদে ॥
সখি হে ! পরাণ ভেল উপহাস ॥
আশা পাশ হোই, পাপ মন বান্ধল, জীবন মরনক আশ ॥ ধ্রু
এতদিন অমিয়া, সরোবরে আছিনু, চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন পান, হুতাশন হিমকর, বিষধর বিলসে কলঙ্কে ॥
কেশ কুসুম ধরি, সম্বরি না বান্ধই, না করব সুন্দর শিঙ্গার।
নাহ বিহিনী সব, দাহক মানিয়ে, জ্ঞানদাস কহল উপচার ॥ ১৪৬

—•—

ঐ২—৪ | ১১ | ৩৪ পদ—আড়নি

সোনার বরণ দেহ। পাণ্ডুর ভৈগেল সেহ ॥
গলয়ে সঘনে লোর। মূরছে সখীক কোর ॥

দারুণ বিরহ জ্বরে। সোধনী গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ। কহয়ে এ জ্ঞানদাস॥ ১৪৬॥

—•—

ঐ—৪।১২।৯ পদ—সুহই

আজু পরভাতে, কাক কলকলি, আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার, নাম সুধাইতে, উঠিয়া বৈসয়ে তায়॥
সখি হে! কুদিন সুদিন ভেল।
ত্বরিতে মাধব, মন্দিরে আওব, কপালে কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন, দেখিনু স্বপন, গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা, দধির ডালা, নিকটে মিলিল আসি॥
গনক আনিয়া, পুনঃ গুণাইনু, সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল, সুখের নাহিক ওরে॥
মোর একাদশ, গৃহে বৈশে পাঁচ, সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানুসুত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে, প্রভাতে লিখু বিচারু॥
দেয়াশিনী আনি, দেব আরাধিনু, পড়িল মাথার ফুল।
বধুর নামেতে, আগ ভুলাইনু, কুলে মিলাওল কুল॥
কুল পুরোহিত, আশীষ করিল, সুপতি মিলিব পাশে।
তোর দুরদিন, সব দূরে গেল, কহইছে জ্ঞানদাসে॥ ১৪৭॥

—০—

ঐ ৪।১২।১৩ পদ—সুহই

অচিরে পূরব আশ! বঁধুয়া মিলব পাশ॥
হিয়া জুড়াইতে মোর। করিবে আপন কোর॥
অধর অমৃত দিয়া। প্রাণদান দিবে পিয়া॥
পুলকে পূরব অঙ্গ। পাইয়া তাহার সঙ্গ॥
ছল হল দু নয়ানে। চাহিব বদন পানে॥
কিছু গদগদ স্বরে। এ দুঃখ কহিব তারে॥
শুনিয়া দুঃখের কথা। মরমে পাইবে ব্যথা॥
করিবে পরিচিতি যত। জ্ঞান তা কহিবে কত॥ ১৪৮॥

ঐ—৪ | ১৪ | ৮ পদ—শ্রীরাগ

শুন শুন হে পরাণ পিয়া।

চিরদিন পরে, পাইয়াছি লাগ, আর না দিব ছাড়িয়া ॥ ধ্রু

তোমায় আমায়, একই পরাণ, ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া, কিরূপে আছিলা তুমি ॥
যে ছিল আমার, মরমের দুঃখ, সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব, আঁখির আড়, রহিব একই যোগ ॥
খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে, কার না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে, আর কি কাহারে ডর ॥
এতহুঁ কহিত, বিভোর হইয়া, পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর, ভাসিল নয়ান লোরে ॥ ১৪৯

—০—

ঐ ৪ | ২৬ | ৪৯ পদ—

কি মোহন নন্দ কিশোর। হেরইতে রূপ মদন মোহন ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার। জলদ পটল বরিঘত রসধার ॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়। বসিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥
গলে গজমোতিম মাল। কবিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
কুলবতী পরশ না পাই। অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই ॥
শুনিতে বচন সুধা খানি। জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী ॥

—০— ১৫০

ঐ ৪ | ২৬ | ৫০ পদ—ইমন

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিনী ঝুরে অনুরাগে ॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায় ॥
ঐ রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥

তাহে আর ধরে নানা বেশ ॥
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী ॥
তাহে হাসিময় কথা খানি।
অমিয়া বমিয়া বিবুধ পড়িল অবনী ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিকমণি ॥ ১৫১ ॥

—•—

ঐ ৪।২৯।৫৫ পদ—গান্ধার

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ॥
হিয়ার হইতে পিয়া শেজেনা শোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে ॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া ॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে ॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস।
তেঞিঃ সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস ॥ ১৫২ ॥

—•—

ঐ—৪ | ২৯ | ৫৯ পদ—ভাটিয়ারী

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥
সদা চিত উচাটন বঁধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥
কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন।
তাহে আর ননদী বলয়ে কু-বচন॥
ততোধিক দুঃখ দেয় এ পাড়া-পড়শী।
বঁধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল॥
ফলফুল কাপে এবে বাড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিয়া কতি॥ ১৫৩

ঐ—৪ | ২৯ | ২৭৪ পদ—ভৈরব

কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর।
খুমল দুহুঁজন হিয়ে হিয়ে জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নবমেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখি কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগে॥

কলহ কয়ল বহু রসন রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা॥
ময়ূর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভূত কেল॥ ১৫৪

ঐ—৩।৬।৫ পদ—কৌ রাগিণী

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥
হিয়ার উপর হৈতে শোজে না শোযায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥
নিদঁর আলিসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ান।
নাসিকায় নাসিকায় নয়ানে নয়ান॥
ইথে যদি মুঞি ত্যজিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোঁহে এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥ ১৫৫

পদ রত্নাকর—কল্যাণ

ঢল ঢল কঞ্চিত কাঞ্চন তনু গৌরা।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরা॥
বয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপ দিঠিবঙ্ক॥
কি বলিব আর রাই কি বলিব আর।
ভুবনে কি দিবে হেন উপমা তোমার॥ ধ্রু॥
কুটীল কবরী বেঢ়ি কুসুমক দাম।
সুরঙ্গ সিন্দুর ভালে অতি অনুপাম॥
নাসিকার আগে গজমুকুতা হিলোরে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে॥

উন্নত উরজ কিয়ে কনক মহেশ।
মুঠিয়ে ধরিলে হয় কটিমাঝা দেশ॥
উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুহুঁ অবলম্ব॥ ১৫৬

ঐ—কেদার

কি দিব কি দিব বলি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
নিছন গেহ দেহ সকল তোমার।
জ্ঞানদাস কহে ধনী সবে এই সার॥ ১৫৭

ঐ—সিন্ধুড়া

কৌতুকে দুহুঁ কুলে; কমল তেয়াগলুঁ, সো পদ পঙ্কজ আশ।
পাউখ মীন দীন, যৈছে লাগল, না গণলুঁ মরণ তরাসে।
সজনি! নিকরুণ হৃদয় মুরারি।
অব ঘর যাইতে, ঠাম নহি পাইয়ে, পরিজন পাড়য়ে গারি॥ ধ্রু॥
গগনক চাঁদ, পানিতলে করলুঁ, সাগরে নগর বেভার।
অমিয়া ঘট বলি, হাত পসারলুঁ, পাওলু গরলক ধার॥
সো সব অপরূপ, মনে অনু মানল, আরতি পিরীতি রসজান।
জ্ঞানদাস কহ, সেদিন দূরে গেয়ো, কঠিন অব ভেল কান॥

ঐ—কামোদ

যে ঘর মাঝহি, বৈঠল সুন্দরী, দিন দুপ্রহর ঠানে।
যব হাম পুছলুঁ, পিরীতি সম্ভাষণে, প্রেমজলে ভরু নাহি নয়ানে॥
মাধব! বড় অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরপঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, না মানয়ে গুরুজন বাধা॥ ধ্রু॥

ভাবে ভরল তনু, পুলকই কম্পিত, পুনঃ পুনঃ শ্যামরী গোরি।
পুনঃ পুছইতে পুনঃ, দ্বিগুন হারত, ভূমে শুওলি কত বেরি॥
ফুয়ল কবরি, উরহি লোটয়ল, কোরে ধরল তুয়া ভানে।
জ্ঞানদাস কহে তুহুঁ, ভালে সমু ঝহুঁ, কো ইহ করবহি আনে॥১৫৯

ঐ—শ্রীরাগ

তোমারি রসিক পনা বৈদগধি ভাষ।
যুবতী নিকর মাহা ভেল পরকাশ॥
মান দহনে ধনি দহে অভিরাম।
তাহে ত্যাজি কৈছে আওলি তুহুঁ শ্যাম॥
বিরহ দহন যদি সহই না পারি।
অভিমানে প্রাণ ত্যাজই বর নারি॥
ধিক্ ধিক মাধব তোহারি পিরীতি।
স্ত্রীবধ পাতকে নাহি তুয়া ভীতি॥
জ্ঞানদাস কহে চল অবিলম্বে।
ধনি দেখবি যব না কর বিলম্বে॥ ১৬০

ঐ—ধানশী

না কর সজনি কানু পরসঙ্গ।
পানি সেঁচহ দগধ অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
ভালে হাম কলাবলী ভেলি তুহুঁ মৃতী।
ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি॥
ভাল জন বচন কয়ল যত বাম।
সো ফল ভুঁজইতে এই পরিনাম॥
পহি লহি কি কহব আরতি বাঁশী।
পিশুনক প্রেম পরিজন হাসি॥
ভালে ভেল অলপে কয়ল সমাধান।
পূরবক পুনফলে রহল পরাণ॥

চন্দন তরু অব বিষ তরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥
মরম না জানি কয়ল অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া অভাগ॥ ১৬১

ঐ—তথারাগ

বোলইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছয়ে না পুনঃ॥
আন পরথাই যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষই আন পরিহাসে॥
শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর।
কিয়ে বিধি পরশন কিয়ে প্রতিকুল॥
লাজ লাজই কহলো পুনঃ বেরি।
যতনহি নয়ন কোণে নাহি হেরি॥
মুকুলিত সহচর কুসুম না ভেল।
হেরি হেরি ভ্রমর নীরস ভৈগেল॥
কুবলয় কর চির চিকুর চিয়াব।
কিয়ে পরস্মিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥
আপন সে আন সঞে প্রিয়সখি সঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিলুঁ অনঙ্গে॥ ১৬২

ঐ—ধানশী

শ্যাম যাইতে পথে ভেটলি গোরি।
তুয়া অপরূপ পরথাব কয়ল কছু থোরি॥
সজল নয়নী ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহল পুনং বেরি॥
শুন শুন মাধব নিজ ... ।
রাই কমলিনী এত তোহে অনুরাগ॥ ধ্রু॥

পুলকি রহল তনু পুনঃ পরসঙ্গ।
নীপনে করে কিয়ে পূজল অনঙ্গ॥
অধর সুখ ... আশ্বাস।
জনু অনুরোধে ঝাঁপল নিজ বাস॥
কত কত ভাব পেখলুঁ হাম তাই।
ধনী ধনী তুহুঁ ধনী রসবতী রাই॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহে সমুচিত কাজ॥ ১৬৩

ঐ—ভূপালী

শ্যাম সম্ভাষিতে জানো বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাপিয়াছে আধা॥
পিঠেতে পাটের থোপা নামিয়াছে ঝুরি।
লবঙ্গ মালতী মালে গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মুকুতা হিল্লোলে।
অধরে অধরে হাসি আধ আধ বোলে॥
বঙ্কিম নয়ানে কিবা কাজরের রেখা।
জলদে বিজুরী যেন চাঁদে দিল দেখা॥
শ্যাম গৌরী মিলাওল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস কহে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥ ১৬৪

ঐ—মল্লার

সই! কি আর কথার বাদে।
মো মেনু ঠেকিয়া গেনু ও নয়ান ফাঁদে॥ ধ্রু॥
কুঁদে কুঁদাইল দেহ বিদগধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়ায় মল্লিকা নীল কুমুদ চন্দ্রিকা।
চাঁদের অধিক মুখ চাঁদের চন্দ্রিকা॥

আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলিয়া যায় সুমধুর বোলে॥
নীলমনি হেমগায় মুকুতা খেচনি।
আই আই মরে যাই রূপের নিছনি॥
মনিমালা গলে দোলে কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যামল গায়ে নব গুঞ্জা মাল॥
নাসা হনে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞানদাস কহে ভালে তো ঝুরে বৃষভানু সুতা॥১৬৫

ঐ—সিন্দুড়া

সই কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, দুখানি আঁখির তারা।
হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি, নিমিখে নিমিখে হারা।
কি আর বুঝাও, মরম বিচার, মন আপনার নয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ, শ্যামবন্ধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥
এ মোর করমে, লিখন আছিল, বিধি ঘটায়ল মোরে।
কোন কুলবতী, দেখিলে মূরতি, কুল লইয়া থাকে ঘরে॥
গুরু দুরুজন, বোলে কু-বচন, না যাব সে লোকপাড়া।
জ্ঞানদাস বলে, কানুর পিরীতি, জাতি কুলশীল ছাড়া॥ ১৬৬

ঐ—সিন্ধুড়া

সই! সে জনা মানুষ নয়।
তার সনে যদি, পিরীতি করিয়ে, না জানি কি জানি হয়॥ ধ্রু॥
হাসি হাসি মোর, মুখ নিরখিয়া, মনের মন কথা কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিলাইতে, পথের নিকটে রয়॥
সহজে রসের, আকর যত, ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন, উড়িতে আপন, অঙ্গ ঠেকাইয়া যায়॥
ও গীম দোলনী, চরণ চালনি, রমণী মানুষ চোর।
জ্ঞানদাস বলে, ভালই বুঝিলে, মরমে লাগিল মোর॥ ১৬৭

—•—

ঐ—ধানশী

সখি হে! উলটি নেহারহ নাহ।

চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জীবই, জিনি করহ নিরবাহ॥

কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদ-যুগ, সেবই যাকর আশে।

সো জগবল্লভ, তোহারি পিরীতি, বিনু দগধই মদন হুতাশে॥

শ্যাম সুধাকর, নিকটে আওল, করুচিত-কুমুদ বিকাশে।

অঞ্চল অন্তর, মান তিমির, বহু লোচন পড়ল উপাসে॥

সো সুখ সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরী, হাসি হাসি আপনা বোলাই।

জ্ঞানদাস কহয়ে, অলপ জাগি নহ, দূতিক পরশ না পাই॥ ১৬৮

ঐ—ভূপালী

সখির বচন, শুনি বিদগধ নাগর, আকুল অথির পরাণ।

তুরি তহি গমন, করল ধনি পাশহি, ঢর ঢর সজল নয়ান॥

কহ সখি! কৈছে মিটাওব মান।

হামে পরিবাদ, করয়ে যত রঙ্গিনী, হাম যৈছে তুয়া পরমান॥

তাহা বিনু নিশিদিশি, মনে নাহি ভাওই, সো মুখ সতত ধেয়ান।

ও মধু বোল শ্রবণে, লাগি বহু তুচ্ছ, গুণ করি হাম গান॥

এত কহি মাধব, মিললি রাই পাশে, খাড়ি রহল তাহা যাই।

ধনি দেখি মানিনি, নাগর কাতর, জ্ঞানদাস মুখ চাই॥ ১৬৯

ঐ—

সজনি! ও বোল না বোল আর।

কিবা যশ অপযশ, না ভায় গৃহ বাস, হইল কুলের আঙ্গার॥

— — —, — নে পরশিলে, সে রস পরশ মুনি।

জাতি কুল, আপন ইচ্ছা, যে করিল তাহার নিছনি॥

কিবা গুরু গরবিত, — — —, — — শুনে কান বিন্দে।

সে নব নাগর, গুণের আগর, তারে সে পরাণ কান্দে॥

হৃদ দগদগি, মনের পুড়নি, কহিল না রহিব ঘরে।

— — —, প্রেমের এই ফল, ভালে জ্ঞানদাস ঝুরে॥ ১৭০

ঐ—শ্রীরাগ

সজনি! রহিতে নারিনু ঘরে

না দেখি না শুনি, এমন দেবতা, যুবতী দেখিয়া মারে॥ ধ্রু॥

নিশির সপনে, চান্দ উপরাগে, হেরিয়া মন্দিরে বসি।

হেনই সময়ে, সে বনদেবতা, মোরে গর'সিল আসি॥

গরাস তরাসে, আকুল হইয়া, মূরছি পড়িল ভ্রমে।

তোমার নাম ধরিয়া, কতেক ডাকিনু, শুনিয়া না শুনে কানে॥

এ মোর বিথতা, সে বনদেবতা, দেখিয়া ভুলিল রঙ্গে।

চন্দন বসন; সব আভরণ; সপনে দেখিছি অঙ্গে॥

হেরয়ে যেজন; সে বনদেবতা; হরয়ে তাহার চিতে।

এ বোল শুনিয়া; ননদী চমকি; ভ্রমিয়া বেড়ায় ভিতে॥

গোকুল পতির; মতি ফিরাইল; যেজন আঁখির ঠারে।

জ্ঞানদাসে কয়; ননদী ভুলাইতে; কিবা পরমাদ তারে॥ ১৭১

ঐ—বিভাষ

হামারি প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।

জাগিল গোকুলের লোক কেমতে যাব ঘরে॥

তোমার যে পীতধটি আমারে দেহ পরি।

উভকরি বাঁধ চূড়া আলাইয়া কবরী॥

কানের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।

শ্যামবরণ মোর অঙ্গের উড়নি॥

জ্ঞানদাস কহে শ্যাম পাশলি কর দূর।

চরণে পরাও তুমি কনক নূপুর॥ ১৯৯

ঐ—সিন্ধুড়া

হে দেগো মরম প্রিয় সখি ওগো সই।

তুমি যে আমার তেঞি তোমারে কই॥

ননদিনী মোরে সদা কু-বচন বলে।

কভু নাহি ঠেকে রাঙ্গা নয়ান হিল্লোলে॥

যে বলুক সে বলুক মোরে যার মনে যে।
— — — — আপনার দে॥
মনের অনলে কত মন প্রবোধিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
— পোড়ে হিয়া কি দিলে নিভয়।
বাহিরে — — — — —॥
জ্ঞানদাস কহে এই সই সে করিব।
শ্যামের পিরীতি লাগি অ— —॥ ২০০

ঐ—বিভাস

আলো সই করিব কি।
প্রাণ পরবশ জীবারে জী॥
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি।
শ্যামরূপ সীমা গুণের নিধি॥
লখিল নহে রূপ লখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয়॥
দেখিতে মোর মনে হেন লয়।
সকল অঙ্গ যদি নয়ান হয়॥
যখন শ্যাম বঁধো ধাশিটি পূরে।
বনের পশু কান্দে বিরিখি ঝুরে॥
কদম্ব তলাতে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যে করে না কহি লাজে॥
নয়ানের কোণে আছে কি ধন।
যাতে জাতি কুল করিল পণ॥
মোর দেহটি তাহারে দিব।
জ্ঞান কহে তবে সকল পুরিব॥ ২০১

—০—

ঐ—তুড়ী

ক — — করলে অথিরীতি।
জিতে পরশল নহে কানুর পিরীতি॥
দেখিল না দেখে আঁখি শ্যাম বিনু আন।
ভরমে তৈ না শুনে শ্রুতি আন পরসঙ্গ।
স্মঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি গো কহিতে —।
— — — — — করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে আলুয়ায় সব দেহ
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যাম লেহ॥ ২০২

ঐ—ভাটিয়ারী

— — — — বন্ধুর পিরীতি।
কি ঘর বাহিরে লোক বলে দিবারাতি॥
অন্তরে বাহিরে চিতে অবিরত ঘা।
— — — — — —॥
সই! বড় পরমাদ।
শয়নে স্বপনে মনে নাহি অবসাদ॥ ধ্রু॥
দেখিলে না দেখি আমি শ্যাম বিনে আন।
ভরমে মনের কথা না কহে বয়ান॥
শুনিতে শুনিয়ে কানে সেই পরসঙ্গ।
স্মঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥
গৃহকাজ করিতে সব আলুলায় দেহ।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম বিষম লেহ॥ ২০৩

—•—

ঐ—

— — বড়ি মাই।

মিছাই লোকের কথা।

যদি শ্যাম সনে, নেহ কর থাকে, সপতি তোমার মাথা॥ ধ্রু॥

নিজ পতি বিনে, আন নাহি —, — — আমার ভাল।

কোন গুণে গিয়া, রাখাল ভজিবে, যাহার বরণ কাল॥

মণি মুকুতার, আভরণ নাহি, নিবাড়্যা বনের ফুলে।

— — — —, — — ভুলেছে, তাতে কি রমণী ভুলে॥

রাজা হয়া যারে, দেখিতে না পারে, মাযে বলে ননি চোরা।

জ্ঞানদাস কহে, — — —, দে বর তুলো তারা॥ ২০৪

ঐ—

— — — শুনি, রাধা বিনোদিনী, আপন বন্দুয়া করি কোরে॥

অধরে অধর দিয়া, মন আশা মিটাইয়া, কহে বাণী মৃদু মৃদু স্বরে॥

— — —, নাহি জানি চাতুরী, আর তাহে পরের অধীন।

শুন ওহে শ্যামরায়, নিবেদন তব পায়, কভু মোরে না ভাবিহ ভিন॥

— — সদাই, পুড়য়ে মন ঘর, কয়া কুহুকের প্রায়।

ফুলে দিয়া তিলাঞ্জলি, কুলেশীলে দিলুঁ কালি, সদা ইচ্ছা থাকি
রাঙ্গা পায়॥

— — —, রাইর মনসাধ, অপরাধ দেহ হিয়া দাসী।

জ্ঞানদাসহি কর, গোরি কানু ভিন্ন নয়, ও পদ ভাবিয়া দিবানিশি॥
২০৫

ঐ—সুহই

তো — — — বিনোদিয়া।

করিলু শ্রীবৃন্দাবন তোহারি লাগিয়া॥
তোমার লাগিয়া রাই হইলু ত্রিভঙ্গ।
তোমার কারণে — — —॥
করেতে মুরলী নাম গাইতে তোমার।
ঘর ছাড়ি তরুমূলে বসতি আমার॥
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনী রাই।
— — — মুরলীতে গাই॥ ২০৬

ঐ—রাগ

কানু কহে রাই; কহিতে ডরাই; ধবলি চরাই আমি।
রাখালিয়া জাতি; কি জানি পিরীতি; প্রেমের পশার তুমি ॥
বনে বনে ধাই; ধবলি ফিরাই; প্রেম কি জানি কিশোরী।
প্রেমের তোহায়ি; দেহ কে কিশোরী; — — — —॥
তুমি মহাজন; যে কর ভৎর্সন; সুধাসম মোহে লাগে।
মোর নাগরালি; বাড়াই কিশোরী; — — —॥
— — —॥ শুধিতে নারিনু; প্রেম অনুরাগ বিনে ॥ ২০৭

ঐ—বড়ারি

ক— — — কায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই ॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিবন্ধ।
লাজ কপাট করল মুখ বন্ধ ॥
এ সখি! এ সখি! মানহ — —।
— —নী পুছলু হাম তোয় ॥ ধ্রু ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গে পরতেক হোই।
দুঃখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই ॥
লিখি লিখু সমু — — —।
আজু আন রীত দেখিয়া আন রঙ্গ ॥
বোলইতে না বোলসি মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরমাণ কয়ল অনঙ্গ ॥
— — — স নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহে নব নব লেহ ॥ ২০৮

ঐ—রাগ

আজু কেনে তোমায় এনন দেখি।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষৎ হাসিমুখী ॥

ঘনাঞা ঘনাঞা আসিছ কাছে।
না জানি মরমে কি সাধ আছে॥
পসার ছুঁইতে করহ সাধ।
রাঁকের পোয়ে কি সোনার সাধ॥ ধ্রু॥
মুখের সুখে কহিতে চাও।
পররীত চিতে করিলে পাও॥
কাল হইয়া এত রসের ভোরা।
কমলে খঞ্জন দিথিলে পারা॥
কি গুণ দেখিয়া সঘনে চাও।
হাথে চাঁদের পসরা পাও॥
জ্ঞানদাস বলে গোপ ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে এতেক করি॥ ২০৯

ঐ—সুহই

আজু শুভদিন ভেলা।
কাক নিকটে কহি গেলা॥
আজুক প্রাতর সময়ে।
বামবাহু ঘন ঘন ফুরয়ে॥
সঘনে ঘসয়ে নীবিবন্ধ।
বাম নয়নে করু ফন্দ॥
সু-লক্ষণ বিফল না যাব।
মাধব নিজ ঘরে যাব॥
অনুক্ষণ হৃদয় উল্লাস।
পূরল পথিক পরবাস॥
পুলকে পূরয়ে প্রতি অঙ্গ।
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ।
মনমথ ভেল শুভকারি।
জ্ঞান কহে আওব মুরারি॥ ২১০

ঐ—রূপ

আধ নয়ানে॥ দুহুঁ রূপ নেহরই; চাহনি আনহি ভাঁতি।
রসের আবেশে; দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি; বিহ্বরল প্রেম সঙ্গীত॥
অতসী কুসুম সম; শ্যাম সু নাগর॥ নায়রি চম্পক গোরি।
নব জলধর যৈছে; চান্দ আগোরল; ঐছে রহল শ্যাম কোরি॥
শ্যাম সুখময় দেহ; গোরি পরশে; মিলাওল যেন কাঁচা নুনি।
রাইতনু ধরিতে নারে; এলাইয়া আনন্দ ভরে; শিরিষ কুসুম কমলিনী॥
কি অতি শ্রীমতী; রতি পীত সঙ্গে; প্রেমরঙ্গে হেরি কাননে।
বিনোদিনী চিহ্নু; বেণী আনন্দ; মগনহিঁ শ্যাম বংশীবদনে॥
বিগলিত কুন্তল; মত্ত শিখিচন্দ্রক; বিগলিত নীল নীচোল।
দুহুঁকর প্রেমরসে; ভাসল নিধুবন; জ্ঞানদাস সুখে ভোর॥ ২১১

ঐ—সিন্ধুড়া

আন পরসঙ্গ; সপনে না করে; আন না পাতয়ে কান।
দিঠে দিঠে রহে; নিমিখ না সহে; সই নিরখে মোর বয়ান॥
সই! কিনা সে, কানুর পিরীতি৷ কি রীতি কহিতে কহিব কি।
সে সব কহিতে৷ কত উঠে চিতে, পরাণ নিছনি দি॥
খেনে খেনে তনু, পুলকে আকুল, তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে, রসের আলাপ, অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥
এবে কবে মোরে, কোরে অগোরয়ে, আন করে রচে বেশ॥
জ্ঞানদাস কহে, ধন্য ধন্য জিয়ে, যাহে পিরীতি নব লেশ॥ ২১২

ঐ—ধানশী

এ ধনি মানিনী কি বলিব তোয়।
তোহারি পিরীতি মোর জীবন হোয়॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তথি লাগি কেলি কদম্ব করি বাস॥
রজনী দিবস করি তুয়া গুণগান।
তুয়া বিনে মোর নাহি লয়ে আন॥

শয়নে করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
সপনে থাকিয়া তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥
তোমার অধর রস পানে মোর আশ।
করজ লিখিয়া লেহ তুয়া মুঞি দাস॥
মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দিয়া কানুরে জিয়াও॥ ২১৩

ঐ—ধানশী

এ না ছান্দে কে না বান্ধে চুল।
চূড়ায় মজিল জাতি কুল॥
এই ত চন্দন ফোঁটা কেবা নাহি পরে।
কপালগুণে ঝলমল ঝলমল করে॥
কে বা নাহি পরে বনমালা।
মালার এতেক কেন জ্বালা॥
কেনে থাক ত্রিভঙ্গ হইয়া।
প্রাণ কান্দে ও রূপ দেখিয়া॥
কে বা এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কেবা নাহি কহে কথাখানি।
চান্দ মুখে সুধা খসে জানি॥
কে নাহি ধরে রূপ কালা।
তুয়া রূপে ত্রিভুবন আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞানদাস কহে এই ভাল হয়॥ ২১৪

—০—

ঐ—সিন্ধুড়া

ওহে নাথ বুঝিলুঁ তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া, এমতি তোমার রীত॥ ধ্রু॥
যখন আমাকে, সদয় আছিলা, পিরীতি করিতে বড়।
এখন কি লাগি, হইলে বৈরাগী, নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিম মরমে, যে ছিল করমে, সেই সে হইতে চায়
নহিলে কে জানে, খলের বচনে, পরাণ সঁপিনু তায়॥
এবে মোর পিরীতি, দেখিতে শুনিতে, যে দুখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মরুক, যে করে ভরসা, তোমার পিরীতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার, আছয়ে আভিরি ঘরে।
হিয়ার ভিতরে, যেমত পুড়িছে, তাহা বা কহিব কারে॥
পুরুবে জানিতু, এমন হইবে, পাইব এতেক লাজ।
জ্ঞানদাস কহে, ধৈর্য্য করি রহ, আপন সুখের কাজ॥ ২১৫॥

ঐ—করুণা

ওহে বন্ধু! কহিলে বাসিবে মনে দুঃখ।
আর যত কলাবতী, কুলের ধরম রাখে, তাহারা হেরয়ে তুয়া মুখ॥ ধ্রু
সহজে কালার বয়ন, তিমির পুহে জনু, অন্তর বাহিরে সমতুল।
তুয়া বিনে অন্তর, জর জর ······, কাল কুটিল মণিফুল॥
যখন তোমার সবে, পরিচয় নাহি ছিল, আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
যারে যারে ডাকি আমি, কানে নাহি শুন তুমি,
আঁখি তুলি মরমে না চাও॥
যখন পিরীতি কৈলে, আনি চাঁদ হাতে দিলে,
আপনি বানাইতে মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর, এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ।
একে আমি পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী, ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ॥
যেথা তথা থাকি আমি, তোমা বিনে নাহি জানি,
সকল জানহ সবিশেষ।

রতনের বৃক্ষ দেখি, ভরসা করিল মনে, ফল ফুল একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আম রসে দিলে লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ ॥ ২১৬

ঐ—ধানশী

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজ রূপ, কাম হেরি কান্দাল,
ভুবন ভুলল তুয়া বেশে ॥ ধ্রু ॥
আইস বৈশ মোর কাছে, রৌদ্রে মিলায় পাছে,
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাঁটিছ তায়,
দেখিয়া হোলিছে মোর গায় ॥
কেমন তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল ধন,
কেনে বিকে পাঠাইলা তোমা।
তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে,
পাঠাইয়ে চিতে দেয়ো ক্ষমা ॥
হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিছে বুক,
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুঃখী।
জ্ঞানদাসেতে কয়, পসারী সে জন হয়,
রসাল বচনে করে বিকি ॥ ২১৭

ঐ—পঠমঞ্জরী

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে।
দধি দগ্ধ ঘৃত ঘোল সাজাঞা পসারে ॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে ॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
প্রতি পণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে ॥

চিরদিন আছে দান সম্মুখে হামারি।
অঙ্গে বহুমূল ধন আর নীল শাড়ী॥
সিঁথায় সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ন কাজরে দেখে ধরণী বিকার॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বিয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥
ঈষৎ চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥ ২১৭

ঐ—শ্রীরাপ

রাজিত চিকুর, উপরে নব মালতী, অলিকুল অলকার পাশে।
মলয়জ মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ, তরুণী নয়ন বিলাসে॥
সজনি! কি পেখনু শ্যামর চান্দে।
তপন তনয়া তীরে, তরু অবলম্বনে, তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে॥ ধ্রু॥
ও মুখমণ্ডল, ও মণিকুণ্ডল, গণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্রনীল মনি, মুকুর উপরে জিনি, করু অবলম্বন অরুণে॥
তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি, উরে গজ মোতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহত; ধটি অঞ্চল, বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে॥ ২১৯

ঐ—সুহই

শুন শুন সুন্দরী রাধে।
কানু সঞে প্রেম করবি কাহে বাদে॥ ধ্রু॥
অনুখন যোজন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে ত্যজবি তাকর কোর॥
নিশি দিশি বয়ানে না বোলয়ে আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কান॥
তুয়া বোলে তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি হেলে ধনি করসি উদাস॥

ঐছন সুপুরুখ কতিহুঁ না দেখি।
আপন দিব্য যো হরিক উপেখি॥
এসব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কোনে আরাধলি কাম॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥ ২২০

ঐ—শ্রীরাগ

হাসি রহল করে বয়ন ঝাঁপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই॥
আনদিন শ্রবণে না দেই পরথাব।
আজু আপনে ধনি কহলি সুধাব॥
শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী করল তুয়া পরসঙ্গ॥ ধ্রু॥
শুনইতে তৈখনে যো যো করু চিত।
কাহে কহব কে যাবে পরতীত॥
এতদিনে জানলুঁ সিদ্ধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মঝু লাজ॥
লোচন লোর লুকায়লি গোরী।
পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চৌরী।
শুভ ভেল অশুভাই গেল সব দূরে।
জ্ঞানদাস কহুঁ মনোরথ পূরে। ২২১

ঐ—ধানশী

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
পাশ উদাসল পালটি নেহারি।
তঁহি চলন ধনী বাহু পসারি॥

আজু পেখনু মুঞি বিদগধ নারী।
মদন বান কত পেলি উঘারি॥ ধ্রু॥
কেশ বিথারল পিঠ হিল্লোল।
মাথ আধপর রহল নিচোল॥
পহিরল পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ।
তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥
চাতুরী কতয়ে কয়ল মঝু আগে।
জীউ রহল আজু বড় পুণ্য ভাগে॥
কহইতে কি কহব কহয়ে না পারি।
জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী॥ ২২২

ঐ—বরাড়ী

এ সখি! এ সখি! বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বর নারী॥ ধ্রু॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥
আধ আধ চাহি যাই পথ আধা।
রস পরসঙ্গে শুনই বহু সাধা॥
হামরা তুহুজন পথে একু মেলি।
সুজান জন সঞে করু আন কেলি॥
যব কিছু পুছয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশিয়াব॥
এমন রমণী দৈবে দেল সাঙ্গ।
কি কহব অনুপম মুরছে অনঙ্গ॥
উহ সে লাজ বশ হামারতু লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ॥ ২২৩॥

—০—

ঐ—ধানশী

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হসত না হসত মুখ মচু কাই॥
এ সখি! এ সখি! দেখলু নারী।
হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥ ধ্রু॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয়া উঘারি॥
মনমথ মন্ত্র তাহে আগোরল বাট।
চকিতে চকিতে পহু রহু রসহাট॥
কিয়ে ধনী ধাতা নিরমিল তাই।
জগমাহা উপমা কবহু না পাই॥
পরশে পুছলু হাম তাকর নাম।
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥ ২২৪॥

ঐ—পঠ মঞ্জরী

সজনি! শুনি মনে হোয়ল আনন্দ।
রাই সুধামুখী, মোহে এত অনুরাগাণী, মিলন করহ পরবন্ধ॥
শুনলু হাম, রূপে গুণে অনুপম, তাহে রহল মন লাগি।
তুহু সুচতুর ধনি, মোয় অনুকুল জানি, যব পুন হয় মোর ভাগি॥
ওই দিন যখন, হোয়ব সুলখন, মোহে মিলব ধনি রাই।
সো তনু পরশয়ে, তাপ সব মেটয়ে, তব হাম জীবন পাই॥
ঐছর নাগর, বচন শুনি কাতর, দিঠে ভেল ছল ছল লোর।
কানুপর বোধি, তুরিতে ধনী চললহ, জ্ঞানদাস চলু ভোর॥ ২২৫

—•—

ঐ—ধানশী

তুহু বিদগধ বর তরুণী পরাণ।
আজু শুনলে মুঞি মনসিজ নাম॥
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমনী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ॥
এ হরি এ হরি করি পরিহার।
হাম কিছু না বুঝিয়ে ও রস বিচার॥
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ।
দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব॥
জল বিনু জলচর না করে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নাহি মেলি॥
দেখইতে শুনইতে লাগ তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয় সখি পাশ॥
সো যব জানয়ে এ সব সুধি।
জ্ঞানদাস কহে ভাল কত সুবুধি॥ ২২৬

ঐ—ধানশী

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে।
কিবা লাগায়াছে মদন ফান্দে॥
সহজ কানুর চরিত যে।
তা দেখি জগতে না ভুলেকে॥
সই! বলিব কি।
প্রেম পরসঙ্গ দেখি তেঞি॥ ধ্রু॥
পিরীতি আহারে না পড়ে কে।
দোতী পাইয়াছি পরতেক দে॥
নহিল এমন চরিত নয়।
আন ছলে এত কথা কি কয়॥

হাসির মিশালে চাহনি আন।
তা দেখি কাহার না হয় ভান॥
জ্ঞানদাস অনুভাবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকা না যায়॥ ২২৭

ঐ—ধানশী

আজি কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে আলসে ঝঁপি আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি হিয়ায় কি আছে ব্যথা॥
কিবা বা মনে লাগিয়াছে।
দোষ দিঠেঁদিয়া কিবা দেখিয়াছে॥
বসন ভূষণ না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥
যদি বা বোলহ লাজের কাজে।
মরমী লোকের মরমে বাজে॥
কালা কানুর পথে যে জনা যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায়॥
তার ভাবে যদি এমন জান।
জ্ঞানদাস বলে কেন না মান॥ ২২৮

ঐ—শ্রীরাগ

সহজেই তনু তিরি ভঙ্গ।
এমন হইয়া এমত রঙ্গ॥
যদি তুমি সুন্দর হৈতা।
তবে নাকি কাহারে ছুইতা॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পরনারী দেখিয়া কেন কাঁপ॥

যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঁই সে বাতাসে রসে ডুব॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা নব ভাব অনুপাম॥ ২২৯

ঐ—ভাটিয়ারি

মাধব! দূর কর উলট বয়ান।
সোই চাতুরী পনা, জগমাহা জানিয়ে, ষোই রাখয়ে নিজ মান॥ ধ্রু॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে, আসিছ অবলা হেরি, ভাল নহে তোহারি ব্যভার।
লোক লাজ ভয়, এক না মানসি, ওকুলে কংস দরবার॥
নহুঁ কুলটা হাম, বর কুল কামিনী, নিকটে তাত ঘর মোর।
তুহুঁ বনচারী, চোর মতি চঞ্চল, তাহে সাহস এত তোর॥
শ্রুতি সম্বর নহ, ইহ সব কু বচন, যে সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞানদাস কহে, ঐছে কহসি কাহে, আওলি নব অনুরাগে॥ ২৩০

ঐ—সিন্ধুড়া

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সবে অষশ ঘোষণা॥
সই! কহিনু নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান॥ ধ্রু॥
যারে দিনু তনু মন কুলশীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কেনু ধড় অখোয়াতি॥
সে জন কি লাগি এহে করে ভিন পর।
ঝাঁপল কূপে পরল নব চোর॥
গুরুয়া পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধুজলে।
অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড় বা অনলে॥
না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধিবল॥ ২৩১

ঐ—কেদার

বৃষভানু নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, নব নব রঙ্গিনী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণনাথের দরশনে, রসভরে ডগমগ অঙ্গ॥
রাই রূপ লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি, ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥ধ্রু
নীলমণি চূড়ি হতে, কনয়া কঙ্কন তাতে, নীলবসন শোভে গায়।
নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে, হংসগমনে চলি যায়॥
জিনি কত কোটি শশী, মুখে মৃদুমন্দ হাসি,
পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোনার ঝাঁপা, তার মাঝে কনক চাঁপা,
গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়া তাতে,
বৃন্দাবন ভূমে প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ কান্তিমালা, দশদিগ কৈল আলা,
জ্ঞান দাস তাহাতে ভুলিলা॥ ২৩২

ঐ—কেদার

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুঞ্জে, তুহু মুখ হেরি তুহু ভোর।
নয়ান নয়ান বাণে, আকুল তুহু তনু, ধনী লেই কোরে আগোর॥
দেখ সখি! রাধামাধব প্রেম।
অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই, যৈছন দারিদ হেম॥ ধ্রু॥
কুচ কর পরশনে, আকুল মাধব, ভূজে ভূজে বন্ধন কেল।
থির বিজুরী জনু, জলদে ঝাপি রহু, ঐছন অপরূপ ভেল॥
নারী পুরুখ তুহুঁ, লখই না পারই, হেরইতে লোচন ভুল।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ তুহুজন, তুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥ ২৩২

ঐ—ভূপালী

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিত আওলুঁ যে বিপরীতি॥

কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিলে চলহ হরি॥
তোমা আগে করি কহিব যে।
আপন কানেতে শুনিবে সে॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঙ্গে হরি মিললি রাই॥ ২৩৪

ঐ—তিরোতা

শৈশব সময় পহু গেলা।
যৌবন জনম অব ভেলা॥
আর নাহি কয়ল উপদেশ।
কি কহব কাহিনী বিশেষ॥
সজনি! দূরগহ করু অব গোহে।
বিছুরত গোকুল নাহে॥
বাঢ়ল বিরহ বেয়াধি।
মনমথ পরম বিরোধী॥
মন্দিরে একলা পরাণে।
কত চিতে করু অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব সম্বাদে॥
জ্ঞানদাস চিত অনুমান।
দোতী অব করব পয়ান॥ ২৩৫

ঐ—তুড়ি

কালার পিরীতি সই তোমারে সেবলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
কাহারে কহিব সই মরমের কথা
কানু বিনে কে জানিবে মরমের ব্যথা॥

যত যত পিরীতি করয়ে পিয়া মোরে।
আঁখরেতে লিখা আছে হিয়ার মাঝারে॥
নিরবধি বুকে থইয়া চাহে মুখে মুখ।
এ বড় বিষম শেল ফুটি আছে বুকে।
মনের যে দুঃখ মোর মনেতে রহিল।
ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল॥
নিচয় মরিব সখি তারে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আসিয়া। ২৩৬

ঐ—গান্ধার

কানু রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ॥
দামিনী দশদিশ ধাব।
নিকরুণ কান্ত না আব।
সজনি! কাহে কহব দিনবন্ধ।
জীবইতে ভেল অশঙ্ক॥
গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত মোর।
যব নিশি করয়ে প্রয়ান।
শিকরে নিবাসে পরাণ॥
দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না দেখি॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহে এই পরমাদ॥ ২৩৭

ঐ—ধানশী

বঁধু হে! আর কি ছাড়িয়া দিব।
এ বুক চিরিলা, যেখানে পরাণ, সেখানে তোমারে থোব॥ ধ্রু॥

ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব, সুখ না চাহিব আর।
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি, পূরিল মনের সাধ॥
প্রেম ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া, দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি, পাজরে কাটিয়া সিঁধ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি, রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
হারাইলে পুনঃ, অলস পরাণ, খুজিয়া পাইতে নাই॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন, রাখিতে নারিলাম কোণে।
করমের দোষে, বিধি বিড়ম্বিল, জ্ঞানদাস ইহা বোলে॥ ২৩৮

পদমেরু—শঙ্করাভরণ

ঘর হইতে শুনিলাম মুরলী নিসান।
আদরে রমণীকুলে দিলাম সমাধান॥
অপরূপ শুনি মধুর মুরলীর নাদ।
শিখির বিনোদ বাঁশী করিয়াছি সাধ॥
শিখাহ পরাণ বঁধু যতনে শিখিব।
জানাইয়া দাও ফুক মুরলীতে দিব॥
অঙ্গুলি লোলায় বন্ধু দেহ তাহে হাত।
বাজাইয়া শিখাইয়া দেহ প্রাণনাথ॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নির্ণয় করিয়া।
জ্ঞানদাস কহে বন্ধু দাও শিখাইয়া॥ ২৩৯

ঐ—শ্রীরাগ

দোহ অতি বিদগধ অপরূপ নেহা॥
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥
হার টুটল পরি রন্তন কেলি।
মৃগমদ চন্দন দূরে সব গেলি॥
খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
দোঁহা দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাসে হেরি দুহুঁ গুণ গান॥ ২৪০

ঐ—সুহই

আরে কালো ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী, যাহা নিদারুন হরি, আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥

ব্রজবাসীগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি,
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ আনল একে, তনু ঘনশ্যাম শোকে,
নিভান অনল দিল জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস, যা কহ শ্যামের পাশ,
চূড়ায় ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি হেথা কেনে, দুখ দিতে মোর প্রাণে,
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥
সে সুখ সম্পদ মোর, সব জান মধুকর,
এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিও শ্যামের ঠাম, ইহ বিরহিণীর নাম,
জ্ঞানদাস কহো না উপেখ॥ ২৪১

—•—

বৈষ্ণব পদাবলী (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়)

ঐ—শ্রীরাগ

উলসল উরথল অব ভেল রে।
আয়ত হোয়ত নয়ান রে॥
গতি অতি তুরিত সমাপল রে।
শৈশব কয়ল নয়ান রে॥
তোরে নিবেদলোঁ শুন সখি অব রে।
চিরদিন হৃদয়ক দন্দা রে॥
বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব রে।
মিলাওব শ্যামর চন্দা রে॥

হাস অধর পাশ মিলিত রে।
রতি পতি অনুবন্ধা রে॥
উনমিত নিতম্ব সুললিত রে।
ভাষা অতি ভেল মন্দা রে॥
কেশ পাশ দিগ কালিম রে।
শ্রবণে লেল অবতংস রে॥
জ্ঞানদাস কহ নব তনু রুহ রে।
মনমথ গাড়ল বংশ রে॥

ঐ—ধানশী

রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রস পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥
কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥
হামরা দুয়জনে পথে একু মেলি।
সো আন জন সঞে করু আন খেলি॥
যব কিছু পুছিয়ে উতর নাহি পাব।
অধরক পাশ হাস পশি যাব॥
ঐছন রমণী দৈব দিল সঙ্গ।
আনে উদ্‌গীম চাহি দিলু ভঙ্গ॥
বালা সে লাজবেশ হামারিয়ো লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ॥ ২৪৩

ঐ—সিন্ধুড়া

শারদ পূর্ণিমা, ইন্দু মুখমণ্ডল, তনু ঘনশ্যামর কাঁতি।
নয়ন কমল অলি, ভুরুযুগ ভঙ্গিম, লাগি রহল মধু মাতি॥

সজনি! হেরলুঁ নাগর নন্দকিশোর।

ভঙ্গিম আলসে, অলপ অবলোকন, তরলিত চিত ভেল মোর॥ ধ্রু॥

চন্দ্রক চারু, চূড়ে বনি বনমাল, মণ্ডিত মধুকর পাঁতি।

চন্দন তিলক, অলকা আধ ঝাঁপল, হেরি নব ইন্দুক ভাঁতি॥

হিয়ে মণিহার, শ্রবণে মণিমণ্ডল, সহজই সুমূরতি সেহ।

জ্ঞানদাস কহ, ও রূপ হেরইতে, কো ধনী ধরু নিজ দেহ॥ ২৪৪

ঐ—ললিত

নামে মুরলী রবে, গুণিগানে স্বপনেহু, চিত্রে দরশে প্রতি আশ।

কাতর অন্তরে, সখীমুখ চাহি ধনী, কহতহি গদগদ ভাষ॥

সখি! কি কহব কহন না যায়।

অপরূপ শ্যাম, নাম দুই আখর, তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়॥

মুনি মনোমোহন, মুরলী খুরলী শুনি, ধৈরজ ধরন না যাতি।

মনোরম গুণগণ, গুণিজন গানে শুনি, চিত রহল তঁহি মাতি॥

বিদগধ সুন্দর, কহত দূতী মোহে, ভট্ট কি রীতি যশ গায়।

শুনি শুনি উনমত, চিতে ভেল মনমথ, এ চপল জীবন দোলায়॥

শিখণ্ড শেখর শ্যাম, রূপে গুণে অনুপাম, স্বপনে দেখিলুঁ যুবরায়।

ফলকে তাহারি মন, মদনমোহন ভূপ, বলে উঠি ধরিবারে ধায়॥

ধেনুক বধের দিনে, সকল সখার সনে, দিঠিতে পড়িলুঁ আমি তার।

আপনা ভুলিয়া গেলুঁ, লাজভয় হারাইলুঁ, জ্ঞানদাস কম্পে অনিবার॥

২৪৫

ঐ—ধানশী

হসইতে আয়লুঁ তুহুঁ ভেলি রোই।

বড় মুগ্ধি বদনী হেরইতে তোই॥

রূপ কলারসে তুহুঁ ভেলি ভোরি।

পিয়া অনুরূপ বিহি না দিল তোরি॥

তুহুঁ সে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।

মধুকর বিনু নাহি মালতী মাজ॥

কহইতে চাহি বচন নাহি আর।
মৌনকে যাই সো অনুতাপ সার॥
ভালমন্দ বুঝিতে না বুঝি তোর রীত।
সো পুনঃ পাছে মিঠ আগে পুনঃ তীত॥
অতত্র যো মনোরথ কহবি নিচয়॥
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হয়॥ ২৪৬

ঐ—শ্রীরাগ

অলপ বয়সে মোর রস পরকাশ।
না পুরে অলপ ধনে দারিদ আশ॥
হামারি পরশ রস কৃপনক দান।
অমিয়া ভরমে কেহ করু বিষ পান॥
এ হরি এ হরি না ধরহ চীর।
হাম অবলা তুহুঁ রতি রণধীর॥
তরল নয়ান শর অথির সন্ধান।
শিখাওল নবীন গুরু পাঁচবাণ॥
লহু লহু হাস বচন আধ মিঠ।
অবেকত মুকুরে বেকত নহ দীঠ॥
শিশির সময় নহ পিককুল গাব।
কলিকা কমলে ভ্রমরা নাহি যাব॥
অতয়ে মানি অব কর অবধান।
জ্ঞানদাস কহ নাহি মন আন॥ ২৪৭

ঐ—ললিত

রাধা মাধব দোঁহে অতি মনোরম।
উঠিয়া বসিয়া পুষ্পশয্যার উপর॥
রতির আলসে আঁখি মেলিতে না পারে।
দুহুঁ আঁখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিশে॥

বাহু পসারিয়া ধনী বঁধু নিল কোরে।
অনিমিখ লোচনেতে বদন নেহারে॥
সুবাসিত জল আনি বদন পাখালে।
বদন মোছায় ধনী নেতের আঁচলে॥
যেখানে যা বিগলিত হৈয়াছিল বেশে।
সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশে॥
হাসি হাসি এক সখী বাঁশী করে দিল।
বাঁশী বেশ পাইয়া নাগর হরষিত ভেল॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারি যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥ ২৪৯

ঐ—মল্লার

দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল।
আকুল অমিয়া সাগরে ডুবি গেল॥
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখে, অবধি নাহিক সুখে, পুলকে পূরল দুহুঁ তনু॥
বেঢ়ল সখীর ঠাট, যৈছন চান্দের হাট, তার মাঝে সাজে রাধাকানু॥
দোঁহার রূপের ছান্দে, মদন পড়িয়া কান্দে, সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী, অমিয়া অধিক শুনি, সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
দোঁহার মাধুরীগুণে, উলসিত সখীগণে, নানাফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া, কর্পূর তাম্বুল লৈয়া, বিশাখিকা দোঁহারে য়োগায়।
ললিতা ইঙ্গিত পাঞা, মালিনা আইল ধাঞা
বিনি সূতে গাঁথি ফুলহার।
দেওল দোঁহার গলে, হিয়ার উপরে দোলে,
জ্ঞান হেরে যুগল বিহার। ২৫০

ঐ—ধানশী

দুহুঁ দিঠি অঞ্চল, বচন সমাপল, চৌদিশে কত আছে আনে।
দুহুঁ জন বুঝল, কেহো নাহি সমুঝল, ঐছন দুহুঁ যে সিয়ানে॥

সখি ! রাই কলাবতি কানে।
কি তুহুঁ মনোভাব, মনহি বুঝাওল, কিয়ে তুহুঁ আপন সুজানে ॥
ভুজে ভুজে বান্ধি, উরহি দরশায়ল, রমণী সমুঝল কাজে।
আপন শিরোরুহ, করে পরশায়ল, সময় বুঝায়ল সাজে ॥
কর কমলে মুখ, কমল লুকায়ল, আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ, তরুণী ঊন নহ, তৈছে কয়ল নিরবাহ ॥ ২৫১

ঐ—মল্লার

নয়ান কোণের, অলখ বাণে, হিয়ার মাঝে কাঁপ।
মুখের ছান্দে, মরম কান্দে, অই সে মনে জাপ ॥
ভালের তিলক, আলোক ভুবন, মদন পলান লাজে।
ঘরের নিয়ড়ে, রহিতে নারি, আগুন লাগিল কাজে ॥
কি আর লোকের কাজে আকুল পরাণি।
কি করিতে কিবা করি কিছুই না জানি ॥
হাসির মিশালে; বাঁশীর নিশাসে; রসের ছান্দে কয়।
রসের ইঙ্গিতে; অশেষ ভঙ্গিতে; কতেক প্রাণে সয় ॥
অঙ্গের পরশে; যৌবন জীবন; সফল করিয়া মানে।
রমণী হইয়া; তারে না ছুঁইলে; কি তার ছার জীবনে ॥
সঘনে শিহরে গা ঘন উঠে হাই।
পাই বা না পাই চিতে পরতীত নাই ॥
জ্ঞানদাস কহে; মো পুনি কহিল; আপন মনের বোলে।
সাধের শেজে; শুতিয়া রহিলে; পাইয়া আপন কোলে ॥ ২৫২

ঐ—তথারাগ

পরাণ বন্ধুকে; স্বপনে দেখিলুঁ; বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর; পরশ করিয়া; ঈষত মধুর হাসে ॥
পিয়ল বরণ; বসন খানিতে; মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে; মাথাটি বাহুতে; রাখিয়া শুতল কাছে ॥

মুখে মুখ দিয়া; সমান হইয়া; বন্ধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে; চরণ পসারি; পরাণ পাইলুঁ বোলে॥
অঙ্গ পরিমল; সুগন্ধি চন্দন; কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে; রস উপজিল; জাগিয়া হইলুঁ হারা॥
কপোত পাখীরে; চকিতে বাঁটুল; বাজিলে যেমন হয়।
জ্ঞানদাস কহে; এমতি হইলে; আর কি পরাণ রয়॥ ২৫৩

ঐ—সিন্ধুড়া

আইস বৈস তরুমূলে শশিমুখি রাই।
তোমার বদন শোভার বলিহারি যাই॥
ঢর ঢর কষিল কাঞ্চন তনু গোরি।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোরি॥
বদন শরদ সুধানিধি অকলঙ্ক।
মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥
আলো রাই কি বলিব আর।
ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার॥
কুটিল কুন্তল বেঢ়ি কুসুমের ছাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুর সিঁথে বড় পরমাদ॥
উন্নত উরোজ কিবা কনক মহেশ।
মুঠিতে ধরিয়ে তবখিন মাঝ দেশ॥
উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহু জীবে ওই অবলম্ব॥ ২৫৪

ঐ—ধানশী

এ ধন যৌবন লঞা; গোরস পসার বঞা; যাহ নানা আভরণ গায়।
আভরণ দিব তল; উচিত করিব ফল; কেবা রাখে রাখুক তোমায়॥
দশন মুকুতা পাঁরি; কিনা সে কেশের ভাঁতি;
টানিয়া কানড়া বান্ধ খোঁপা।

নাসিকা জিনিয়া বাঁশী, মুখানি পূর্ণিমা শশী,
সৌরভ সে নাগেশ্বর চাঁপা ॥
সিন্দুর সে মনোহর, নয়ানে শোভে কাজর,
অবতংসে বিরাজিত সোনা ।
নন্দ গমন চল, তোমারে সে সাজে ভেল,
নাসিকার আগে নাক ছেনা ॥
শ্রবণেতে বৌলি সাজ, গলে যশনি মণিরাজ,
লক্ষের কাঁচলি তোমার গায় ।
তোড় তোড়ল পর, জ্ঞানদাস কহে হের,
পাশলি নূপুর শোভে পায় ॥ ২৫৫

ঐ—বরাড়ী

এই মনে বনে, দানী হইয়াছে, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ ।
রাখাল হইয়া, রাজবালা সনে, না জানি কিসের রঙ্গ ॥
গিরি দিয়া যদি, আরাধনা কর, সেবহ শঙ্কর দেবে ।
সতত অরণ্যে, শরণ শৈলজা, পূজা কর এক ভাবে ॥
জলধি জাহ্নবী, সঙ্গম নিকটে, সঙ্কটে কামনা কর ।
তবু বৃকভানু, নন্দিনী নিচোল, অঞ্চল ছুঁইতে নার ॥
অলপে অলপে, সঘনে সঘনে, বচন রচহ মিঠ ।
সব আভরণ, থাকিতে হিয়ার, হারে বাড়াইছ দিঠ ॥
মদনে আকুল, আপন দুকুল, কি লাগি কলঙ্ক কর ।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত নহিলে, কি লাগি বাহু পসার । ২৫৬

ঐ—বরাড়ী

হে দেহে নন্দের সুত কে তোমায় করিলে মহাদানী ।
দণ্ডে কাচ নানা কাছ, না ছাড় রমণী পাছ,
বুঝালে না বুঝ হিতবাজ । ধ্রু ॥
শুনিয়াছি শিশুকালে, পুতন বধেছ হেলে,
তৃণাবর্ত্তের লয়েছ পরাণ ।

এখনি নন্দের বাড়ী, দেখিয়াছি গড়াগড়ি,
এখনি সাধিতে আইলা দান ॥
কাড়ি নিব পীতধড়া, আউলাইয়া ফেলিব চূড়া,
বাঁশীটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি, মাথায় ঢালিব দধি,
বসিতে না দিব তরুতলে ॥
মোহন চাতুরী করি, বাঁশীতে সন্ধান পূরি,
বুকে হান মনমথ বাণ।
রমণী মণ্ডলী করি, আভরণ নিব কাড়ি,
ভালমতে সাধাইব দান ॥
রাখাল বর্ব্বর জাতি, গোঠে ফির দিবারাতি,
মহিষ গোধন বৎস লইয়া।
কুলবধু সনে হাস, ইথে নাহি লাজ বাস,
জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া ॥ ২৫৭

ঐ—ধানশী

গুরু গরবিত ঘরে, যে কহু সে কহু মোরে,
ছাড়ে বা ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি ॥

কানু সে জীবন ধন মোর।

তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাও কুল রাখি,
শ্যামরসে হয়্যাছি বিভোর ॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
করহ পরাণ সখি, আঁখিতে অঞ্জন মাখি,
অঙ্গেতে কস্তুরী করি তায় ॥

কুলশীল যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
কানু পায় সঁপিল পসার।
শুনি জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমন হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার। ২৫৮

ঐ—মঙ্গল

রাধা মাধব নীপমূলে।
কেলি কলারস দান ছলে॥
দুহুঁ দোঁহা দরশই নয়ন বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ॥
দূরে গেল সখিগণ সহিতে বড়াই॥
নিভৃত নীপমূলে লুঠই রাই॥
দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহু ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর॥
দুহুজন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
জ্ঞানদাস দূরে হেরি বাড়ল উল্লাস॥ ২৫৯

ঐ—মল্লার

রঙ্গিনীগণে কহে রসবতী রাই।
সকল সখিগণ চলু ঘর যাই॥
মানস সুরধুনী দুকুল পাথার।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খর তর পবন বহই তঁহি জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান।
চল সবে পারে উতারব হাম।

শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চটুল তরণী পর সহচরী মেল॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগে তরণী লই বায়ল পয়ান॥
টুটল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চহ পানী কহ জ্ঞানদাস॥ ২৬০

ঐ—বরাড়ী

জলের ঘুরনী বড়, তরণী আমার বড়,
অশ্ব গজ কত নরনারী।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যত, পার করি শত শত,
যুবত যৌবন এত ভারী॥
ভুবন মোহন শ্যামচন্দ।
ভানুসুতা পানে চেয়ে, হাসি হাসি কথা কহে,
শুন শুন যুবতীর ছন্দ॥
উমড়িয়া শ্যাম মেঘে, ঘিরি নিল চারিদিকে,
পবনে কাঁপন সব তনু।
ঘন উছলিছে জল, নৌকা করে টলমল,
তরুণী তরজ ভার তনু॥
আমার বচন ধর, হাতে কারোয়াল কর,
ছাড় সবে বসন ভূষণ।
নেয়ের বেতন দাও, সঘনে তরণী বাও,
নহে স্মর শ্রীমধুসূদন॥
শুনি সুবদনী কয়, আগে পার করি দাও,
পাছে দিব যে হয় বিহিত।
জ্ঞানদাস কহে বানী, আগে দিলে ভাল জানি,
পাছে হিতে হয় বিপরীত॥ ২৬১

ঐ মল্লার

চাপিয়া এ নয়, হৈল কি দায়, দেখ দেখ বড়ি মা।
জীর্ণ শীর্ণ, আয়স ভিন্ন, অতি পুরাতন লা॥
গভীর তীর, অথির নীর, অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটনা, আসিয়া পরমা, উপজিল বহু বা॥
পায়্যা আশ্রয়, দিয়া জয় জয়, যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল, দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে, তুয়া ফেলিছে, টলমল স্রোতে লা।
জ্ঞানদাস আশা, কেবল ভরসা, ও রাঙ্গা দুখানি পা॥ ২৬২

ঐ—ধানশী

রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুঁক।
না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥
রসের হিলোল উঠে দোঁহাকার গানে।
মোহিল সভার মন মুরলীর তানে॥
গান শুনি সারি শুক কোকিল আনন্দ।
তরুলতা কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ॥
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি আগোচরী।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোরা কিশোরী॥ ২৬৩

ঐ—ধানশী

সজনি! কি পেখলুঁ নীপমূলে ধন্দ।
একে বরণে কালা, বিবিধ বিনোদ খেল
লাবণ্য ঝরে মকরন্দ॥ ধ্রু॥
ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত,
কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে

হরি অরি সন্নিধান, অলি বসি পূরে বাণ,
রমণী মণির মনে বাজে ॥
খগেন্দ্র নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়।
কুন্তীর নন্দন মূলে, কশ্যপ নন্দন দোলে,
মনমথের মনমথে তায় ॥
জলধি সুতাপতি, তার উরে যার স্থিতি,
সে কেনে যমুনা জলে ভাসে।
শচীপতি রিপুসুতা, বাহন বিজুরি লতা,
নিরীক্ষণ করে জ্ঞানদাসে ॥ ২৬৪

ঐ—সিন্ধুড়া

বরিহা চন্দ্র; চিকুরে নব মালতি; মল্লিকা মধুকর বৃন্দে।
কত কত বিবিধ; কুসুম পরিপাটিত; রাজিত কলিকা কুন্দে ॥
সজনি ! সুন্দর শ্যাম কিশোর।
অরুণায়ত আঁখি; লহু অবলোকনে; হিয়া জুড়ায়ল মোর ॥ ধ্রু ॥
চন্দন চন্দ; ভালে ভালি রঞ্জিত; তরুণী নয়ান পরাণ।
কুঞ্চিত অধরে; মন্দ মৃদু বাজত; মুরলী মধুরীম তান ॥
শ্রুতি মণিকুণ্ডল; কিরণ মনোহর; মণি ভূখন প্রতি অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহ; চিত থির না রহ; হেরইতে তনু তিরিভঙ্গে ॥ ২৬৫

ঐ—সারঙ্গ

শ্যাম ধাম; কুন্দ দাম; চারু চিকুর মোহনি।
রহিহা পদ্ম; ভ্রমরী সঙ্গ; মধুর মধুর শোহনি ॥
দেখত লাল; উরহি মাল; মন্দ মন্দ আয়নি
মোহন বংশ; নিহিত অংশ; মধুর মধুর গায়নি ॥ ধ্রু ॥
মকর গণ্ড; তিমির খণ্ড; ভালে তিলক লায়নি।
রমণী কুল; আধ ডু কুল; আধ মুদিত চাহনি ॥

বদন চান্দ, কামের ফান্দ, নয়নকি শর ধাওনি॥
জ্ঞানদাস, পিরীতি আশ, ও রূপ চিতে ভাওনি॥ ২৬৬

ঐ—তুড়ি

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে॥
দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুলিন সাপিনী যেন গরল উগরে॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥
নিরবধি প্রাণ মোর শ্যাম অনুরাগী।
যে মোরে ছাড়িতে বলে হবে বধের ভাগি॥
জ্ঞান কহে যেই কহ সেই সে করিব।
শ্যামবন্ধুর লাগি পরাণ হারাইব॥ ২৬৭

ঐ—সুহই

পহিল বয়েস একে; আরে নব আরতি; আর তাহে কানুর সোহাগ।
এত রস আদর; বাদ করিল বিহি; কুলবতী কেমন অভাগ॥
সজনি! না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর; পোড়য়ে নিরন্তর; তিল এক নাহি অবসাদ॥
গৃহে গুরু দুরুজন; ভয়ে সভয় মন; তাহাতে অধিক শ্যামনেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর; কানুর বিচ্ছেদ ডর; সে তাপে তাপিত তুন দেহা॥
কিবা করি কিবা হয়; আপনা বুঝিল নয়; নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞানদাস কহে; মনে অনুমানিয়ে; বিষাধিক বিষম পিরীত॥ ২৬৮

ঐ—সুহই

তুহুঁক পিরীতি; তুহুঁ অন্তরে জাগয়ে; বাস করিয়ে এক পূরে।
দারুণ গুরুভয়ে; এতয়ে করাওল; জনু ভেল জলনিধি দূরে॥

সজনি ! কহ কৈছে সহয়ে পরাণে।
যা কর পিরীতি৲ জীউ সঞে বাঁটল, তা সঞে কিয়ে আন ভানে ॥
যবদিন দখিন, অখিল সুখ সম্পদ, চিরদিনে প্রেম বাউল।
অবশেষ নাম, কাম দুখদায়ক, এবে দেখি শেল সমতুল ॥
পন্থ গতাগত, হেরি চিত উনমত, কহিয়ে না পারিয়ে কাহিনী।
জ্ঞানদাস কহ, জীউ কি এত সহ, খরতর এ দিঠি আগিনী ॥ ২৬৯

ঐ—ধানশী

সহজে বরণ কাল, তিমির কাজর ভেল,
অন্তর বাহিরে সমতুল।
মরুক তোমার বোলে, কলসী বান্ধিয়া গলে,
সে ধনি মজাকু জাতিকুল ॥
বন্ধু, কানাই কহিলে বাসিবা মনে দুখ।
আর যেবা কুলবতী, কুলের মরমে মাতি,
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ ॥ ধ্রু ॥
যখন তোমার সঁয়ে, নাহি ছিল পরিচয়ে,
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি,
আঁখি তুলি সরমে না চাও ॥
যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা,
আপনে বনাইতা মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর,
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥
একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী,
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহি জানি,
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ ॥
বড় বৃক্ষছায়া হেরি, আইনু ভরসা করি,
ফুল ফল একই না গন্ধ।

সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ,
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ ॥ ২৭০

ঐ—সুহই

এক পরে আছ ইতে আন ভেল রীতি।
তনু মন জীবন এক পিরীতি ॥
কষিল কনক ভেল আন স্বভাব।
আছয়ে আলাপ দেখই নাহি পাব ॥
এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
ধিক্ ধিক্ কহইতে আছয়ে পরাণ ॥
অনিমিখ নয়নে রহত মঝু আগে।
অব দূর দরশনে কছু পুন ভাগে ॥
সে বলুঁ সুরতরু ফল দূরে গেল।
হাতক রতন কোন হরি নেল ॥
সায়র নিকট কয়ল ঘর বাস।
তকই না টুটল গুরুয়া পিয়াস ॥
চূত না মঞ্জরু সময় বসন্ত।
জ্ঞানদাস কহ কিয়ে পরিযন্ত ॥ ২৭১

ঐ—সিন্ধুড়া

হামধনী কুলবতী নারী।
জগভরি রহি গেল গারি ॥
তুহুঁ কুলে কণ্টক দেল।
মনোরথ উগি আন গেল ॥
সই কত অনুরোধব কানে।
অব কৈছে ধরব পরাণে ॥ ধ্রু ॥
হিয় মাহা ছিল বহু সাধে।
সবে সিদ্ধি ভেল পরিবাদে ॥
অনুক্ষণ লখয়ে না যায়।
তুরগহু কিয়ে না করায় ॥

কুসুম ঝলমল মকরন্দে।
কি করব অলি পরবন্ধে॥
নব যৌবন যব যাব।
জ্ঞানদাস পুনঃ কিয়ে পাব॥ ২৭২

ঐ—সিন্ধুড়া

বিবিধ বৈদগধি, ভাবিয়ে নিরবধি,
কি লাগি সোঁপি দিলুঁ কুলে।
জানিয়ে যদি হেন, মরিয়া হয়ে পুনঃ,
মো পুনি করিত সে বেলে॥
সই! এ বড়ি মরমের বেথা।
চান্দ মুখ হেরি, এ মঝু বুক ভরি,
রহিয়া না কহিল কথা॥ ধ্রু॥
সে সব পিরীতি, কি রীতি কহিতে,
নহিল এ দেহ মোর।
অন্তরে অন্তক, সে সব দুঃখ উঠে,
পতির আরতি ঘোর॥
যে দুঃখ পাই চিতে, ঘরের চরিতে,
বন্ধু গুণে প্রাণ রয়।
জ্ঞানদাস কহে, এ রস যব নহে,
তনু সে এই চিতে লয়॥ ২৭৩

ঐ—ধানশী

কেমন এক রীত, এক পরাণ চিত, তনু তিলেক না ভিন।
দোঁহে দূতী বিনু, পিরীতি বাঢ়ায়লুঁ, পর কৈছে পাএল বিন॥
সজনি! এ মোহে লাগল ধন্দ।
বিহিক চরিত, চিতে অনুমানিয়ে, কাহে কলঙ্কিত চন্দ॥ ধ্রু॥

যতয়ে পিরীতি, গোপত করি মানিয়ে, ততয়ে হোয়ে পরচার।
ঝাঁপল আগি, ধূম জনু নিকসই, অইছন প্রেম বিচার॥
দরশনে যো জন, কতয়ে আদর করু, সো অব কহ কত মন্দ।
জ্ঞানদাস কহ, জানহুঁ ঐছন, হোয়ে পিরীতি অনুবন্ধ॥ ২৭৪॥

ঐ—সুহই

বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ।
কী ফল উপচার পুঞ্জ॥
কী ফল অন্ধ সমীপ।
উজোরলুঁ রতন প্রদীপ॥
গাথলুঁ মালতী মাল।
মরমে রহি গেল শাল।
কি ফল চতুঃসম গন্ধে॥
ভূষণ বেশ সুছন্দে॥

কাহে আনলুঁ সর খীর।
তাম্বূল সুবাসিত নীর॥
কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি॥ ২৭৫

ঐ—ধানশী

তুয়া আশোয়াসে; জাগি নিশি বঞ্চলুঁ;
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃদুমন্দ বিন্দু; অধরে কৈছে লাগল;
তাহে ভেল মলিন বয়ান।

সুন্দরী! কাহে লহসি কটু বাণী॥
তোহারি চরণ ধরি; শপতি করিতে কহি;
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি॥ ধ্রু॥

তোহে বিমুখ দেখি; ঝুরয়ে যুগল আঁখি;
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে; মোহে উপেখবি;
হাম কাঁহা যায়ব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ; ভাল রিতে জানসি;
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে; দ্বিগুণ ধনি বোখয়ে;
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥ ২৭৬

ঐ—ধানশী

সখী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখি, দেখাও সে নীরজ আঁখি,
শূন্যময় হেরি ব্রজ ধাম॥
শুন শুন প্রাণসখি, মন্ত্রণা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দকুমার।
সখী কহে শুন ধনী, মোর নিবেদন বাণী,
পুনুঃ দেখা না পাইবা তার॥
শ্যামনাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে।
তাহা শুনি রাইধনি, কান্দি কান্দি বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যামকুণ্ড নীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে,
বন্ধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম অন্বেষণে চল যাব॥ ২৭৭

—০—

ঐ—শ্রীরাগ

সো হেন গোকুলপতি, কয়লি ঐছন গতি,
লাজে না তোলায়ে বয়ানে।
তুহুঁ ধনী কুবুধিনী, কোপে অচেতনি,
নাহ না হেরসি নয়ানে॥

সখি হে! হিয়া তোর কুলিশক সারে।
তোহারি ঐছন মতি, জনু ভূজগী গতি,
বিষ দেই দুধ আহারে॥ ধ্রু॥
ভাল মন্দ দুই, একুই না বুঝসি,
না শুনসি আনহিত বোল।
মানিক জানি, পানি উলটায়সি,
শূন করসি নিজ কোর॥
মনহুক বেদন, মনহি সমাপহ,
হাসি করহ শুভ দিঠে।
জ্ঞানদাস কহ; তুহুঁ কি না জানসি,
জগমাহা আন নহ মীঠে॥ ২৭৮

ঐ—শ্রীরাগ

চিরদিন না রহে কুসুমে মকরন্দ।
পহরে না পাইয়ে দূতীয়াক চান্দ॥
অহর্নিশি না রহে চন্দন রেহ।
ঐছন জানিয়ে যৌবন এহ॥
শুন শুন সুন্দরী কি বলিব আন।
গত ধন লাগি না বঞ্চহ কান॥ ধ্রু॥
জগমাহা জানয়ে অছু ভাল মন্দ।
হিংসক জন সঞে কভু নহে দন্দ॥
যাচক বুঝি যে না করয়ে দান।
ইথে বড় আছে কি ধনীন অবজান॥

নিজ মন মন্দিরে করহ বিচার।
জীবন নহ বিনু পর উপকার॥
অতত্র জানি যদি হয়ে অবধান।
জ্ঞানদাস কহ জগতে বাখান॥ ২৭৯

ঐ—ধানশী

কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ, সেবই যাকর আশে।
তো বহু বল্লভ, তোহারি পরশ বিনু, দগধল মদন হুতাশে॥
সখি হে! উলটি নেহারহ নাহ॥
চান্দ অমিয়া বিনু, চকোর না জীয়য়ে, জানি করহ নিরবাহ॥ ধ্রু॥
শ্যাম সুধাকর, নিকটহি রোয়ত, কুরু চিত কুমুদ বিকাশ।
অঞ্চল অন্তর, মান তিমির রহু, লোচন পড়ল উপাস॥
সো সুখ সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরী, হাসি কেবা আপন বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ, অলপ ভাগি, নহ, দুতিক দরশন পাই॥ ২৮০

ঐ—গান্ধার

গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি, যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ, করের কঙ্কন, মানয়ে গুরুয়া ভার॥
রামা হে! কি আর বোলসি আন।
তোহারি চরণ; শরণ সো হরি; তবহু না মিটে মান॥ ধ্রু॥
কালিয় দমন; করল যে জন; পদযুগ পর হারে।
এবে সে ভুজঙ্গ; ভরমে ভুলল; হৃদয়ে না ধরে হারে॥
সহজে চাতক; না ছাড়য়ে ব্রত; না বৈসে নদীর ন তীরে।
নব জলধর; বরিখন বিনু; না পিয়ে তাহার নীরে॥
যদি দৈব দোষে; অধিক পিয়াসে; পিয়য়ে হেরিয়া থোর।
জ্ঞানদাস কহ; নাম সোঙরিয়া; গলে শতগুণ লোর॥ ২৮১

—•—

ঐ—তথারাগ

দোতিক কর ধরি করু পরিহার।
কহইতে নয়নে গলয়ে জলধার॥
বাউর সম কত করু পরলাপ।
শত গুণাধিক মনে মনসিজ তাপ॥
'রা' 'রা' 'ধা' ধরি আখর এক।
গদ গদ কণ্ঠ না হয়ে পরতেক॥
মানিনি মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনি ঠাম॥
পুনঃ ফেরি আওত সহচরি সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ॥
কত পরবোধি কয়ল সখি থির।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথীর॥ ২৮২

ঐ—ভাটিয়ারী

ও চাঁদমুখের; মধুর হাসনি; সদাই মরমে জাগে।
মুখ তুলি যদি; ফিরিয়া না চাহ; আমার শপথি লাগে॥
রামা হে! ক্ষম অপরাধ মোর।
মদন বেদন; না যায় সহন; শরণ লইলুঁ তোর॥ ধ্রু॥
তোমার অঙ্গের; পরশে আমার; চিরজীবি হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ; সকলি আমার; করের মোহন বেনু।
দেহ গেহ সার; সকলি আমার; তুমি সে নয়ান তারা।
তিল আধ আমি; তোমা না দেখিলে; সব বাসি আন্ধিয়ারা॥
এত পরিহার; করিয়ে তোমারে; মনে না ভাবিহ আন।
কবজ লিখিয়া; লেহ যে আমার; দাস করি অভিমান॥
জ্ঞানদাস কহে; শুনহ সুন্দরী; এ কোন ভাব যুগতি।
কানু সে কাতর; সদয় হইয়া; কেন না কর প্রতীতি॥ ২৮৩

—০—

ঐ—শ্রীরাগ

ভুবনে আছয়ে যত বৈদগধি সারে।
উপরে কনয়া কাঁতি অমিয়া অন্তরে॥
রাই হাসিয়া বোলাও।
পাঁচ শরে জর জর জনেরে বাঁচাও॥
প্রতি অঙ্গে পড়ে কত রসের হিলোলি।
পরশিতে চিতে করো পায়ের অঙ্গুলি॥
অধর অরুণ ছবি বান্ধলি সোহাগে।
মন মধুকর সদা উড়ে অনুরাগে॥
নয়ন অঞ্চলে দোলে হিয়ার পুতলী।
মুখছান্দে চান্দ কান্দে পাতয়ে অঞ্জলি॥
সিঁথের সিন্দুর হেরি দিনমণি ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেনে নিঠুরে॥
জ্ঞানদাস কহে, ইথে করিয়ে বিনতি।
কানু কাতর রাই বান্ধহ পিরীতি॥ ২৮৪

ঐ—কেদার

তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
প্রতি অঙ্গ অখিল অনঙ্গ সুখনিধি।
না জানি কি লাগি পরশন না দেয় বিধি॥
রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিএ এত দুঃখ॥ ধ্রু॥
অলপ অধিক সঙ্গে হয় বহুমূল।
কাঞ্চনের সনে কাঁচ মরকত তুল॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ জনা।
দুরদিনে হয় যদি চাঁদে হরে জোনা॥
এত ধনে ধনী যেহ কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস বলে কেবা জানে কায়মন॥ ২৮৫

ঐ—সুহই

জনম জনম হাম, তুয়া আরাধন বিনু, আর নাহিক অভিলাষে।
তুহুঁ মনে জানহ, হাম তুয়া কিঙ্কর, তবহুঁ না মুঞ্চ হে রোষে॥
মানিনী! যামিনী ভেল অবসাদে।
তুয়া পদ কমল, বিমল বরদাতা, কি দেখি না হয়ে পরসাদে॥
রূপ গুণ তুয়া, বিহি নিরমাওল, আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক লোর, থোর না হেরসি, এ মোহে কমন অভাগে॥
অনুনক করইতে, শ্রবণে না শুনসি, লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ, কৈছে বিছুরহ, পূরব পিরীতি রস আশ॥ ২৮৬

ঐ—বিভাষ

কতনা লাবণ্য সাজায়া অঙ্গ।
বিধি নিরমিল রস তরঙ্গ॥
একটি বচন অমিয় কিয়ে।
শুনি উলসিত আকুল হিয়ে॥
রাধে লো নিজ মরম কই।
তোমা বিনু আর কাহারো নই॥ ধ্রু॥
পরাণ পুতলি রসের ওর।
ঘর সরবস সম্পদ মোর॥
কনক কুসুম গঠিত দেহ।
জীবনে জড়িত তোমার লেহ॥
নিন্দে চিয়াইয়া চৌদিকে চাই।
ছায়া নিরখিয়ে পরাণ পাই॥
জ্ঞানদাস চিতে এ অনুমান।
রাধা কানু তুহুঁ এক পরাণ॥ ২৮৭

—০—

ঐ—ধানশী

রস পরথাইতে, আন আতঙ্কয়ে, অতিশয় আরত মাহা।
আপন মান ধনি, মনহি মেটাওল, না করল কছু নিরবাহা॥
শ্যাম সুনায়র, নায়রী চতুরা, দৈবে করাওল সঙ্গ।
গাহক আদরে, কৃপণ দান পড়ু, না পূরয়ে মনোভাব রঙ্গ॥ ধ্রু॥
পহিরণ রাস, যব উদঘাটয়ে, ঝাঁপয়ে দিবি সন্ধানে।
মন্দ হাস৹ মধুরাধর হেরইতে, হানয়ে মনমথ বাণে॥
সরম নিবেদন, পান্থজন জনু, বোলইতে বাসক আশে।
কানু সকাতর, রাই অনাদর, জ্ঞানদাস রস ভাষে॥ ২৮৮

ঐ—ধানশী

অনতয়ে মাধব অনতয়ে রাই।
ধনী মুখ বঙ্কিম তবহুঁ না যাই॥
ঐছন সময়ে হাম মন্দিরে গেল।
হেরি যেন বাজল নিরদয় শেল॥
শুন শুনরে সখি কানুক রীত।
শুনি অবহেলব ঐছে পিরীত॥ ধ্রু॥
পিয়া অনুযোগল যৈছন আছ।
রাই পর রোখল উনাহিক পাছ॥
তুয় মন জানি সোঁপলুঁ তুয় হাথে।
দূর দুরদিন কিয়ে ভেল পরভাতে॥
করজোড়ে হাসি বিনয় যব কান।
রাই নিশাসি উরই সজল নয়ান॥
রোখল মনমথ তব দিন জানি।
জ্ঞানদাস কহ শুনহ সজনি॥ ২৮০

ঐ—বেলোয়ার

এবে নবকুঞ্জ কুসুম অতি মনোহর।
ভ্রমরা ভ্রমরিগণ গাওয়ে রসাল॥

রতনক দীপ নীপ পর হিমকর।
মদন দেবি মোহন ব্রজ লাল।
বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান
নটন বিলাস উলাস পুলক তনু,
এক শকতি দুই একই পরাণ ॥ ধ্রু ॥
বাজত বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিনি,
শ্যাম বামে রহু গোরি কিশোরী।
দুহু ভুজে দুহুঁক কান্ধ পর শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরি।
মৃদু মধুর স্মিত মিলিত দৃগঞ্চল ,
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখসাগরে শূতল,
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান ॥ ২৯০

ঐ—কানাড়া

খেনে তিরিভঙ্গ অঙ্গ নিজ হেরত, ক্ষেনে রমণীগণ অঙ্গহি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত খেনে চলত মনোহর, উপজায়ত কত মদন তরঙ্গ ॥
নকুঞ্জে নওল কিশোর।
রাধাবদন সুধাকর সুন্দর, চন্দাবলী মুখচন্দ্র চকোর ॥ ধ্রু ॥
শ্যাম নটেন্দ্র কোটি ইন্দু সুশীতল, ব্রজ রমণ সনে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস সম্ভাষই ঘন ঘন, লীলা লহু লহু গীম দোলায়।
উহ রসময়ী ইহ রসিক শিরোমণি, নয়নে নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে দুহুঁ তনু ভিন্নু নহেঁ অপরুপ ঐছন পিরীতি নিবন্ধ ॥
২৯১

ঐ—ধানশী

পহিলে প্যায়ী, পদুমিনী ধরু, কঙ্কনে তালমান।
কৈছে নাচলি, নাচহ এত, মুরলীতে নহে গান॥

বিনোদ ময়ূর, মাথাটি লইয়া, শিরপরে নহে বাঁধা।
কদম্ব তলায়, ত্রিভঙ্গ হইয়া, পায়ে পায়ে নহে ছান্দা॥
পরের রমণী, ঘাটে মাঠে পায়্যা, দান সাধা এত য়হে।
কঙ্কন তালে, তাল মিলাইয়া, নাচিতে পারিলে হয়ে॥
বয়ানে হাস, মধুর ভাষ, বোলত সব সখি।
জ্ঞানদাস বলে, কঙ্কন তালে, একবার নাচ দেখি॥ ২৯২

ঐ—বসন্ত

চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়।
চূয়া চন্দন গোরী দেয় শ্যাম গায়॥
হে দেহে শ্যাম নাগর হারিলে হে।
আহিরী রমণী সনে নারিলে হে। ধ্রু॥
ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়॥
আনন্দে বিশাখা সঙ্গে মৃদঙ্গ বাজায়॥
রঙ্গ ভরে রঙ্গদেবী শ্যামেরে শুধায়।
আবার খেলিবা হোরি গোপিকা সভায়॥
সুদেবী সরস আঁখি নাগরে বুঝায়।
জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লুটায়॥ ২৯৩

ঐ—তথারাগ

সব নব নাগরি, বররসে আগরি, রসভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে, অঙ্গ টলমল করে, হেরইতে কত মনোহারী॥
তুহুঁক তুলহ তুহুঁ, দরশনে পহিলহি, আধ নয়ন অরবিন্দ।
তুহুঁ তনু পুলকিত, ঈষদবলোকিত, বাড়ল কতই আনন্দ॥
পহি লহি হাস, সম্ভাষ মধুর দিঠে, পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলি কলা কত, তুহুঁ রসে উনমত, ভাবে ভরল তুহুঁ অঙ্গ॥
নয়নে নয়ান, ঢুলাঢুলি উরে উরে, অধরে অমিয়া রস নেল।
রাস বিলাস; শ্বাস বহ ঘন ঘন; ঘামে তিলক বহি গেল॥

বিগলিত কেশ, কুসুম শিখিচন্দ্রক, বেশ ভূষণ ভেল আন।
তুহুঁক মনোরথ, পরিপূরিত ভেল, তুহু ভেল অভেদ পরাণ॥
ধনি বৃন্দাবন, ধনি রঙ্গিনীগণ, ধনি রাস রসময় কান।
ধনি ধনি সরস, কলারস ঋতুগতি, জ্ঞানদাস গুণ গান॥ ২৯৪

ঐ—শ্রীরাগ

কনকাচল যব; ছায়া ছোড়ল; হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিন ফলে দিনকর; শীত না নিবারল; হাম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি! এহো না বুঝিয়ে বিচারে॥
ধনকা আরতি নাহি; ধনপতি পূরল; জনম ভরল দুখ ভারে॥ ধ্রু॥
জনমে জনমে; হরগৌরী আরাধলুঁ; শিব ভেল শকতি বিভোর।
কাম ধেনু কত; কৌতুকে পূজলুঁ; না পূরল মনোরথ মোর॥
অমিয়া সরোবরে; সাধে সিনাওল; সঙ্কট পড়ল পরাণে।
বিহি বিপরীত ভেল; ঐছন হোয়ল; জ্ঞানদাস চিতে অনুমানে॥ ২৯৫

ঐ—সিন্ধুড়া

জলধর অম্বর; ছায়ল রে; পাউষ ঋতু পরবেশ।
হেরি হেরি হিয়া; ডাওরায়ল রে; নাহ নাহিক নিজ বেশ॥
কি মোহে ধরল দূর ভানে।
জানলোঁ বিহি ভেল বামে॥
হাম সে কুমুদিনী; পিয়া সে শশধর; এ মোহে আছল অভিলাষে।
অতত্র বিচারি; হাম জীউ রাখব; কবহুঁ করব পরকাশে॥
জীউক পিরীতি নিরাশ।
জীবইতে না তেজব আশ॥
জগমাহা জলে জনু এক।
জ্ঞানদাস কহ পরতেখ॥ ১৯৬

—•—

ঐ—তথারাগ

পহু নেহারিতে; নয়ন আন্ধায়ল; দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি; মাস বরিখ গেও; বরিখে বরখ কত ভেল॥
মাধব! কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি; দিবস গোঙাইতে; জীবন ভেল অতি ভার॥
আওব করি করি; কত পর বোধব; অব জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ; অচেতন চেতন; নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত তুয়া; চপল বচনে আর; কোই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব; জনম গোঙায়ব; তব কি করব জ্ঞানদাস॥ ২৯৭

ঐ—শ্রীরাগ

যব মোহে দেখিলুঁ সোই মোর প্রাণনাথ।
সমুখে দাঁড়াঞা আছে জোড় করি হাথ॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করব কোথা যাব কি উপায় করি॥
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলুঁ।
আপন করম দোষে আপনি মরিলুঁ॥
যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥ ২৯৮

অন্যান্য গ্রন্থ ধৃত

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন মহোৎসব পিককুল রাব॥

দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহু শিখর কোর॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজন হীত॥
সরবর সরসিজ শ্যামর লেহা
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥ ২৯৯

ঐ—

কি কহব মাধব বুঝই ন পারি।
কিয়ে ধনী কলা কিয়ে বরনারী॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব॥
আধ আধ চাহি যাই পথ আধা।
রস পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুইজনে পথে একু মিলি।
সো আন জন সঞে করু আন খেলি॥
যব কিছু পুছিয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশে হাসি পশি যাব॥
ঐছন রমণী দৈব দিল সঙ্গ।
আনে উদগীম চাহি দিল ভঙ্গ॥
বালা সে লাজ বশ হামারিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ॥ ৩০০

—কেদার

মুরলী শিখিবে রাধে, শিখাব মনের সাধে,
যেবা বোল বলি শুন ধনি।
ছাড়ই নারীর বেশ, উভ করি বান্ধ কেশ,
বামে চূড়া করহ টালনী॥

ঘুচাহ সিন্দুর ঘটা, পরহ বিনোদ ফোঁটা,
দূরে রাখ নাসার বেসরে।
কাঁচলি ঘুচায়া ফেল, মৃগমদে হস্ত কাল,
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে ॥
লেহ মোর পীতধড়া, পর আঁটি কটি বেড়া,
আঙ্গুলী লোলায়্যা শিখাইব।
তুয়া নাম গুণ রাই, যে রন্ধ্রে সদাই গাই,
একে একে জানাইয়া দিব ॥
গৌর অঙ্গুলী তোর, সোনাবান্ধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা, পাচনীতে দের ঠেকা,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে ॥
রাই কহে বনমালী, চূড়া বান্ধ উভ করি,
আপনার বন্ধন সমান।
বাঁশী দিয়া মোর হাত, জানাইয়া দেহ নাথ,
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি কর গান ॥
এলায়া কবরী ছান্দ, চূড়া বান্ধে শ্যাম চান্দ,
রাই অঙ্গ করে ঝলমল।
কহিছে গেয়ান দাসে, বাঁশী শিখিবে বঁধু পাশে,
মুরলী ধরিয়া করতলে ॥ ৩০১

ঐ—

নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদভূত রঙ্গ।
দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দুঁহেই ত্রিভঙ্গ ॥
রাই শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়।
একো বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায় ॥
রাই ভেদ বিনোদ মুরলী শ্রুতিধর।
অঙ্গুলী লোলায় ভেদ জানাইছে নাগর ॥

শ্যাম কহে বাজাও দেখি রাই।
যে নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই॥ ধ্রু॥
নিজ নাম রাই বাঁশী পূরিল অধরে।
শ্যাম নাম ডাকিছে আপন বামাস্বরে॥
রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমার বাঁশী কেমন অনুপাম॥
নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশী পূরে আধা।
নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা॥
ফিরিয়া আন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী রাধাগুণ গায়॥
রাই কহে এক রন্ধ্রে দুঁহে দিব ফুক।
না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেই রাধাকানু।
রাধাশ্যাম দুটি নাম বাজে ভিনু ভিনু॥
রসের হিলোল উঠে দুহাকার গানে।
মোহিল সভার মন মুরলীর তানে॥
গান শুনি শারি শুক কোকিল আনন্দ।
তরুলতা কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ॥
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি অগোচরী।
লীলায় বিহরে দোঁহে কিশোর কিশোরী॥ ৩০২

ঐ—ধানশী

মুরলী শিখিলে রাধে গাও দেখি শুনি।
নানা রাগ আলাপনে মিলায়ে রাগিণী॥
হাসি হাসি বিনোদিনী বাঁশী নিল করে।
প্রণাম করিয়া শ্যামে বাজয়ে অধরে॥
শ্যাম নট নাগর তাহে নাগরী মিশালে।
সুখময় শ্যামরায় বলে ভালে ভালে॥

ময়ুর মঙ্গল আর গাওত পাহিড়া।
সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া॥
রাগ রাগিণী শুনি মোহিত নাগর।
শুনিয়া দিলেন তারে হার মনোহর॥
জ্ঞানদাস কহে রাই এখনি শিখিলা।
ভুবন মোহিনী রাধে বাঁশী বাজাইলা॥ ৩০৩

ঐ—

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাই বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে 'রাধা' বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ুরিণী॥
কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এক কালে।
কোন রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥
কোন রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
'রাধা' 'রাধা' বলি মোর বাজিবেক বাঁশী॥ ৩০৪

ঐ—

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই।
সোনার বরণে বাঁশী কভু বাজে নাই॥
সোনার বরণ রাই হও দেখি কাল।
পীতধড়া পরহ কাঁচলী টানি ফেল॥

সোনার বরণ আমি কাল হৈতে পারি।
তোমার সমান ত নিলাজ হৈতে নারী॥
তুমি যেমন চূড়া তেমন বাঁশীতে কয়।
অবিরত রমণী মণ্ডলে লাজ হয়॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞানদাসের মনে রহল জাগিয়া॥ ৩০৫

ঐ—

সখি! আজি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে, আওব তুরিতে, রূপালি কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে, বসন উড়িছে, পুলক যৌবন ভার।
বাম আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়, কাক কোলাহলি, আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, কথা শুধাইতে, উড়িয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল, খসিয়া পড়িছে, দেবের মাথার ফুল।
জ্ঞানদাস কহে, সব ভেল শুভ, বিহি ভেল অনুকূল॥ ৩০৬

ঐ—

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ, কে দিলে ময়ূর পুচ্ছ,
ভালে সে রমণী মনোলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা, ইন্দ্রের ধনুক খানি,
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী মালে, গাঁথনি গাঁথিয়া ভালে,
কে বা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি, বহিতেছে সুরধুনী,
নীল গিরি শিখর ঘেরিয়া॥
কালার কপালে চাঁদ, চন্দনের ঝিকিমিকি,
কে বা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।

রজতের পত্রে কেবা, কালিন্দী পূজিলে গো,
জবা কুসুম তাহে দিয়া ॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার, অঙ্গেতে দিয়াছে গো
কালিন্দী পূজিল কর বীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে ॥ ৩০৭

ঐ—

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননেতে ধাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইলাম আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
তুহুঁ চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাস গান। ৩০৮

ঐ—

দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ ধ্রু ॥
বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ুরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥

মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহকর্ম্ম করিতে আলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥ ৩০৯

ঐ—

বঁধু! তোমার গরবে, গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয়, ও ছুটি চরণ, সদা নিয়ে রাখি বুকে॥
আনের আছয়ে, অনেক জনা, আমারি কেবল তুমি॥
আমার পরাণ হৈতে, শত শত গুণে, প্রিয়তম করি মানি।
বঁধু! শিশুকাল হৈতে, মায়ের সোহাগে, সোহাগিণী বড় আমি।
সখীগণ মানে, জীবন অধিক, পরাণ বঁধুয়া তুমি॥
আমার নয়ন অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, তুমি সে কলিয়া চাঁদা।
জ্ঞানদাস কহে, কালিয়া পিরীতি, আমার অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥
৩১০

ঐ—বসন্ত

নিধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ বনিতা ফাগু দেই শ্যামরঙ্গে॥

কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥

ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥

ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল চরণে॥

রাঙ্গা ময়ুর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গামধু খায়॥

রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥ ৩১১

ঐ—পদরত্ন মালা—৪৪ পদ

এ তোর কলিকা, চাঁদের কলিনা, দেখিয়া জুড়ায় আঁখি।
হেন মনে লয়, সদাই হৃদয়ে, পসরা করিয়া রাখি॥
শুন! বৃষভানু প্রিয়ে।
কি হেন করিয়া, কোলেতে রেখেছ, এ হেন সোনার ঝিয়ে॥ ধ্রু॥
তড়িত জিনিয়া, বদন সুন্দর, মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক, আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিচক্ষণ, তুলনা দিব বা কিয়ে।
মহাপুরুষের, প্রিয়সী হইবে, সঙরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া, দুঃখ না ভাবিহ, ইহেঁ উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কহে, শুনেছি কমলা, ইহার অংশের অংশ॥ ৩১২

ঐ—১২৯ পদ

কি রূপ হেরিনু কালিন্দী কুলে।
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে॥
অচলা চপলা সহিত তায়।
মৃগাঙ্ক রহিত শশাঙ্ক উদয়॥
নাচিছে ময়ুর জলদোপরি।
অলিকুল সব চাঁদকে ঘিরি॥
বিকচ সরোজ মিলিত বিধু।
মেঘের গরজে অদৃত মধু॥
আরও অপরূপ কহিতে নারি।
যথায় মেঘ তথায় না বহে বারি॥

হৃদি মাঝে মেঘ প্রবেশ করি।
নয়নের পথে বরিখে বারি॥
মোর মনে হয় বিজুরী হইয়া।
জড়িয়া রহিগে ও মেঘে যাঞা॥
জ্ঞানদাস কহে নহেত আন।
যে কহিলে ধনি ঐত প্রমাণ॥ ৩১৩

ঐ—১৭৬ পদ—মোহিনী

চিকন কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গারিয়া, মুখ খানি মাজিয়াছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥
অধরের চুটি কুল, জিনিয়া বান্ধুলী ফুল,
হাসি খানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে;
জাতি কুল মজাইল তায়॥
ভরুযুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুল মণ্ডিত চুটি আঁখি।
অরুণ নয়ান কোণে, চাঞা ছিল আমা পানে,
সেই হইতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাট হৈতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধই সে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥ ৩১৪

ঐ—২০৩ পদ

শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥

সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুল মালা গুঞ্জয়ে ভ্রমরী॥
নাসায় বেশর দোলে মুকুতা হিলোল।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেম বিলাসিনী রাই কানু মনোলোভা॥
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে আর পড়ে মূরছিয়া॥
রঝব থমক বীণা স্থমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে শ্যাম জয় দিয়া॥
নূপুরের রুনু ঝনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই আইল পারা॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিকে চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যামরায়॥
শ্যাম কোরে মিলন রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসে মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥ ৩১৫

ঐ—৩৬৭ পজ—ধানসী

সুন্দরী! শুনিয়া না শুনে মোর বাণী।
না জানে কানাই এ পথের দানী॥
সিঁথায় সিন্দুর তোমার নয়নে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচুলী গলে গজমতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করেতে কঙ্কন আর কটিতে কিঙ্কিনী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥

রঙ্গন আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানির ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী সমাজে॥

জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টাটপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা॥ ৩১৬

ঐ—৩৬৮ পদ

শুন শুন ওহে, সুজন কানাই, তুমি যে নূতন দানী।
বিকি কিনির দান, গোরস মানিয়া, বেশের দান কভু নাহি শুনি॥
সিঁথায় সিন্দুর, নয়নে কাজর, রঙ্গন আলতা পায়।
বিকি কিনির ধন, নারীর যৌবন, ইথে কার কিবা হায়॥
মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী, যদি কেহ নাহি পরে।
যদি দানের এ গতি, তুমি ত গোকুলপতি, দান সাধহ ঘরে ঘরে॥
চলিতে না জানি, কহিতে না জানি, তোমারে কেন বা বাজে।
জ্ঞানদাস কহে, কেমনে জানিব, পরের মনের কাজে॥ ৩১৭

ঐ—৩৭১ পদ—ভাটিয়ারী

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে, এ পথে কণ্টক আছে,
তবে ঘরের না হইতাম বাহির॥
ঘর হৈতে বাহির হৈতে, ও চাল ঠেকিল মাথে,
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে,
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায়, এক লয় আর চায়,
না পাইলে করয়ে বিবাদ।

দান নিবার বোল নেয়, বাদ দিবার বোল দেয়,
একি কলঙ্কের পরমাদ ॥
মণি আভরণ ছিল, ডরে ভয়ে সব দিল,
তবু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোনারাঁগাছ, দানীতে না ছাড়ে কাছ,
ডালে মূলে নিব উপাড়িয়া ॥
ঘরে বৈরী ননদিনী, পথে বৈরী মহাদানী,
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ, যমুনায় দিব ঝাঁপ,
না রাখিব এ ছার জীবন ॥
অবলা বলিয়া গায়, বলে হাত দিতে চায়,
পসারিয়া আইসে তুটি বাহু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
চান্দে যেন গরাসে রাহু ॥ ৩১৮

ঐ—৩৮১ পদ—বরাড়ী

বান্ধিয়া চিকন চূড়া, বনফুল তাহে বেড়া,
গুঞ্জা মালা তাহে বনি সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ, আপনা নাহিক দেখ,
বড় হেন বাসহ আপনা ॥
ওহে কানাই! বিষয় পাইয়া হৈলে ভোরা।
আঁখি মটকিয়া হাস, আপনা কেমন বাস,
আন হেন নাহি যে আমরা ॥
গানের গরবে তুমি, চলিতে না পার জানি,
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজ ভয় নাহি মান, কংস দরবার জান,
দেখি কেনে নহ এক পাশ ॥

চতুরে চাতুরী কত, আর নহ অবিরত,
কাঁচ কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহে, হিয়ার করিয়া লহ,
কাঁচ নহে কষটি পাষাণ॥ ৩১৯

ঐ—৩৯৩ পদ

দধি ঘৃত পসরা; লেই সব রঙ্গিজ; আওল কালিন্দী তীরে।
যমুনা তরঙ্গ; রঙ্গ হেরি আকুল; পরশ না পায়ই নীরে॥
প্রাবিট সময়ে; উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন; গরজন দুকুল পাথার।
ঐছন হেরি; কহই সব কামিনী; কৈছন হোয়ব পার॥
মুখরা সঞে ধনী; রমণী শিরোমণি; বদন পাণিতলে লাই।
হেরি নাগর বর; হরষিত অন্তর; তরণী লই লহু যাই॥
কর্ণধার বর; চড়িয়া তরণী পর; আওল রাইক পাশ।
চল সব পারে; উতারব এ ধনি; কিছু নাহি ভাব তরাসে॥
এত কহি সবহু, বরজ কুল কামিনী; তরণী উপর সব গেল।
জ্ঞানদাস ভন; লেই রমণীগণ; গহন পানি মাহা গেল॥ ৩২০

ঐ—৪০২ পদ

সবহু সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিনী রসবতী রাই॥
মানস সুরধুনী দুকুল পাথার।
কৈছন সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তাহি জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলিল সেই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান।
চড় সবে পার উতারব হাম॥

শুনি সুবদনী ধনি হরষিত ভেলি।
চড়ল তরণী পর সহচরী মেলি॥
নৌতন নাবিক কিছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী লেই করিল পয়ান॥
টুটল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানী কহে কবি জ্ঞানদাস॥ ৩২১

ঐ—৪০৩ পদ—ভাটিয়ারী

মানস গঙ্গার জল; ঘর করে কল কল;
দুকুল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ; পবনে বাড়িল বেগ;
তরণী রাখিতে নারে কেউ॥
দেখ সখি! নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কাম; বাহিবার সন্ধান;
জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥
ন্যায়ার নাহিক ভয়; হাসিয়া কথাটি কয়;
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে; এ জ্বালা সহিবে কে;
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥
অকাজে দিবস বোল; নৌকা নাহি পার হৈল;
পরাণ হইল পরমাণ।
জ্ঞানদাস কহে সখি; থির হৈয়া থাক দেখি;
এমন না ভাবিহ বিষাদ॥ ৩২২

ঐ—৪০৫ পদ—মল্লার

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়ে এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
ন্যায়ার গলার মালা মোর গলে দিল॥

যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা কোলে করি নিল॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসে পরমাদ॥ ৩২৩

ঐ—৪০৬ পদ

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বলহ চলে॥
নায়্যা হৈয়ে চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পারে নেও নূতন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নায়্যা বড় রসরাজ॥ ৩২৩

সং—৬ | ২ পদ—ধানসী

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া, ঘরে আসি বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, ধেয়ায় শ্যামরূপখানি॥
হেন বোলে তথা, আইল ললিতা, রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, বেথিত হইয়া, তুলিয়া লইল কোলে॥
আজনম সুখে, হাসি বিনু মুখে, কভু না শুনয়ে বাণী।
আজু কেন হেন, কান্দিয়া বিমন, কি হেতু ইহার শুনি॥
বাম করমূল, ধরিয়া কপোল, মহাযোগিণীর পারা।
ও দুটি নয়ন, ঝরয়ে যেমন, শাওন মাসের ধারা॥
এ চির চিকুর, কিছু না সম্বর, ভাবে হল্যে অগেয়ান।
জ্ঞানদাস বলে, মরমে বিন্ধিলে, কালার নয়ান বাণ॥ ৩২৫

ঐ—৮। ৪ পদ—কামোদ

রূপ দেখি আঁখি ভিল, আধ পালটিতে নারি,
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরশে দেই, পরশ সুখ সম্পদ,
শ্যামর সহজ স্ব-ভাবে॥
সজনি! পিরীতি আরতি বরদাতা।
প্রতি অঙ্গে অখিল, অনঙ্গ সুখ সায়র,
নায়র নিরমিল ধাতা॥
লীলা লাবনি, অবনী অলঙ্কুরু,
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহুঁ অবলোকনে, কত কুল কামিনী,
শূতল মনসিজ-শয়নে॥
অলখিতে হৃদয়, অন্তর অপহর,
বিছুরল না হয়ে স্বপনে।
জ্ঞানদাস কহে, তব ঐছন হয়ে,
যব হয়ে তনু তনু মিলনে॥ ৩২৬

ঐ—৮। ৭ পদ—গান্ধার

চিকন চিকন রে চিকন কালা দে।
এক অঙ্গের লাবণ্য কহিতে পারে কে॥
নিরবধি তনু মোর আবেশ না ছাড়ে।
যতই দেখিয়ে তত আরতি বাঢ়ে॥
কি কহিব রে শ্যামরূপের মাধুরী।
রূপের নিছনি লইয়া মরি মরি মরি॥
চরণ কমল শোভা কি কহিব জ্ঞানদাস।
ভকত জনের মন পুরাইতে আশ॥ ৩২৭

—•—

জ্ঞানদাসের পদাবলী—বরাড়ী

তরু অবলম্বন কে।

হৃদয় নিহিত, মণিমালা বিরাজিত,

সুন্দর শ্যামের দে॥ ধ্রু॥

নব কুবলয় দেল, কিয়ে অতসী ফুল,

নীল মুকুর মণি আভা।

কিয়ে দলিতা জনে, কিয়ে নরঘন,

বরণে তা পায়হ শোভা॥

কুসুমিত চিকুর, বলিত বর বরিহা,

চাঁদ বিরাজিত ভালে।

আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক,

চাঁদ উয়ল বনমালে।

কোটি ইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর,

অধরে মুরলী রসাল।

জ্ঞানদাস চিত, ও রূপ অবিরত,

ভাবিতে যাও মোর কাল॥ ৩২৮

ঐ—সুহই

সই লো! এ বড় বিনোদিয়া কান।

কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী,

ছাড়ল কুল অভিমান॥ ধ্রু॥

কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলি মণ্ডল,

কাম কামান ভুরুভঙ্গী।

মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলেখন,

যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥

পীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝল মল,

উরে দোয়ত বনমাল।

জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ,

বিজুরী তরুণ তমাল। ৩২৯

ঐ—সুহই

নন্দের বাড়ী; তমাল গাছি; কনয় লতায় বেড়া।

● * *

কালা কলেবর; পীত বসন; গৌর কলেবর নীরে।
কনক অষ্টদলে; অমিয়া সাগর; ভাসল মত্ত অলিকুলে॥
একশিরে শোভে; মেঘের মালা; আর শিরে ইন্দ্রধনু।
এক কপোলে; শশধর শোভিত; আর কপোলে শোভে ভানু॥
এক মুখে; অমিয়া বরিখে; আর মুখে বায় বেণু।
জ্ঞানদাসের মন; অনুখন ভাবহ; রাধার পরাণ কানু॥ ৩৩০

ঐ—ধানশী

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল।
বনফুল মালে কুন্তল বাঁধে ভাল॥
অরুণ বরণ ধটি কটি বাঁধনি।
যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাঁচনি।
প্রবাল মুকুতা গুঞ্জে গলে ঝল মল।
হেলায় তুলিছে কানে মকর কুণ্ডল॥
সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূলা।
উরোপর তুলিছে বনফুল মালা॥
নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনুঝুনু শুনি। ৩৩১

ঐ——ধানসী

আরক্ত গৌরকান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম॥
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পাত্র।
সুললি লসিত সুন্দর সর্ব্ব গাত্র॥

কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার।
দিগবিদিগ নাই আনন্দ অপার॥
কুন্তরে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম॥
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিনী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেমমণি॥
শ্রবণে সোনার কুড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালা অলি ভ্রমিছে গুঞ্জরী॥
বাম করে মূরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফল শোভে তার গায়॥ ৩৩২

ঐ—ধানশী

স্তোককৃষ্ণ গোপালজী শ্যামবরণ।
হরিত বরণ তার পিঙ্গল বসন॥
দ্বিরদ-শাবকগতি বিক্রম বিশাল।
গীম দোলনে দোলেগলে বনমাল॥
কৃষ্ণক্রীড়া আমোদ তনু উলসিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥ ৩৩৩

ঐ—ধানশী

কলধৌত বরণ সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়া অতি নয়ন বিশাল॥
কনক বরণ ধটি কটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘণ্টা সারি তাহে বাজে রনুরণ॥
চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে।
বেড়িয়া টালনী তাহে নব গুঞ্জা মালে॥

সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥
উরোপর দোলে দোলা তুলসীর দাম।
ভুবন মোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করতে মূরলী ধরে কনক রচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূরিত॥ ৩৩৪

ঐ—ধানশী

অতি অপরূপ শ্যামকান্তি বিকশিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমান।
কজ্জল বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দীর্ঘ নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখি মূরছে কত কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুমকুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর॥
বাম করে মুরলী ডাহিনে পাচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥
উরপর দোলে কিবা নব গুঞ্জামাল।
কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুনু রুনু বাজে পায় সোনার নূপুর॥ ৩৩৫॥

ঐ—ধানশী

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুলদাম॥

ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুল রাগ॥
উপরে তুলিছে ফুল অঙ্গে ফুলডাল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মানিক্য রতন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছাঁদ।
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিল্লোলে তার দোলে কলেবর॥ ৩৩৬॥

ঐ—ধানশী

নীলপদ্ম কান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল।
পরিধান পিঙল বসন দেখি ভাল॥
ডাহিনে টালনি ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতী জাতি যুথি থর থর॥
গোরোচনা তিলক অলকাপাঁতি কোলে।
রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপালে॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংশে।
পক্ক বিম্ব অধর গাইছে মৃদুবংশে॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে টল মল।
উরপরে দোলে মাল নব গুঞ্জা ফল॥ ৩৩৭

ঐ—ধানশী

অতসী সম আভা অর্জ্জুন গোপাল।
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥
ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুনুঝুনু গান॥

বীণা বেণু আর হাতে কাচনী পাঁচনী।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি॥
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে অধিক প্রীতি যে তাঁহার॥ ৩৩৮॥

ঐ—ধানশী

দেবদত্ত গোপাল যে দূর্ব্বাদল শ্যাম।
অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম॥
রঙ্গিম পাগড়ী পেঁচ উড়িছে পবনে।
নব কিশলয় তাঁর দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ূর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।
রুনুঝুনু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥
ধরায় মূরলী করে কনক পাঁচনী।
বনফুল মালায় ধূসর তনুখানি॥ ৩৩৯

ঐ—ধানশী

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তার গলে বনমাল॥
কনক বরণ ধটি কটির আটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি॥
বিনোদ পাগড়ী মাথে তাহে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ লোভা॥
সুগন্ধির ছটার ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটি কানে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার;
গলায় দুলিছে গজ-মুকুতার হার॥

অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী।
সর্ব্ব অঙ্গে বিভাসিত গোক্ষুরের ধূলী॥ ৩৪০

ঐ ধানশী

বরুপথ গোপাল যে অতি সে মনোহর।
সিন্দুর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥
ধবল বসন পরে গলে বনমাল।
অরুণ বরণ দুটি নয়ন বিশাল।
ভুবন মোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ।
হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥
বিনোদ পাগড়ী প্যাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকি ঝিকি করে দুটি শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়ে যায় বাম করে বাঁশী।
আধ আধ বচনে কহিছে মৃদু হাসি॥ ৩৪১

ঐ—ধানশী

নন্দক গোপাল যেন দূর্ব্বাদল শ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মধুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে।
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥
বিনোদ চূড়াটি তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ লতা॥
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে মূল আলা।
উরপর দুলিছে বনজ ফুলমালা॥
কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুনুঝুনু শুনি॥ ৩৪২

ঐ—ধানশী

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে।
অবিরত ধায় কত লাবণ্য বিভঙ্গে॥
বিশালা বিষয়ে দোঁহে সমান বয়েস।
ধূমল ধূসর বর্ণ সুললিত কেশ॥
নীল রঞ্জবর্ণ ধটি কটির আটনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুনু ঝুনু রুণী॥
দোঁহার মাথার পাগ দোঁহে নট পাটি।
গলায় দোসতি হার শোভে পরিপাটি॥
সুবর্ণের পাটের থোপ পিঠে ঝলমল।
ঈষৎ দুলিছে কানে রতন কুণ্ডল॥
সোনার শিকলি শৃঙ্গ শোভে দুই কাঁধে।
দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছাঁদে॥ ৩৪৩

ঐ—সুহই

দিনমণি বল্লভ, তুহুঁ কর পল্লব,
সুবলিত অঙ্গুলি সু ছাঁদ।
অমৃত অঙ্গুলী মাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে,
মুখের লাবণি সদ্য চাঁদ॥
সরুয়া সুন্দর কটি, মেঘ বরণ ধটি,
অঞ্চল চঞ্চল পর আগে।
কনয়া কিঙ্কিনী জাল, রুনু ঝনু বাজে ভাল,
অঙ্গদ ভূষিত ধেতি রাগে॥
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গা চরণখানি,
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম রড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে,
রোহি রোহি গভীর বাজায়॥

যার গুণ শ্রুতি মাত্র; পুলকে পূরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাস ভনে, এতেক রাখাল সনে,
বিহরয়ে যমুনার তীরে॥ ৩৪৪

ঐ—সুহই

পহিরহ নীলাম্বর ধবল বরণ।
করে ধরে শিঙ্গা মত্ত গজেন্দ্র গমন॥
পদ দুই চলে পুনঃ চলিতে না পারে।
স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে॥
পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়॥
অরুণ নয়ন করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি তার নিকটে না যায়॥
আপনার ছায়া দেখি তারে কহ কথা।
আপনে কহে কত আপনে নাড়ে মাথা॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে বিধি বিকার।
বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ তান ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজ বালক ভিতরে॥
একুল কুণ্ডল মাত্র বাম কানে দোলে।
একই নূপুর বাম চরণ কমলে॥
ধরনী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে॥
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টলমল করে ক্ষিতি ভরে নহে স্থির॥

দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে॥
নির্ম্মল ধরাতল দেখিয়া সুছাঁদ।
দিবসে উদরে যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
কৃষ্ণক্রীড়া রসে দিগবিদিক নাহি মানে।
আনন্দে বলায়ের গুণ জ্ঞানদাস ভনে॥ ৩৪৫

ঐ—সুহই

উজ্জ্বল সুবাহু গোপাল দুইজন।
লোহিত বরণ নীলপদ্মের বরণ॥
দোঁহা কটি তটে নীল বিচিত্র বসন।
নানা আভরণ অঙ্গে মানিক রতন॥
সপত্র কদম্ব ফুল দোঁহার কানে।
কপালে চুম্বন করে অগিম দোলনে॥
চাঁচর চিকুরে বেড়ি নব গুঞ্জা মালে।
টালনী বিনোদ চূড়া ডাহিন কপালে॥
গোক্ষুরে ধূল দোঁহা অঙ্গে বিভূষিত।
অবিরত মূরলী মধুর গায় গীত॥
সুবর্ণ চম্পক মালা দোলে উড়ে বায়।
মধুর চলনি মত্ত কবিবর ভাণ্ডায়॥
সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ গোপাল॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সেদিন কবে হব।
যেদিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব॥ ৩৪৬

ঐ——ধানসী

সখী সহ রাজিত এক জানি।
জল সুতাকো সুততা সুতবেশ, সুততা সুত ভক বদনী॥

তমঃ রিপু সুত, ভ্রাতা পিতঃ বাহন, তা অরি কপি যৌবনী।
মীন সুতাসুত, তা সুত নাসা, তাপর জড়িত মণি॥
কনকুম্ভ পর, লসত কঞ্চুক, নাচত চুরত ফণী।
জ্ঞানদাস কহে, একল রাধিকা, গোকুল চন্দ্র ধনী॥ ৩৪৭

ঐ—তুড়ি

প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী, কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে, কাহার বাটিতে, কোথা গিয়াছিলে বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনির দলক, কে তোর আঁচরে দেল।
অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম, কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন, নব মল্লিকার মালে॥
অলকা তিলক, ললাটে ফলক, কে দিল চম্পক দাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ, কহ জননীর ঠাম॥ ৩৪৮

ঐ—ধানশী

মা গো! গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী,
লৈয়া গেল মোরে ঘরে॥ ধ্রু॥
গোপ রাজরাণী, নন্দের গৃহিণী,
যশোদা তাহার নাম।
তাঁহার বেটায়, রূপের ছটায়,
জুড়ায়ল মোর প্রাণ।
কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে,
লৈয়া সায়ল মোরে।
এক দিঠে রহি, তাঁহার আমার,
রূপ নিরীক্ষণ করে॥
বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গ খানি,
সেহ নব-জলধর।

সুমেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞি,
কি হেতু মাগল কর॥
তবে মোর গোরা, গা খানি মাজিয়া,
নাস বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেল,
এ সব আঁচরে দিয়া॥
ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী,
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস, হিয়ায় বরিখে,
কহে কবি জ্ঞানদাস॥ ৩৪৯

ঐ—তুড়ি

গোপাল যাবে কি না যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥ ধ্রু॥
উচ চণ্ড দেখিয়া বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন কাজে,
এ তোমার কোন ঠাকুরানি॥
যদি বা এড়ায়ে যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
যাইতে কেমনে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
মাথেতে ছাঁদন দড়ি, হাতেতে কনক লড়ি,
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া,
জ্ঞানদাস ছিল তার পাছে॥ ৩৫০

—০—

ঐ—মঙ্গল

যমুনা তীরে, ধীরে চল মাধব, মন্দ মধুর বেণু বায়।
ইন্দু বরণ, ব্রজবধূ কামিনী, স্বজন তেজিয়া বনে ধায়॥
অসিত অম্বর, অসিত সরসী রুহ, অতসী কুসুম হিমকর।
ইন্দ্র নীলমণি, উদরে মরকত, শিখি চূড়া অহিবর॥
গোধূলি ধূসর, বিশাল বক্ষঃস্থল, গোছাঁদ বজ-জু করে।
দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর, জ্ঞানদাসের জ্ঞান হরে॥ ৩৫১

ঐ—মঙ্গল

নবীন মেঘের ছটা; জিনিয়া বরণ ঘটা;
ভালে কোটি চন্দনের চাঁদ।
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড;
মুখ মণ্ডল মোহন ফাঁদ॥
রাম কানু দোঁহে; ভুবন মোহন বেশে;
বনে যায় গোধন লইয়া।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে; বাজায় ব্রজ বালকে;
ডাকে সভে সাঙলি বলিয়া॥
সোনার নূপুর তাড় বালা; আপাদ লম্বিত বনমালা;
রঙ্গে সবে সঙ্গে শিশু ধায়।
ধড়ার অঞ্চলা চলে; ঘণ্টার ঘনরোলে;
ভাব ভরে কেহ নাচে গায়॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন; রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন;
তাহে অলি বসি করে গান।
জ্ঞানদাসেতে বলে; কি আনন্দ যমুনাকুলে;
হেরি দুই ভাইর বয়ান॥ ৩৫২

ঐ—তুড়ি

গিরিধর লাল; গিরি পর বেলল; তরু হেলন পদপঙ্কজ দোলনি।
অতি বল সুবল; মহাবল বালক; কান্দে ছান্দ করে ভাও দোহানিয়া॥

গিরিবর নিকট; খেলত শ্যামসুন্দর; ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল।
নৌতুন তৃণ; হেরিয়া যমুনা তটে; চঞ্চল ধায় গোপাল॥
সখাগণ সঙ্গে; রঙ্গে নন্দ নন্দন; উপনীত যমুনাতীর।
পাঁচনি বেত্র; বাম কক্ষে দাবই; অঞ্জলি ভরি নিয়ে নীর॥
প্রিয় শ্রীদাম; সুদাম মধুমঙ্গল; তীর রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর; মূরতি মনোহর; হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহ; পরিমল সুন্দর; কুসুম ঘটপদ জোর।
যমুনাক তীর; রমন অতি সুঘড়; সুরস রসের ওর॥ ৩৫৩

ঐ—তুড়ি

হিয়ায় কণ্টক দাগ; বয়ানে বন্ধন লাগ;
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া; কোন বনে ছিলা গিয়া;
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি।
নবঘন শ্যাম তনু; ঝামর হৈয়াছে জনু;
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে; হাতে হাতে সঁপি দিলে;
ঘরকে গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তোমার সনে,
বসিয়া তরুছায়।
বনে বনে উবাটিয়া, তোর লাগি না পাইয়া,
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়।
জ্ঞানদাস কহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি,
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে, যাও তুমি অন্য স্থানে,
তুমি মোদের এক যে সম্বল। ৩৫৪

—•—

ঐ—শ্রীরাগ

ধেনু সঙে আওত নন্দদুলাল

গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানু লম্বিত বনমাল ॥ ধ্রু ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণুবর শুনইতে, ব্রজবাসীগণ ধায় ।
মঙ্গল থারি, দীপকরে বধূগণ, মন্দির দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতংস ।
চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত, বাইরি মোহন বংশ ॥
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন, অনিমিখে মুখশশী হেরি ।
ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু পাঁওল, মন্দিরে নাচয়ে ফেরি ॥
গোগণ সবহুঁ, গোষ্ঠ পর বেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল ।
অকুল পন্থে, যশোমতী আও, জ্ঞান ভানত রসাল ॥ ৩৫৫

ঐ—শ্রীরাগ

তুহুঁ রাণী তুহুঁ করু কোরে ।
ছরম ভরম করি দূরে ॥
আঁচরে বদন মোছাই ।
মাখন দেওত যোগাই ॥
খাওত সখাগণ সঙ্গ ।
অতিশয় সো সুখ-রঙ্গ ॥
কি কহব ভুবন সুখ ভোর ।
জ্ঞানদাস তহি ভৈগও ভোর ॥ ৩৫৬

ঐ—সুহই

সহজহি রূপ, কলাগুণে আগর, নাগর বিদগধ রাজে ।
হেরইতে লোর, ঘোর দিঠি পেখলু, শেল রহল হৃদি মাঝে ॥
সখি হে ! কি মোহে মোহন কেল ।
শ্যামর বরণ তনু, কিশোর কুসুম ধনু, অলখিতে অন্তর গেল ॥ ধ্রু
কিয়ে মুখচন্দ্র, কলারস লহরী, লাবণি কে কাহু ওরে ।
লীলা জলধি, মাঝে মন ডুবল, তনু মন নহ পুনঃ জোরে ॥

গুরুজন গৌরব, লাজ না রহ চিত, চিন্তা না করব আনে।
জ্ঞানদাস কহে, কুলশীল না রহে, ঐছন বুঝি পরিণামে ॥ ৩৫৭

ঐ—সুহই

চলইতে থকিত চকিত রহু কান।
হাসি নেহারল তুহারি বয়ান ॥
চৌদিগে হেরি কহল কিছু থোর।
ধরণী না সম্বরে ও রস ওর ॥
এ সখি এ সখি নিবেদলুঁ তোয়।
অকপটে কহবি না বঞ্চবি মোয় ॥ ধ্রু ॥
তুহুঁ বরনারি চতুর বর নাহ।
অনুভবে জানি আছয়ে নিরবাহ ॥
তুয়া সরে পিরীতি কি রস আন ঠাম।
কো ধনি গুপতে পূজয়ে নিতি নীতি কাম ॥
শ্রবণে নয়নে ধনি রহল সমাধি।
ধক্ ধক্ অন্তরে উপজে বিয়াধি ॥
এত জানি যব হয়ে পরসাদ।
জ্ঞানদাস কহ নহ পরমাদ ॥ ৩৫৮

ঐ—ভাটিয়ারি

কুঞ্চিত অলক; উপরে অলি মণ্ডল;
মল্লিকা—মালতী মালে।
চূড়া চিকন চারু; শিখি চন্দ্রক;
শোভিত আধ কপালে ॥
সজনি! বড়ই কঠিন বর-কান।
কুটিল কটাখে; লাখ লাখ কুলবতী;
তেজল কুল অভিমান ॥ ধ্রু ॥

মরকত মঞ্জু; মুকুর মুখ মণ্ডল;
কাম কামান ভরু ভঙ্গী ॥
চন্দন তিলক; ভাল পর বিরাজিত;
যাহে দেখি চান্দ কলঙ্কী ॥
পীত্ত পতনি মণি; ভূখন ঝলমলি;
উরে দোলত বনমাল ।
জ্ঞানদাস কহে; ও রূপ পেখনু,
বিজুরী তরুণ তমাল ॥ ৩৫৯

ঐ সিন্ধুড়া

শারদ অমল ইন্দু মুখ সুন্দর; তনু ঘন শ্যামর কাঁতি ।
নয়ন কমল অলি; ভুরুযুগ ভঙ্গিম; লাগি রহল মধু মাতি ॥
সজনি ! হেরলুঁ নায়র নন্দকিশোর ।
ভঙ্গিম অলসে অলপ অবলোকন, তরুণী চিত ভেল ভোর ॥ ধ্রু ॥
চন্দ্রক চারু চূড়ে বনি বনমাল, মণ্ডিত মধুকর পাঁতি ।
চন্দন চাঁদ অলক আধ ঝাঁপল; হেরি নব ইন্দুক ভাতি ॥
হিয়ে মণি হার, শ্রবণে মণি কুণ্ডল; সহজই মু মূরতি সেহ ।
জ্ঞানদাস কহ, ও রূপ হেরইতে; কে ধনি ধরু নিজ দেহ ॥ ৩৬০

ঐ—সিন্ধুরা

শিরে শিখি পঙ্ক সঙ্গে নব মালতি
মধুকর তহি কত রঙ্গে ।
মনমথ মাথ হাত দেই কান্দত
হেরইতে ভাঙ বিভঙ্গে ।
সজনি ! অপরূপ নিরমিল ধাতা ।
বয়স কিশোর ওর নাহি লাবণি
দরশে পরশ সুখ দাতা ॥

কেশ বিনাব সরস মধুর ধ্বনি
কত আদর দিঠি বঙে।
চন্দন চান্দ কলাকুল কৌশল
তেঁ নহ শশী নিকলঙ্কে॥
শ্রুতি মণি কুণ্ডল কিরণ মনোহর
মণি ভূষণ প্রতি অঙ্কে।
জ্ঞানদাস কহ কৈছে ধরব দেহ
হেরইতে তরুণ ত্রিভঙ্গে॥ ৩৬১

ঐ—সিন্ধুড়া

বরিহা গুঞ্জা মালতী রঞ্জিতে কুন্তল বন্ধ সুভাতি।
মৃগমদ বিরচিত তিলক বিরাজিত কাজরে উজোর কাঁতি॥
দেখ সখি! সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গ।
মধুর অধর পর মুরলীবর ধর রাধাপতি রস—রঙ্গ॥ ধ্রু॥
মলয়জ কুঙ্কুম অঙ্গ বিলেপন মণিময় হার সুকণ্ঠ।
রসভরে অরুণ দৃগঞ্চল মন্থর কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড॥
পীতাম্বর ধর কটিপর কিঙ্কিনী উরে দোলত বনমাল।
রহতহি সঘন নীল অবলম্বন জ্ঞানদাস মন চিরকাল॥ ৩৬২

—০—

ঐ—গৌরী

অতি সুমধুর মধুর শ্যাম।
কুটিল কেশ কুন্তল দাম॥
মউর পক্ষ শোহনি।
ভাল উপরে চন্দন বিন্দু,
অমল শরদ পূর্ণিম ইন্দু।
ভুবন মরম মোহিনী॥

আজি পেখলুঁ তরণী তীর,
মদন মোহন গতি সুধীর ॥
মুরলী গীত কে ধরু চিত
আনন্দে উলটি বহত নীর ।
কম্বু কণ্ঠে কনক মাল
গজ মোতিম গাঁথি প্রবাল,
বিধি রতন সাজনি ।
প্রাত কমল নয়ন জোর,
মাঝে মধুপ রহ অগোর,
রমনি রমন চাহনি ।
উচ উর পর কুসুম দাম,
রূপ নিরুপম পূজল কাম,
কটি পীত পট কাছনি ।
ভুবন বিচিত্র এ সঙ্গ ঠাম,
বিবিধ অবধি ও পরিমাণ,
জ্ঞানদাস ধাঙ নিছনি ॥ ৩৬৩

ঐ——ধানসী

নীলমণি অঁকুর—মুকুর নব আভা ।
তাহে কি বলিব শ্যাম শশিমুখের শোভা ।
চান্দ হেন বলি যদি বলিতে লাজাই ।
উহ কলঙ্কিত ইথে কলঙ্ক না পাই ॥
অতি অপরূপ কালিন্দী নীপতলে ।
হিয়ায় হিলোলে নব রঙ্গ কুদমালে ।
চূড়ায়ে বরিহা নব মল্লিকা বকুলে ।
গাঁথিয়া ভাঁতিয়া তথি মুকুতার মালে ।
অলি মধু পিয়ে বসিয়া থরে থরে ।
আজু পুণ্যে পরাণ লইয়া আইল ঘরে ।

অঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গে কত কত কাম।
আঁখির পলকে থাকি অনেক সন্ধান॥
রূপের অবধি বৈদগধি অপরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ॥ ৩৬৪

ঐ—তুড়ি

একে কালা বরণ, চিকন তাহে লেপিয়া,
মলয়জ মৃগমদ কুঙ্কুমে।
অঙ্গের সৌরভে কত, মধুকর উড়ে তায়,
সাজিয়াছে কাঞ্চন বিদ্রুমে॥
দেখিলুঁ দেখিলুঁ সই, যত মনে অনুভবই,
কহিতে কহিল নয় বোলে।
প্রতি অঙ্গ রসময়, পিরীতির আলয়,
ভাল তাহে জগমন ভোলে॥
একে সে রসিক রাজ, আরে আভরণ সাজ,
কুন্তলে কুসুম কত পাঁতিয়া।
আবেশে অবশ গায়, চলে আধ আধ পায়,
খেনে রহে অতি রসে মাতিয়া॥
পিয়ার আরতি যত, অপাঙ্গে ইঙ্গিতে কত,
কেমন কেমন উঠে চিতে।
আরে সে লাবণ্য লীলা, বাতাসে দরবে শিলা,
জ্ঞাসদাস কহয়ে পিরীতে। ৩৬৫

ঐ—তুড়ি

অভিনব কিশোর বয়স রস আন॥
আন বেশ ধরু আন বনান॥
নয়নক অঞ্চলে আন সন্ধান।
সব বৈদগধি ওর সয়ান॥

বিহি বড় সুচতুর ঐছন রঙ্গ।
সোঁপলু নিজ তনু সাখী অনঙ্গ॥
সুচতুর শ্যাম বচন-রুচি আন।
চমকহি চমক হে কত ফুলবান॥
ঢল ঢল যৌবন চলনিহ আন।
আন ত্রিভঙ্গিম রহ নিহু আন॥
সুঠাম গীমকি ভঙ্গম আন।
সুমধুর মুরলিক তান সুতান॥
হেরইতে লোচনে হরল গেয়ান।
জ্ঞানদাস মনে লহল ধেয়ান॥ ৩৬৬

ঐ—সিন্ধুড়া

বেন বনাওলি, কেশের সাজনি, কিনা সে তিলক দেল।
নয়ন কোণের, বান বরিষণে, অঙ্গ জর জর ভেল॥
সই! বড় বিনোদিয়া সে।
অধর মিলনিয়া, মন্দ হাসি খানি, মরমে লাগিয়াছে॥ ধ্রু॥
রসের ভরে, না ধরে অঙ্গ, চলিতে না চলে পা।
শিরীষ কুসুম, অধিক কোমল, কানড়-কুসুম গা॥
ও রূপ লাবণ্যে, কে ধরে পরাণ, ও না মনোহর ছান্দে।
জ্ঞানদাস কহে, বিনি পরিচয়ে, দেখিয়া কেবা না কান্দে॥ ৩৬৭

ঐ—সিন্ধুড়া

লোচন অঞ্চলে; চিত চোরায়লি;
রূপে চোরায়ল আঁখি।
যৌবন তরঙ্গে; সঙ্গে মন গেল;
পরশ রহিল সাখী।
সই! কিনা সে নাগর কালা।

মরম জানিল; ধরম কহিল; জাতিকুল শীল গেল ॥ ধ্রু ॥
চলিতে চাহনি; গিম দোলায়নি; হাসনি ভাষণি লীলা।
ও অঙ্গ পরশে; পবন কাঢ়ি সে; পরশে পরশ শিলা ॥
একে সে আমার; রসের বিহার; আরে আভরণ সাজে।
জ্ঞানদাস কহে; রূপ দেখিলে; কে করে কাল বিয়াজে ॥ ৩৬৮

ঐ—শ্রীরাগ

একে সে মূরতি তার; বিপরীতি রসের সার;
আঁখি আড়ে চায় বা না চায়।
মধুর মুরলী স্বরে; তরুণী পরাণ হরে;
না চাহিলে যৌবন যাচায় ॥
কালিন্দী কূলে তরুমূলে উড়ে পীতবাস।
কালপারা তারে বলি; গোয়াল কুলের কালি,
আজু দেখি লাগিল তরাস ॥ ধ্রু ॥
ভালে সে কুটিল কেশ; মল্লিকা মালতী বেশ;
মধুকরী সঙ্গে মধুকর।
চন্দনের বিন্দু তাতে; উপমা করিতে চিতে;
হারাইলু যত বুদ্ধি বল ॥
হিয়ায় হিলোল কত; নব চম্পক মাল;
আর কহিতে নাহি জানি।
জ্ঞানদাস কহে; যেহ বোল সেহ হয়ে;
ভালে ঝুরে রাধাঠাকুরাণী ॥ ৩৬৯

ঐ - সিন্ধুড়া

কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি।
বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি।
চূড়ায়ে চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা ॥

সখি! কি আর কি আর অনুবাদে।
মো পুনি পড়িয়া গেলুঁ ও নয়ন ফাঁদে॥
আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলায়া যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি হেন গা মুকুতা গাঁথনি।
আই আই মরি যাঙ রূপের নিছনি॥
কালাপাটে গলে কালা কাঠিতে প্রবল॥
তমাল শ্যামল সুতে নব গুঞ্জ মাল।
নাসামূলে দোলে কত মূলের মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভানু সুতা॥ ৩৭০

ঐ—বসন্ত

প্রতি অঙ্গে মণি, মুকুতা খিছনি,
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা,
মদন মুরুছা পায়॥
সজনি লোসই, না জানি কি হৈল,
আধ নয়ানে চাঞা।
প্রিয় সখি রোল, চিত উতরোল,
দেখিলুঁ আপনা খাঞা॥
হিয়ার ভিতরে, টানিয়া টানিয়া,
কাতারে পরাণ ফাটে।

* * *

চন্দন তিলক, আধ ঝাঁপিয়,
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
জ্ঞানদাস কহে, ভালই সে তারে,
সদাই পরাণ কান্দে॥ ৩৭১

—•—

ঐ—শ্রীরাগ

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে॥
এবে দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে।
ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥
সই! বড়ি প্রমাদ হইল।
না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥
ক্ষণে ধনী চমকায় ক্ষণে উঠে কাঁপ।
কর পরশিই নহে এত অঙ্গ তাপ॥
মনের যুকতি কেহ লিখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে॥
সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত।
কাল নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত॥
কাল কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাস বলে কালা কানুর ভাবে আছে॥ ৩৭২

ঐ—সুহই

তরুমূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু।
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিনু॥ ধ্রু॥
একে সে কালিন্দী কুল, ত্রিভঙ্গিম তরুমূল,
সজলে জলদ শ্যামতনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই,
হাসি হাসি পূরে মন্দ রেণু।
জল ফেলিয়া যাই, লোকলাজে ভয় পাই,
কি করিব কিয়া লয় মন।
জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ॥ ৩৭৩

ঐ—শ্রীরাগ

শ্যামরূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া,
দুকুল ঠেকিলাম হাতে ॥
ভুবন ভরিয়া, অপযশ ঘোষণা,
নিছিয়া লইনু মাথে ॥
সজনি ! কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল,
আর মনে নাহি লয়। ধ্রু ॥
অপযশ ঘোষণা, যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চূয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসী দল দিয়া ॥
কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার,
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু,
শ্যামের ও রাঙা পায় ॥ ৩৭৪

ঐ—ধানশী

হাম যাইতে পথে ভেটিল গোরী।
তুয়া পরথাব কয়ল কছু থোরী ॥
সজল নয়নে ধনি মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুনঃ বেরি ॥
শুন শুন মাধব নিজ গুণ ভাগ।
রাই কমলিনী দোহে এত অনুরাগ ॥
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ।
নীপ নিকরে কিয়ে পূজন অনঙ্গ ॥
অধর শুকায়া দীঘল নিশ্বাস।
জনু অনুরোধে ঝাঁপল বাস ॥

কত কত ভাবে পেখলু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রসবতী রাই॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ॥ ৩৭৫

ঐ—সুহই

পহিলহি দরশনে সোঁপতি সেবা।
পুছইতে কুশল উতর নহি দেবা॥
শুন শুন সজনি তু বড়ি সিয়ানি।
কহবি না কহবি রাঘব নিজ মানি॥
সহজই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝই করবি চতুরাই॥
যহ চিতে বুঝবি বড় অনুরাগ।
তৈখন কহবি হৃদয়ে জনি লাগ॥
জানিয়ে তুহুঁ বড় বিদগধ নারি।
সঙ্কেত জানায়বি আঁখর চারি॥
সো দিন অবধি রহব পতি আশে।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয় পিয়াসে॥ ৩৭৬

ঐ—ধানশী

সরস সিনান, সমাপরি সুন্দরী; মন্দিরে চলু সখী সাথ।
নিরজন জানি, কান বহি উপনীত, সহচর সুবল সঙ্গীত॥
দেখবি মোহন গোকুল চন্দ।
রাধা রসবতী, রসিক শিরোমণি, নব পরিচয় অনুবন্ধ॥ ধ্রু॥
সহচরী পাশে, হাসি হরি পুছত, স্বরূপে কহবি বর রামা।
রমণী সমাজে, গজবর গামিনী, এ ধনী কে অনুপামা॥
সরস সংবাদ, সম্বোধই সহচরে, কনক দাম রুচি গোরী।
মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী, বৃকভানু কিশোরী॥

শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল, মাধব অমিয়া সিনান।
জ্ঞানদাস কহে, আরি বিছুরয়ে, নিশি দিশি চরণ ধেয়ান॥ ৩৭৭

ঐ—কল্যাণ

বনি আই বৃষভানু তনি।
চরণ কমল চন্দ, অরুণ বিরাজিত,
মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধনি। ধ্রু ॥
বয়স সমান, সঙ্গে নব রঙ্গিনী,
সাজলে শ্যাম দরশ রস লোভে।
কোই রবাব, মূরজ সব মণ্ডল,
বীন উপাঙ্গ হানপর শোভে॥
গতি অতি মন্থর, নব যৌবন ভর,
অসিত বসন মণি কিঙ্কিনী বোল।
গজ অরি মাঝরি, উপরে কনয় গিরি,
বীতহি সুরধুনী মুকুতা হিলোল॥
রবি মণ্ডল হরি, কুণ্ডল ঝলমলি,
সুন্দর সিন্দুর ভালিরে ভাল।
জ্ঞানদাস কহ, মতিল অলিকুল,
বেঢ়ল কবরীক মালতি মালে॥ ৩৭৮

ঐ—ধানসী

দূতিয়াক চান্দ, সবহুঁ নহি হেরই, পূর্ণিম-সময়ে পরভাব।
ঐছন প্রেমর, না বুঝি পরশ কত, পরত্র কাতয়ে সুখ পাব॥
এ হরি এ হরি, কি বলিয়ে পারি, তুহুঁ মত কুঞ্জর কমলিনী নারী।
নিতি নিতি রতি, শীতে যদি অতিশয়, বরিখয়ে লাখ তুপর।
তাপে উতাপিত, তিরপিত নহে খিতি, যব নহে জলধর ধার।
কনক শিলিপ জনু, শারি শরণ বিনু, ঐছন রসবতি লেহ।
জ্ঞানদাস কহ, বুঝই না বুঝহ, এ মোহে বড়ই সন্দেহ॥ ৩৭৯

ঐ—ধানশী

দূতি প্রতি কমলিনী; বোলয়ে মধুর বাণী,
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম ॥
তুমি মোর প্রিয় সখি, দেখাও সে নীর জানি,
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম ॥
শুন শুন প্রাণ সখি, মন্ত্রণা বলহ দেখি,
কিসে পাই শ্রীনন্দ কুমার।
দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী,
পুনঃ দেখা না পাইব পার ॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি,
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে।
তাহা শুনি রাইধনী, মৃদু মৃদু বলে বাণী,
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে ॥
আমি শ্যামকুণ্ড নীরে, শ্যামনাম হৃদে ধরে,
বঁধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ,
শ্যাম অন্বেষণে চল যাব ॥ ৩৮০

ঐ—ভূপালী

পহিলহি হাথ; কঠিন যব লাঙল; শুভদিন শুভক্ষণ চাই।
তাত জনমে যত; বুধি শুধি সব গেল; লাভকে মূল হারাই ॥
জানল পিরীতিক আঁখর তিন।
পঠইতে শুনইতে; জনম অবধি যায়ে; না বুঝিয়ে রাত্রি কি দিন ॥
ধরম করম সব, দূরে তেয়াগলুঁ; উপজল পাপ বেয়াধি।
জ্ঞানদাস কহ; তবহু সফল হয়ে; পাইল শ্যাম গুণনিধি। ৩৮১

—•—

ঐ—শ্রীরাগ

প্রেম পরাণ একু ঠামে।
কেহু না করে বোল কানুক বামে॥
নাহক অন্তর জানি।
অন্তয়ে করল অনুমানি॥
সজনি! কে জানে উপায়ে।
পরশিলে পলটি না যায়ে॥ ধ্রু॥
ঐছন দুহুক সু সঙ্গ।
জনু চাঁদ কয়ল মৃগ অঙ্ক॥
অন্তরে জানিয়ে তিলেক।
ছায়া তনু জনু এক॥
পিরীতিক জীউ অধীন।
যৈছে জলে রহ মীন॥
জ্ঞানদাস রস ভোগ।
মিলনহি যোগহি যোগ॥ ৩৮২

ঐ—কামোদ

আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা।
তোমা দরশনে গেল মনসিজ বাধা॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমা বিনা দশদিক হেরি আন্ধিয়ারা॥
তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম।
তোমার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম॥
চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবন সীমা।
যতকিছু লীলা খেলা তোমারি মহিমা।

জানে সবজন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সব জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা॥
নিজ পীতবাস শ্যাম চরণধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥ ৩৮৩

ঐ—ধানশী

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে।
নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥
কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন গান।
কোন রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥
কোন রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ গীত।
কোন রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লয় চিত॥
কোন রন্ধ্রের গানেতে কদম্বফুল ফুটে।
কোন রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥
ভাল হইলা আইল রাই মুরলী শিখাব।
জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব। ৩৮৪

ঐ—বিহাগড়া

ধর বা ধর বা ধর; মোর পীতবাস পর;
গৌর অঙ্গে মাথহ কস্তুরি।
শ্রবণ কুণ্ডল দিব; বনমালা পরাইব;
চূড়া বান্ধা আউলায়্যা কবরী।
গৌর অঙ্গুলী তোর; সোনা বান্ধা বাঁশী মোর;
ধর দেখি রন্ধ্র মাঝে মাঝে।
চরণে চরণ রাখ; কদম্ব হেলনে থাক;
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে।

মুরলী অধরে লেহ, এক রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলি লোলায়া দিব আমি।
জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে,
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি ॥ ৩৮৫

ঐ—ধানশী

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোনে।
দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ বাণে ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহু ঁ কত মদন-সাগরে ভেল ঝম্প ॥
দুহু দুহু ঁ আরতি পিরীতি নাহি টুটে।
দরশে পরশে কতেক সুখ উঠে ॥
অধর-রস দুহু করু পান।
দুহু দুহু চুম্বই বয়ানে বয়ান॥
দুহু ঁ আলিঙ্গই ভূজে ভুজ বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ ॥ ৩৮৬

ঐ—ভূপালী

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা।
জলনিধি উছই হেরইতে চন্দা ॥
কতহু মনোরথ কৌশল করি।
কুসুম শরে রাই কানু অসম্বরি ॥
পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস।
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ॥
দুহু ঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা ॥
হার টুটল পরিরম্ভন কেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি ॥

খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বনে বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণ গান। ১৮৭

ঐ—শঙ্করাভরণ

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥
নিধবনে মুগধল নাগরী কান।
এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥ ধ্রু॥
চান্দ চন্দন মলযজ বাতে।
অতি রসে বাদর নহে পরভাতে॥
রাধা মাধব মধুর বিলাস।
নাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥
রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরশ রস আরতি অমল॥
নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে শীৎকার॥
পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহুঁ তনু একই নহত নব ভেদ॥
বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।
জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥ ৩৮৭

ঐ—ললিত

রাধ কানু বিলাসই নিকুঞ্জ ভবনে।
নয়ানে নয়ানে দুহু বয়ানে বয়ানে॥
দুঃখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর॥

জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার ॥ ৩৮৯

ঐ—ধানশী

ষব কানু নিকটে যাই কিছু বোলি।
লাজে কমলমুখ রহ মুখী জোড়ি ॥
আর নাহ বিনয় বেরি বেরি।
ধনি মুখ চাঁদে আধ আঁচল দেলি।
রাধা কানুক পহিল আলাপ।
মনমথ মাঝে মন্ত্র করু জাপ ॥ ধ্রু ॥
বাহু পসারল গোকুল নাহ।
আছইতে আশা না করে নিরবাহ ॥
ভুখিল মনোরথ না পূরয়ে আশ।
চাঁদ কলা নহে তিমির বিনাশ ॥
পরশিতে চিবুক নয়ন ভেল রঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে উলসিত অঙ্গ। ৩৯০

ঐ—শ্রীরাগ

মাধব! বোধ না মানয়ে রাই।
নিকুঞ্জ গৃহে, ধনী নিরসহ; তুরিতে গমন করু তাই ॥
এত শুনি নাগরি, বেশ ধরি সখি সঙ্গে, চলু বনমালী।
ষোই নিকুঞ্জে, আছয়ে পরমা নিধি, তাঁহা যাই উপনীত ভেলি ॥
জ্ঞানদাস কহে পুরুষ প্রকৃতি।
দুহু রস উজ্জল পরিপাটি অতি ॥ ৩৯১

ঐ—ধানশী

দূতীক বচন শুনি নাগর রাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনোমাহা হয়ত বহুত উল্লাস ॥

তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞ্চে হরি কয়ল পয়ান॥
পন্থহি কত বাহু ভাবে বিভোর।
ঐছন পাওল কুঞ্জক ওর॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন শুধু রসকূপ॥ ৩৯২

ঐ—ভূপালী

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদ গদ বোল॥
নয়নে বহই ঘন আনন্দ লোর।
পদ আধ চলে রাই সখি করি কোর॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝাটি কুঞ্জে যাই।
প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই॥ ৩৯৩

ঐ—তিরোহিতা

উজ উঠল জনু বদরী।
করে জানি ঝাঁপহ সাগরি॥
পরবোধি পরশি রহু থোরে।
কমলিনী পড়ু যৈছে করিবর কোরে॥
মাধব তুয়া পায়ে সোঁপিলু গোরী।
তুহু বিদগধ বর এই রস থোরী॥ ধ্রু॥
সাচল নবনীক পুতলী।
অরুণ কিরণে জনু শুতলি॥
সরসে না হয় ভরমে।
চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে॥

সহজে সহজে কর করমে।
ধরম রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥
বৈদগধি দোতী বিচারে।
জ্ঞানদাস কহে এহ রস সারে॥ ৩৯৪

ঐ—বিভাস

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে॥
তোমার পীতধটি আমারে দেহ পরি।
উভ করি বাঁধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥
কানের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
শ্যামবরণ মোর অঙ্গের উড়ানী॥
জ্ঞানদাস কহ কানাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয়া নূপুর॥ ৩৯৫

ঐ— ভূপালী

অঞ্জন রঞ্জই দিঠে অরবিন্দে।
ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে॥
হেট মুকুট দূর করয়েল লাল।
সিঁথার সিন্দুর মনমথ পাট॥
সহজই সুন্দরী অতি রসভার।
বিদগধ নাগর করয়ে শৃঙ্গার॥
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু।
হেরইতে নাগর পড়ু রসবিন্দু॥
চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরিহেরিয়ে পুলক পলু অঙ্গ॥
চন্দনে রাজিত করু কুচ কুম্ভু।
তুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু॥

বেশ বনাইতে না পাই ওর।
জ্ঞানদাস কহে ভয়ে নহ তোর॥ ৩৯৬

ঐ—কামোদ

সাজল শ্যাম, সুরত রণ পণ্ডিত,
করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে, কতহু কত মধুকর,
জিতল মনমথ বাণ॥
ধনি ধনি! অপরূপ ছান্দে।
বেশ বিলাস, রসময় মাধুরী,
কামিনী লোচন ফান্দে॥ ধ্রু॥
চুয়া চন্দন, অগোর বিলেপণ,
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর সমিত কেশ, কেশ করু বন্ধন,
বরিহা চারু চরিত্রে॥
কঙ্কন কিঙ্কিনী, ঝন ঝন রণ রণি,
রতিরণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ, রসিক শিরোমণি,
সাজল রমণী সমাজে॥ ৩৯৭

ঐ—বরাড়ী

যত নারীকুল, বিরহে আকুল, ধৈরয ধরিতে নারে।
রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর, দাঁড়াইল যমুনার ধারে॥
কদম্বের তলে, বসি কোন ছলে, মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে, ব্রজ বধূগণে, তাহাই মিলল আসি।
মরণ শরীরে, পরাণ পাওল, ঐছন সবহু ভেলি।
বন দাবানলে, পুড়িয়া যেমন, অমিয়া সায়রে কেলি॥
চাতকিনী গণ, হেরি নব ঘন, মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি জলধর, বদন সুন্দর, চকোরিণী চারি পাশে॥

বিহরে তাপিত, ভেল তিরপিত, বরিখে অমিয়া রাশি।
জ্ঞানদাস ভনে, শ্যামের বদনে, আধ ঈষৎ হাসি॥ ৩৯৮

ঐ—বসন্ত

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগু রঙ্গে আজি সবে হইয়াছে ভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যামনাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখিগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে ফাগু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীন রবাব মূরজ পিনাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥ ৩৯৯

ঐ—বসন্ত

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে
দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহুজন অঙ্গে।
হেরইতে দুহু রূপ মূরছে অনঙ্গে॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগমান করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরে পিচকারী।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥
বিগলিত অরুণ বসন দুহু গায়।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥

হেম মরকতে জনু জড়িত পণ্ডার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম হার॥
দোলারি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয় আশ॥ ৪০০

ঐ—কামোদ

চন্দন চন্দ, কুসুম নব কিসলয়,
মন্দ পবন পিক রাব।
বরিহা কপোত, জোড়ে জোড়ে নাচন,
চিতক নিজ পরথাব॥
ভালিরে ভালি, অতি অভিনব,
মদন সমাজে।
রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি,
কানু রসিক বর সাজে॥ ধ্রু॥
কুসুমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মনসিজ,
নব নব রঙ্গিনী মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ, কতহু রস মধুকরী,
ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥
ধনিরে ধনিরে ধনি, তুহু রূপ লাবণি,
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহু কত, তুহু রসে উনমত,
জ্ঞান কহে নাহি দিবারাতি॥ ৪০১

ঐ—কামোদ

মনমথ যন্ত্র, সুধীর সুনায়রী,
শ্যামসুন্দর রস সীম।
সব বৈচিত্র্য, কলারস চাতুরী,
নাগরী গুণ গরিম॥

বিলসই রাস রসিক বরকান।
রাই বিনোদিনী শোভই ষান॥ ধ্রু॥
নয়নক অঞ্জন, কানু কত রেখহি,
রাই তাহি ভেল ভোর।
প্রেম পরশ রস, লীলারস লহরী,
দুহু তনু ভাবে উজোর॥
চঞ্চল চারু, চিকুরি শিখি চন্দ্রক,
সুন্দর সিন্দুর রাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে, উদয় সুখ সম্পদ,
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥ ৪০২

ঐ—বেলোয়ার

রাস বিলাসে, রসিক বর নাগর,
বিলসই রসবন্তী মাঝে।
দুহু বনি বেশ, বয়েস বৈদগধি,
অবধি করিয়া ধনী সাজে॥
এক অপরূপ রস, এই ক্ষিতি মণ্ডলে,
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি দিবস, রস আরতি,
শ্যামর ঘন রস পুঞ্জে॥
অলি কুরব শুক রাব।
কোকিল কুল গুরু পঞ্চম গাব॥
ফিরত মনোহর ময়ুরক পাঁতি।
মদন হাটে পড়য়ে দিনরাতি॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র একতান।
নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রসে গান॥
নারী পুরুখ দুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর॥ ৪০৩

একে সে যমুনার কূল।
আর সে কেলি কদম্বের মূল॥
আর সে বিধি ফুটল ফুল,
আর সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব,
পিক কুহু কুহু করত রাব,
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলনি,
বিবিধ রাগ গায়ণী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম,
নিরখি মূরছ সতত কাম,
সজল জলদ শ্যাম ধাম,
পিঙল বসন দামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গৌরী,
বিবিধ বসন কেলি কিশোরী,
নাচত গায়ত বলে বিজোরী,
সবহু বরজ কামিনী॥
বিশাল বিনাক ভাল,
সপ্ত সুর বাজত তাল,
এসব রাস মণ্ডল,
মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহু গায়নী।
নূপুর চুম্বন মধুর বোল,
ঝন নন টন লোল,
হাসি হাসি কেহ কয়ত বোল,
ভালি ভালি বোলনী।
জ্ঞানদাস পড়ত ভাল,
গায় মধুর অতি রসাল,
শুণত ভুলত জগত উলত,
হৃদয় পুতলী দোলনী। ৪০৪

ঐ—বেলোয়ার

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান।
বিলাস উলাস, পুলক তনু,
এক শকতি ভুহু একই পরাণ॥
একে নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর,
ভ্রমরা ভ্রমরীগণ পাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর,
মদন দেব মোহন নটরাজ॥
বাজত বলয়, নূপুর মণি কিঙ্কিনী,
শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী।
ভূজ ভুহু ভুহুক, কান্ধ পর শোভই,
নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥
মৃদু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল,
আনন্দে হেরি ভুহুঁ ভুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ, সাগরে শুতল,
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥ ৪০৫

ঐ—মঙ্গল

ব্রজ রমণী গণ; হেরি হরষিত মন; নাগর নটবর রাজ।
নটন বিলাস; উলসহি নিমগন; চৌদিগে রমণী সমাজ॥
যূথে যূথে মেলি; করে কর ধরাধরি; মণ্ডলী রচিয়া সুঠাম।
বাজত বীন; উপাঙ্গ পাখোয়াজ; মাঝহি রাধা কান॥
শারদ সুধাকর; গগন নিরমল; কাননে কুসুম বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর; গাওয়ে অনি সু-স্বর; অমল কমল পরকাশ॥
হেরি হেরি ফিরি ফিরি; বাহু ধরাধরি; নাচত রঙ্গিনী মেলি।
জ্ঞানদাস কহ; নাগর রসময়; করু কত কৌতুক কেলি॥ ৪০৬

—•—

ঐ—কানাড়া

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর।
রাধাবদন সুধাকর চন্দ্রাবলী;
মুখচন্দ্র চকোর॥ ধ্রু।
খেনে তিরিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত,
খেনে রমণীগণ অঙ্গহি অঙ্গ।
খেনে চুম্বক খেনে চলত, মনোহর উপজায়ত,
কত অনঙ্গ—তরঙ্গ॥
শ্যাম নটেন্দ্র, কোটি ইন্দু শীতল,
ব্রজ রমণীগণ সঙ্গে সঙ্গতি গায়।
ঈষৎ হাস, সম্ভাষই ঘন ঘন,
লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥
উহ রসময়ী, ইহ রসিক শিরোমণি,
নয়নে কত করত আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, দুহু তনু ভিন নহে,
ঐছন পিরীতি নিবন্ধ॥ ৪০৭

ঐ—কেদার

কুঞ্জ কুটীর; কুসুম নব পল্লব; ভ্রমর ভ্রমরী কত রঙ্গে।
সারী নারী; শুক পুরুখ জোড়ে জোড়;
ময়ুর ময়ূরীক সঙ্গে॥
ভুবনে অনুপ রস; রস অতি মনোহর;
ষড় ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে; নিতি নড় নিরবাহে;
খেনে খেনে নবীন পিরীতি॥
নয়নে নয়নে রস; পরশিতে গুণ দশ;
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।

খেনে খেনে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে,
ভাবে ভরয়ে দুহু অঙ্গ ॥
নাচত গাওত, কোই কোই বাওত,
বিলসিতে বিগলিত বেশ ।
জ্ঞানদাস কহ, আবেশে অবশ তনু,
তাহে কত কেলি বিশেষ ॥ ৪০৮

ঐ—সুহই

নাগরী নাগর শ্যাম রাজে ।
রঙ্গে মিলল দুহুঁমণ্ডলী মাঝে ॥
অতি রসে পুলকিত অঙ্গ ।
উপজিল কত কত মদন-রঙ্গ ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ ।
রতি রসে আবেশে বাঢ়ল দুই রঙ্গ ॥
রাসে রসিক বর বিলসই রাধা ।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা ॥ ধ্রু ॥
দুহু সুখে আপনে নাহি রস ওর ।
হের মরকত জনু লাগল জোর ॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর রস নেল ।
দুহুঁ মুখ চান্দে দুহু চুম্বন দেল ॥
দুহুক মরম দুহুঁ জানল ভাল ।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল ॥ ৪০৯

ঐ—কেদার

শ্যামর সকল কলারস সীম ।
গরী নাগরী কত গুণহি গরীম ॥
দুহু বনি বেশ বয়স এক ছান্দ ।
রাজিত কুঞ্জ মুঞ্জ মুখ চান্দ ॥

বিলসই রাসে রসিকবর নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ॥
তুহুঁ বৈদগধি তুহু হিয়ে হিয়ে লাগ।
তুহুঁক মরমে পৈঠে তুহুঁক সোহাগ॥
তুহুঁক পরশ রসে তুহু ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগরে নাহি বোল॥
পূরল তুহুক মনোরথ সিন্ধু॥
উছলিত ভেল তহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
তুহুক পরশ রসে তুহু উমতায়।
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায়॥ ৪১০

ঐ

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা রভস মনোহর ফান্দ॥
তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটি।
হেমমণি রমণীক হৃদয়ক সাটি॥
ধনী বনি আওল মোহন রায়।
ব্রজ বনিতা বনি সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক চূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
হিয়ে হীর-হারক চন্দক জ্যোতি।
হনু অন্ধিয়ার তলে গজমোতি॥
কটি কিঙ্কিনী ধটি উপরে কাছ।
যনু ঘন সৌদামিনী থির আছ॥
চরণ কমলে মণি মঞ্জীর রোল।
জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল॥ ৪১১

—•—

ঐ—মল্লার

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে,
আলুয়া আলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
প্রাণনাথ কোরে॥
সখি! হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী, ও চাঁদবদনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥
নাগরের বাহু, করিয়া সিথানা,
বিথান বসন ভূষা।
নিশ্বাসে তুলিছে, রতন বেশর,
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল, না করিহ রোল,
জ্ঞানদাস রস ভনে॥ ৪১২

ঐ— ভূপালী

বিহরত রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মূরছিত কত শত কাম॥
কত শত নব নাগরী অনুপাম॥
অবিরত সেবই পুরু মন কাম॥
শত কলেবর মনোহর ধাম।
জগমন রমইতে যাকর নাম॥
তাই রস আবেশে ভঙ্গ ভঙ্গী সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পহুক গুণ গ্রাম॥ ৪১৩

—•—

ঐ—মল্লার

সকল সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিনী রসবতী রাই॥
মানস সুরধনী দুকুল পাথার।
কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহি জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সেই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান।
চঢ় সবে পার উতরব হাম॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চঢ়ল তরণী পর সহচরী মেল॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী সেই করল পয়ান॥
টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানি করে কবি জ্ঞানদাস॥ ৪১৪

ঐ—মল্লার

একি দায় দেখ ওগো বড়ি মা।
জীবন শীরণ, আয়স ভিন্ন,
অতি পুরাতন না॥
অথির নীর, গভীর ধীর,
অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটন, আসিয়া পবন,
উপজিলে বহু বা॥
পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়,
যমুনা কাড়িছে রা।

কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল,
দেখিয়া হালিছে গা ॥
হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে,
চল বল স্রোত সা।
জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা,
ও রাঙ্গা দুখানি পা ॥ ৪১৫

ঐ—বরাড়ী

করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরি,
ফের হাল খসি পইল জলে।
পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়,
বুঝি আজি কি আছে কপালে ॥
একুল ওকুল, দুকুল নিরাকুল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল, উথলে যমুনার জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয় ॥
এতদিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গবাস ছাড়ে, যৌবন পাতল করে,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি ॥
খাওয়াইয়া ক্ষীরসরে, কি গুণ করিল মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরী ॥
কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিরা গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হলো বিষম দায়,
মধ্যে তরঙ্গে ডুবে তরী ॥ ৪১৬

ঐ—গান্ধার

ওহে নাবিক! কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি, পার কর ভবনদী,
তব আগে কি ছার যমুনা॥
চরণ তরণী যার, যে করে তোমারে সাধ,
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণ রেণু, পাষাণ মানবী তনু,
কাষ্ঠ নৌকা পদে হইল সোনা॥
অজামিল পাপী ছিল, সেহত তরিয়ে গেল,
চরণ করিয়ে আরাধনা।
হেন পদে অনুভবে, যাহার পরাণ যাবে,
নাহি তার যমের যন্ত্রণা॥
আমরা আহীর নারী, কুলশীল পরিহরি,
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী, শুন ওহে গুণমণি,
কত না করহ প্রবঞ্চনা॥ ৪১৭॥

ঐ—ধানশী

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ।
কনক মুকুল কত মুখ নিরবাহ॥
অধর অরুণ ছবি মানিকের কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥
এ ধনি কমলিনী কি বলিব আন।
সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥
উরপর বিরাজিত কনক মহেশ।
চামর ধাম সুবাসিত কেশ॥
সিন্দুর বিন্দু ভালপর শোভ।
দানী নাহি ছোড়য়ে বিক্রম লেহ॥

নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার।
ইথে জানি আছয়ে কতয়ে বিভোর
সখী সনে যুকতি আন ঠামে॥
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥ ৪১৮

ঐ—সৌরাষ্ট্রী

কহ লহু লহু, জটিলার বহু,
তোমারে সভাই জানে।
কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ,
এত বা গরব কেনে॥
পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া,
দানীরে না কর ভয়।
রাজকাজ করি, দান সাধি ফিরি,
এথা কিবা পরিচয়॥
এ নব যৌবন, নানা আভরণ,
যাইছ মথুরা দিকে।
বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব,
আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন, করিয়া গোপন,
রেখেছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাই, খসাই দেখাহ,
ইথে কি তোমার লাজে॥
এত করি হরি, দু বাহু পসারি,
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়,
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥ ৪১৯

—•—

ঐ—সিন্ধুড়া

বড়ি মাই! ভাল বিকি কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে তায় নিলি মোরে, রঙ্গ দেখাবার তরে,
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ ঘুচাই মনের তাপ,
এড়াইব সকল জঞ্জালে॥
আমি রাজ নন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি,
নেয়ে কেনে মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ, পুরালে মনের সাধ;
কলঙ্কে কুলে কালি দিল॥
আপনার মাথা খেয়ে; ঘরের বাহির হয়ে;
আইলাম বড়াইয়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে; তার পাইলে ফলে;
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥ ৪২০

ঐ—সুহই

সই বল মোরে করিব কি।
পরাণ পিরীতির নিছনি দি॥
গুরু গরবিতে ঘনতক গঞ্জে।
মণি জ্বলে যেন তিমির পুঞ্জে॥
কালার পিরীতে এ তনু বান্ধা।
টুটিলে না টুটে বিষম ধান্দা॥
যে কথা কহিলু রাখিহ মনে।
যে জানে সে জানে না জানে আনে॥

আরো যত আছে মনের কথা।
কহিলে না ঘুচে চিতের ব্যথা॥
জ্ঞানদাস কহে কি ভেল ভান।
এ কালা শ্যাম ত্রিজগত ভান॥ ৪২১

ঐ—শ্রীরাগ

লোক অনুরাগ, ঘরের সোহাগ,
পতির আরতি নাশি।
সজনি লো শ্যাম, কি জানি করিলে,
এ সব ঝগড় বাসি॥

প্রাণসই! না জানি কি জানি হৈল।
রাতি দিন নাই, সদাই ধেয়াই,
মরমে সমাধি রৈল॥ ধ্রু॥
দেখিতে শুনিতে, শ্রবণে নয়নে,
আর না দেখি না শুনি।
এত পরমাদ, নাহি অবসাদ,
আন না জানে পরাণি॥
যে রূপ সে গুণ, সে মৃদু বচন,
অমিয়া নিঝর ঝরে।
জ্ঞানদাস বোলে, মরমে লাগিলে,
কি জানি রহিবে ঘরে॥

ঐ—সুহই

পহি লহি প্রেমক, সায়রে ডুবলু,
অব বুঝলু পরিণামে।
মানিক জানি, পরশে চিত পরশল,
অব বিঘটল কোন ঠামে॥
সজনি! তুহু জনি বিছু রসি মোয়।

নাহ সুহাগে, আছল জগবল্লভ,
অব হেরি পুছই না কোই। ধ্রু।
নিতি নিতি অনুসর, মালতি মধুকর,
পুন্থে পরশ কেহু পায়।
অহো নিরগুণ ধনি, কুসুম নাম ধরু,
সে মোরি চরণে লোটায়।
সময় বসন্ত, বদরি তরু জীবই,
ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ, শুনইতে হিয়া দহ,
বোলে এতহু দুঃখ দেল। ৪২৩

ঐ—সিন্ধুড়া

যবহু আছল নব লেহা।
অভিন আছল দুহু দেহা।
অব ভেল প্রেম পুয়াণে।
তিলে তুল না করে গেয়ানে।
মনোরথ আছিল শেষ।
দরশন অবহু সন্দেশ।
অব কি কহব দুরদিনে।
অভিমানে না রহে পয়াণে।
দুহু কুল দূরে নিবারি।
না বুঝলু পাছ বিচারি।
সুর তরু-ফল ভেল আন।
হেম মণি ধরু আন বান।
জ্ঞানদাস না বুঝল রীতি।
ভাল জন ঐছন পিরীতি। ৪২৪

—•—

ঐ—ধানশী

হম কুলবতী কুল কণ্টক ভেল।
কাতিয়-রাতি দীপ জনু দেল॥
গুরু-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন শোভা।
একে যে কয়ল কিছু নাহি শোভা॥

সজনি! ঐছন হয়ে জনি কাহু।
সেই পুরুখ মণি, সব মুখে কাহিনী,
অতয়ে সোঁপল তনু তাহ॥ ধ্রু॥
মনহিক সাধ, আধ নাহি পূরল,
ভল লহি পর অনুরোধে॥
পুনমিক চাঁদ, আধ জনু উদয়ে,
বাহু কয়ল উনমাদে॥
রূপ দেখি গুণ, গুণি এত যে জানি,
কানু সঞে প্রেম বাঢ়াই।
জ্ঞানদাস কহ, মরম না জানহ,
কৈছনে প্রেম বাচাই। ৪২৫

ঐ—ধানশী

ওহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে।
আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু,
রহিতে নারিনু ঘরে॥
কাম সাগরে, কামনা করিয়া,
সাধিব মনের সাধা।
আপনি হইব, নন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা॥
পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব,
রহিব মথুরা পুরে।

আমার বিচ্ছেদে; তাপিনী হইয়া;
রহিতে নারিবা ঘরে ॥
নতুবা যাইব; যমুনার জলে;
রহিব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া; মুরলী পূরিব;
যখন যাইবা জলে ॥
মুরছা হইয়া; পড়িয়া রহিবা;
সহজে কুলের বালা।
জ্ঞানদাস বোলে; যে বোল সে হয়;
পিরীতি বিষম জ্বালা ॥ ৪২৬

ঐ—সিন্ধুড়া

সজনি ! নিকরুণ হৃদয় তাহারি।
অব ঘর যাইতে; ঠাম নাহি পাইয়ে;
পরিজন পাড়য়ে গারি। ধ্রু ॥
কৌতুকে তুহু কুল; কমল তেয়াগলু;
সে পদ পঙ্কজ আশে।
পাউথক মীন; দীন যৈছে লাগল;
না শুনল মরণ তরাসে ॥
গগনত চান্দ; পানিতলে বারলু;
সাগরে নগর বেভার।
অমিয়া ঘট ভরি; হাথ পসারলুঁ;
বাঢ়ল গরলক ধার।
সুর তরুতলে হাম; জনম গোঙায়ব;
ঐছন চিতে ছিল ভান।
জ্ঞানদাস কহ; সো দিন দরগয়ো;
কঠিন ভেল অব কান। ৪২৭

ঐ—সিন্ধুড়া

তিলেকে তিয়াগিলুঁ পতি খুরধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম বিচার॥
অবলা অখল জাতি ভুলে পরবোলে।
রসের আবেশে দীপ নিভাইল সাঁজবেলে॥
সজনি! নিবেদিলু তোরে।
কলঙ্ক রহিল মোর গোকুল নগরে॥
যে লোকের লাগি কৈলু কুলের বঞ্চনা।
কত না সহিব আর গুরুর গঞ্জনা।
যার লাগি তেজিলু সকল গৃহ সুখ।
না জানি কি জানি এবে সেজন বিমুখ॥
দুঃখের উপরে দুখ পরিজন বোল।
সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
সুখ পরাভব দুখ সহনে না যায়॥ ৪২৮

ঐ—শ্রীরাগ

ভাল হইল বঁধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥ ধ্রু॥
সহজে অবলা, অখলা হৃদয়,
ভলিলু পরের বোলে।
অনেক পিরীতির, অনেক দোষ,
যেন দুপুরে আন্ধার বোলে॥
বাদিয়া বাদি যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি একই রীতি।

সমুখে সরস, অন্তরে নিরস,

বুঝিনু কাজের গতি।

সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,

কি তার আপন পর।

জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,

কেবল দুঃখের ঘর॥ ৪২৯

ঐ—বরাড়ী

আরে মোর বঁধু যে কানাই।
তোমা বিনা তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই॥
এ ঘর বসতি মোর অনলের খনি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী॥
মাঝ পাথারে জলে তৃণ হেন বাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়সী॥
তুমি যদি না ছাড় বঁধু দুঃখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ॥ ৪৩০

ঐ—সোহিনী

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু,

পতি খুর ধার তায়।

কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু,

কলঙ্ক এ লোক গায়॥

সই গো! মরম কহিনু তোরে।

কানুর পিরীতি, শপতি করি,

যে বলু সে বলু মোরে॥ ধ্রু॥

ধরম বচন, মনেতে না লয়,

করমে আছিল যে।

সে সব আদর, ভাদর বাদর,

কেমনে ধরিবে দে॥

হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে,
অমিয়া অধিক মাগে॥ ৪৩১

ঐ—সুহই

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়।
দরশন বিনু চিত ধরনে না যায়॥
তুমি কি না জান সই যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরমাদ॥
তবু সে বঁধুরে আমি পাসরিতে নারি।
কি বিধি বেযাধি কি বুধি বা করি॥
কি যেন দেখি সখী বিদগ্ধ রায়।
পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়॥
গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি।
কি করি কিবা হয় কিছুই না জানি॥
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস।
চান্দের উপরে যেন তিমির বিনাশ॥
পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বঁধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী॥
সোভরি সেরূপ গুণ পরাণ জুড়ায়।
তবে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥ ৪৩২

ঐ—তুড়ি

জিমু না গো মুয়ি, জিমু না,
কালা বঁধুর পিরীতির পাকে।
আপনার ঢুটি আঁখি, নিবারিতে নারি গো,
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥ ধ্রু॥

একদিন আয়ান আইল ঘরে, কালিরা দেখিনু তারে,
বঁধু বলি তাহারে সম্ভাষি।
আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান,
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥
বঁধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে,
মনের কথাটি কই।
হাসিয়া হাসিয়া, আয়ান বলে,
মুই তোমার বঁধুয়া নই।
কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি,
কালা বিনে আন নাহি শুনি।
জ্ঞানদাস কহে, পরীতি এমনি হয়ে,
তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণী॥ ৪৩৩

ঐ—ধানশী

কানু সে জীবন-ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যামরসে হইয়াছি বিভোর। ধ্রু॥
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়ি মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখী, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গলালে নাহি পায়।
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পসার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার। ৪৩৪

ঐ—সুহই

সহজে নারীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতির লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখী গো! তোমারে কহিতে কি।
এ রস লালস, সব সম্ভাব না,
এ নাকি নহিলে জী॥ ধ্রু॥
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুনঃ পাইয়ে হাতে।
বিধির লিখনে, কালাবঁধুর সনে,
বান্ধিল করম সুতে॥
রাতি দিনে মুঞি, সঞ্চিত না পারি,
দেখি বড় পরমাদে।
জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে,
কাহার না যায় সাধে॥ ৪৩৫

ঐ—সুহই

কিয়ে মঝু রূপ, কলারস চাতুরী,
সব ভেল চূরে।
গুরুজন বৈরী, দ্বিগুণ ভেল দাতা,
ডর সঙ্গে করল বিদরে॥
সজনি! হাম জীয়ব কতি লাগি।
একে মধু অন্তর, দগধ নিরন্তর,
নাহি অধিক অনুরাগী॥ ধ্রু।
বৈদগধি বিধি, সকল লুকায়ল,
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর।

যবহুঁ দৈব দোষে, দরশ করায়ল,
কেহ না কহে এক বোল ॥
অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঁয়ায়ব,
কাহে করব বিশোয়াসে।
জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ,
পরবশ পিরীতি আশে ॥ ৪৩৬

ঐ—সুহই

তুহু কুল গরিমা, অসীম দুঃখ অন্তর,
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।
ও নব লেহ, দেহ অবলম্বন,
সোঙরি সঘন মনরঙ্গে ॥
সজনি! বুঝিয়ে না পারি চিত।
অবিরত অভিনব, আদর যত যত,
দগ দগ করিয়ে পরিয়ে পিরীত ॥ ধ্রু ॥
সব গুণ সীম, অসীম রূপ লাবণী,
ও নব কৈশোর দেহা।
গুরুজন বচন, তাপ নিবারণ,
শীতল সুখময় গেহা ॥
পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি,
অনুখন অন্তর দাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে,
হেরইতে শ্যামর নাহ ॥ ৪৩৭

ঐ—সুহই

অবিরত বহে; নয়নক বারি;
যেন বরিষয়ে জলধারা।
ও দুখ মরমে; সেই সে জানয়ে;
এমন পিরীতি যারা ॥

পিরীতি রতন; করিয়া যতন;
গলায় হার পরিমু।
জাতি কুল শিল; দূরে তেয়াগিয়া;
পরাণ নিছিয় দিমু।
সই লো! পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান; সব করে আন;
না শুনে ধরম কথা। ধ্রু।
জীবন মরণে; পিরীতি বেয়াধি;
হইল যা কর সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে; দোসর পিরীতি;
নিতই নূতন রঙ্গ। ৪৩৮

ঐ—ধানশী

বলনা সখি যাহার মনেতে যে।
কানুরে সঁপেছি আপনার দে। ধ্রু।
চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি।
জর জর কৈল মোর হিয়ার পুতলি।
এমন পামর দেশে বৈসে কোন জনা।
যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা।
জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি।
জাতি কুল-শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি। ৪৩৯

ঐ—সুহই

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা। ধ্রু।
প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কাল সাপেতে খাইলে নাহি শুনে মন্ত্র।
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে।
প্রতি অঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে।

সৎ ঔষধ তার কদম্বের মেলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়ে ফেলা॥
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি।
জীয়াইতে পারে সে রসিক শিরোমণি॥ ৪৪০

ঐ—সুহই

করে কর যোড়ি; মিনতি কর সো সঞে;
চরণ কমল প্রণিপাত।
কোপে কমল মুখী: নয়নে না হেরসি;
অভিমানে অবনত মাথা॥
সুন্দরী! ইথে কি মনোরথ পূর।
যাচিত রতন; তেজি পুনঃ মঙ্গল;
সো মিলব অতি দূর। ধ্রু।
কোকিল নাদ; শ্রবণে যব শুনবি;
তবে কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুম শর; হিয়া পর বরিখব;
তব কৈছে ধরবি পরাণ।
মঝু এত বচনে; তুয়া নহি আরতি;
হিত কহিছে কহ আন।
দারুন দক্ষিণ; পবন যব পরশব;
অবহি ত দূর মান।
শুন শুন ছোড় দোষ; এক সোঙরসি;
নিকটহি কহ না যাব।
দারুন নয়ানে; আরতি তব ধাওল;
অব জ্ঞানদাস সুখ লাভ॥ ৪৪১

—॰—

ঐ—সুহই

মানিনি ! হাম কহিয়ে তুয়া লাগি ।
নাহ নিকট পাই, যেই জন বঞ্চয়ে,
তাকর বড়ই অভাগি ॥ ধ্রু ॥
দিনক বঁধু, কমল সবে জানয়ে,
জল তোহি জীবন হোয় ।
পঙ্ক বিহীন তনু, ভানু শুখায়ত,
জলহি পচায়ত সোয় ॥
নাহ সমীপে, সুখদ যত বৈভব,
অনুকূল হোয়ত যোই ।
তাকর বিরহে, সকল সুখ সম্পদ,
ক্ষেণে দগদই সোই ॥
তুহু ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি,
পরিজন ঐছন ভাষ ।
শুনইতে রাই, হৃদয়ে ভেল গদগদ,
অনুমতে করল প্রকাশ ॥
জ্ঞানদাস কহে, সুন্দরী সুন্দর,
মিলহি কুঞ্জক মাঝ ।
হের নয়ন মোর, সফল করতু,
যুগল পরমহি সাজ ॥ ৪৪২

ঐ—সুহই

না বুঝল অন্তর, কোপ নিরন্তর,
বচন না সঞ্চয়ে বয়ানে ।
সহজেই কমলিনী, ভেল মলিন অতি,
ধারা শত শত নয়ানে ।
মাধব ! রাধা বোধি না ভেল ।

কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোললু,
তবহু উতর নাহি দেল ॥ ধ্রু ॥
সঘন বিশ্বাস, উদসল কুন্তল,
আকুল অতিশয় গোরী।
কনক মকুর, নিয়ড়ে জনু মরকত,
ঐছন ভেলি কত বেরী ॥
তোহারি কেশ, কুসুম জল তাম্বূল,
ধরল মো রাইক আগে।
কোপে কমল মুখী, পালটি না হেরিল,
মোহে হরি রহল বিমুখে ॥
এক কর মুঠি বান্ধি, মুখ মুদল,
নোহে কহল পরিণামে।
জ্ঞানদাস কহ, তুহু ভালে সমুঝহ,
নীরস না ভেল বয়ানে ॥ ৪৪৩

ঐ—ধানশী

শুন শুন সুন্দরী আর কত সাধবি মান।
তোহারি অবধি করি, নিশিদিন ঝুরি ঝুরি,
কানু ভেল বহুত নিদান। ধ্রু ॥
কি রসে ভুলায়লি, ভুলল নাগর,
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
রাধা নাম কহই, যদি পন্থিক,
শুনইতে আকুল পরাণ ॥
যো হরি হরি করি, তরিয়ে ভবার্ণব,
গোপ সুত-পদ অভিলাষে।
সো হরি সদত, তুয়া নাম জপই,
দারুণ মদন তরাসে।
পুরুষ বধের হেতু, তুহার অভিলাষ,
কে না শিখায়লি নীত।

জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি,
ভাবিতে আকুল কানুর চিত। ৪৪৪

ঐ—বিভাষ

রতন-মঞ্জরী কিবা কনক পুতলি।
সাধে সুধার সাঁচে বিহি নিরমলি॥
তাহে ভূষণ কত রস পরসঙ্গ।
মানে মলিন দেখি মনমথ ভঙ্গ॥
গোরী নায়রী না পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥ ধ্রু॥
যজ্ঞ দান জপতপ সব তুমি মোর।
মোহন মুরলী আর বয়ানের বোল॥
পীত পিন্ধল মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
তোমার পরশে মোর চিরজীবি তনু।
অতি অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু॥
তুমি দুখ তুমি সুখ তুমি গুণ রূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ॥ ৪৪৫

ঐ—শ্রীরাগ

তুয়া নাম জপইতে, কনক মাল কর,
পীতাঞ্চল উরে লাই।
পুলক বিভোর, কোরে ধরি হেরইতে,
পরবোধ তাহে না পাই॥
সখি হে! ভালে তুহু রসবতী রাই।
তুয়া অনুরাগে, পদ্মরাগে পূরিত তনু,
রহত তুহারি পথ চাই॥ ধ্রু।
গোরচন আনি, পানিতলে মেটল,
তুহারি মূরতি পুনঃ রচই

সমতি না পাই; রাই বলি রোয়ত;
নয়ন লোরে তনু সিচই ॥
উঠত উঠত খেনে; কহই আন মনে;
কে কহে সে সব রীত।
জ্ঞানদাস কহ; বুঝিয়ে না পারিয়ে;
কৈছন তুহারি পিরীতি ॥ ৪৪৬

ঐ—ধানশী (দূতির উক্তি)

বিরহে আকুল; গোকুল পতি অতি;
রতি পতি বিপরীত চিতে।
তুয়া রসে বিলপই; ধরণী আলিঙ্গই;
রৌদ্রে বিকম্পিত শীতে ॥
সখী হে! ধান তুয়া রসবতী নাম।
আপন সুহাগ; ভাল করি মানসি;
কানুক হই পরিণাম ॥ ধ্রু ॥
দিবসে অশেষ গতি, বুঝই না পারই;
রজনী গোঙারই জাগি।
জীউ অধিক স্নেহ; পীত পট্টাম্বর;
অব মনে মানয়ে আগি ॥
তরুতলে তরুতলে; ভ্রমই নিরন্তর;
তুয়া পথ বিপথ নেহারি।
জ্ঞানদাস কহ; অতয়ে নিবেদন;
এ দুঃখ সহই না পারি ॥ ৪৪৭

ঐ—কেদার

নহিয় বিমুখ রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিহ এত দুঃখ ॥
তুয়া রূপ নিরখিবে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরতীত চোর ॥

প্রতি অঙ্গে অনুখন রঙ্গ সুধানিধি।
না জানি কি লাগি পরসন্ন নহে বিধি॥
অল্প অধিক সঙ্গে হয় বহু মূল।
কাঞ্চন সঙ্গে কাঁচ মরকিত তুল॥
এত অনুনয় করি আমি নিজ জনা।
তুরদিন হয় যদি চান্দে হরে কণা॥
রূপেগুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিধি নিরমিল তোর পিরীতি পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানে কার মন॥ ৪৪৮

কলহান্তরিকা—সিন্ধুড়া

আঁচরে মুখশশী, গোই ঘন রোয়সি,
কহইতে কহনা ফুর।
সো গিরিধর বর, অবনত চলল,
যৈছে মিলল বহু দূর॥
সখী হে! কো ঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি, তাহে তুহু বিরকতি,
অতত্র বিমুখ ভৈ গেল॥ ধ্রু॥
নিজগণ বচহ, শ্রবণ নাহি শুনলি,
না বুঝ কয়ল তুহু রোখে।
সে সব বাজ, সখী মোহে মিলল,
অতত্র পাওসি তব দুখে।
সো বহু বল্লভ, জগজন দুর্লভ,
তেজলি নিজ মনসাধে।
জ্ঞানদাস কহ, সখি তুহু বিরমহ,
কাহে বাড়াওসি খেদে। ৪৪৯

—•—

ঐ—গান্ধার

সখি হে! বিরাট তনয় দেহ দান।
বায়স আজ রবে, তনু মোর জর জর,
কিয়ে ভেল পাপ পরাণ॥ ধ্রু॥
বহু যার তিন দুন, তাহার বাহন পুনঃ,
তাহার ভক্ষ্যের ভক্ষের নিজ সুতে।
বান দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার,
হেন দুঃখ পিয়া দিল মোকে।
সুরভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু,
তাহার প্রভুর নিজ সুতে।
তাহার কটাক্ষ শরে, দহে মম কলেবরে,
বল সখি বাঁচিব কিমতে।
মুনি তিন গুণকরি, বেদে মিশাইয়া পুরী,
দেখ সখী একত্র করিয়া।
আমি কুলবতী রামা, বিধি মোর হল বামা,
গরাসিব বান ঘুচাইয়া।
জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়,
দেখ সখি আছে কোন দেশে।
যাহা দূতি ত্বরা করি, আন গিয়া শ্রীহরি,
চাতকিনী রহিল সে আশে॥ ৪৫০

ঐ—গান্ধার

পাঁচ পঞ্চগুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহে,
তিথি তথি হরণই কেল।
এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল,
পুনঃ তিষ্ঠতি নাহি ভেল।
সখি! সো যদি বিছুরল মোহে।
ব্রজগতি বন্ধুনন্দন, নন্দন তা সুত,
তা সুত হৃদয় মম দাহে। ধ্রু॥

ব্যাস সুত যেই জন, তা সুত মণ্ডলী,
পরিহর গঙ্গজবিন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, সো মধু ভখিব,
যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ॥ ৪৫১

ঐ—গান্ধার

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ,
যদি সোই পিয়া না আইল।
এ হেন যৌবন, পরশ রতন,
কাঁচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনী বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি। ধ্রু॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি,
বান্ধিব বসন দিয়া॥
আপন বঁধুয়া, আনিব বান্ধিয়া,
কে বা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ, ত্যজিব এ জীউ,
নারীবধ দিব তারে॥
পুনঃ ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম বঁধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে; ধরিব পরাণে;
তাই ভাবিতেছি চিতে।
জ্ঞানদাস কহে; বিনয় বচনে;
শুন বিনোদিনী রাধা।

মথুরা নগরে; যেতে মানা করে;
দারুন কুলের বাধা ॥ ৪৫২

ঐ—সুহই

ফুটিল কুসুম; নব কুঞ্জ কুটীর বন;
কোকিল পঞ্চম গাইব রে।
মলয়ানিল; হেম শিখরে সিধায়ল;
পিয়া নিজ দেশ না আইব রে ॥
অনিমিখ নিকট; নাল মুখ নিরখিতে;
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এসব সময়; সহয়ে এত সঙ্কট;
অবলা কঠিন পরাণ ॥
চন্দন চাঁদ; অধিক উতপাতই;
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত; কান্ত দূর দেশ;
জানল বিহি প্রতিকুল ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু; হিমে কমলিনী জনু;
না জানি কি হয় পরযন্ত।
জ্ঞানদাস কহ; কো সমুঝায়ব;
শ্যালর নিকরুণ-অন্ত ॥ ৪৫৩

ঐ—গান্ধার

গগন ভরল; নব বারিদ হে;
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর; ডাকে ডাহুকী সব,
শবদে পরাণ হরি নিল ॥
চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই
মদন বিজয়ী পিক রাব।

মাস আষাঢ়, গায় বড় বিরব,
বরখা কেমনে গোঙাব ॥ ধ্রু ॥
সরসিজ বিনু সে, শোভ না পাবই,
ভ্রমরা বিনু পূন দেহা।
হাম কমলিনী, কান্ত দেশান্তর,
কত না সহব দুঃখ লেহা ॥
সঞ্চরু সঘন, সৌদামিনী,
বিরহিণী বিন্ধিল জার।
মাস শাঙণে, আশ নাহি জীবনে,
বরিখয়ে জল অনিবার ॥
নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর,
ডাহুকী কল কল ডাক।
বিরহিনী হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন,
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক ॥
উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দরদর, দেহ দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী।
উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত,
পরিমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিনী,
নাহি জানে ইহ দিনরাতি।
চির পরবাসী, যতহু পরদেশী,
সব পুনঃ নিজ ঘরে গেল।
মাস আশ্বিন, খিন ভেল দেহা,
জ্ঞানদায় কহে দুঃখ কোনাহ দেল। ৪৫৪

—•—

ঐ—ধানশী

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহু অতি হৃদয় পাষাণ॥
সে ধনী বিরহ বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিয়াদে॥
জীবর তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অব লেশ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আইনু তুয়া পাশ॥
খেনে মুরছিত খেনে হাস।
খেনে তনি গদগদ ভাষ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবনে মানয়ে ভার॥
চৌদশী চাঁদ সমান।
মলিনতা ধরলু বয়ান॥
ভূতলে শুতলি তায়।
সহচরী করু কি উপায়॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি বধ লাগয়ে তোয়॥ ৪৫৫

ঐ—বরাড়ী

তপ গুণে কৌশলে কুলবতী নারী।
কাঞ্চন কাঁতি-বরণ ভেল কারি॥
বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠে গতাগতি জীবন হিজোল॥
এ হরি এ হরি জগভরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ॥ ধ্রু॥

কেহ কেহ রাইক কোরে অগোর।
কেহ জল দেই কেহ চামর ডোর ॥
কত পরবোধব মরম না জান।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানি ॥
আর কত কত ধনী অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই ॥
যত তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহু বধ ভাগী ॥ ৪৫৬

ঐ—ধানশী

বঁধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
মিলব আমার পাশে।
ত্বরিতে দেখিয়া, চকিতে উঠিয়া,
বদন ঝাঁপিব বাসে ॥
তা দেখি নাগর, রসের সাগর,
আঁচরে ধরিবে মোর।
করে কর ধরি, গদ গদ করি,
কহিবে বচন থোর ॥
তবহি মিলন, দেখিয়া বদন,
হইয়া নাগর ভোরে।
আঁখি ছলছলে, গর গর বোলে,
কত না সাধিবে মোরে ॥
সময় জানিয়া, থির মানিয়া,
পূরাব মনের আশ।
এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি,
কহে কবি জ্ঞানদাস ॥ ৪৫৭

—•—

ঐ—তুড়ি

পহি লহি অঞ্চল পরশিতে কান।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান॥
নব নব লেশ দেখায়লি গোরী।
পায়ল রতন কমল ধনী চোরী॥
অনুন বোলইতে অবনত বয়নী।
চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী॥
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইক চরণে পসারল পানি॥
করে কর করিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম॥
রাইক অঙ্গুলি পহিলহি মেলি।
পরিচয় তুলহ দূরে রহু কেলি॥
মনমথ ভরমে বাড়ল প্রীতি আশ।
জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রয়াস॥ ৪৫৮

ঐ—কামোদ

হে দে হে কিশোরী গোরী, তাহে পরিহার করি,
শুন কিছু কর অবধান।
ও চাঁদ মুখের হাসি, হৃদয়ে রহল পশি,
বৈদগধি বধহ পরাণ॥
রাই তোমার বৈদগতা, কি কহব তার কথা,
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে,
তোমার গুণের নাহি ওর॥ ধ্রু॥
যে জন প্রণত হয়, তাহারে তেজিতে নয়,
মনে বিচারহ এই কথা।

তুমি যে কহাও বাণী, তাহাই কহিব আমি,
নিশ্চয় জানিবা সর্ব্বথা।
যে পণ করহ তুমি, সেই পণ দিব আমি,
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাস কয়, দুঁহু তনু এক হয়,
পরাণে পরাণে বান্ধনু ইহ॥ ৪৫৯

ঐ—কেদার

ওহে নাথ কি দিব তোমারে॥ ধ্রু॥
কি দিব কি দিব করি মনে আমি করি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি যে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমারে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার॥ ৪৬০

ঐ—

সখি! হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এক চারু পঙ্কজ, নয়নে দেখ চাহিয়া॥
পঙ্কজ উপরে, বিশ শশধর, চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের, উপরে শোভিত, যুগল কেশরীরাজ॥
কেশরী উপরে, এ দুই সায়র, সায়র উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এ দুই তমাল, চারি শাখা আছে ধরি॥
তাহে আছে সখী, একটি তমাল, নব ঘন সম দেখি।
একটি তমাল, সোনার বরণ, শুন লো মরম সখি॥
তাহে ফেলিয়াছে, অরুণ বরণ, এ চারি উত্তম ফল।
ফুলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে, নাহি তার শাখাদল॥
ত পর এ দুই, কীরের বসতি, তা পর চকোর চারি।

তা পর এ তুই; চাঁদের বসতি; পিবইতে ইহ বারি ॥
তা পর দেখহ; বিধু সে অরুণ; তা পর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে; মরমক বাত; এ কথা জানে না কহি ॥ ৪৬১

গীতরত্নাবলী—ধানশী

বিনোদিনী পহিতে চাপিলা গিয়া নায়।
বামেতে পশরাখানি; দক্ষিণে ঘোমটা টানি;
গুড়া ধরি বসাইল তায় ।
কহিছে কাণ্ডারী; শুনহ গৌরী;
তেজহ ও নীল শাড়ী।
নব ঘন বলি; বাড়িবে পবন;
রাখিতে নারিব তরী ॥
ধনি ! তেজহ বসন তোর।
তরঙ্গ বাড়িবে; বিষম হইবে;
না খানি ডুবিবে মোর ॥
নেয়ে তুমি সে কহিলে ভাল।
নব ঘন জিনি; তোমার বরণ;
কেমনে ঘুচাবে কাল ॥
আছয়ে উপায়; বলি হে তোমায়;
তবে শুন মোর বোল।
কালিয় মূরতি; ঘুচাইবে যদি;
শিরে ঢালি দিব ঘোল ॥
এ বোল শুনিয়া; অবনত হৈয়া;
রহল চতুর নেয়ে।
জ্ঞানদাস কহে; বিলম্ব না সহে;
বিকি কিনি গেল বৈয়ে ॥ ৪৬২

—•—

ঐ—ধানশী

বন্ধু! তুমি আমার কালিয়া সোনা।
সাগরে পাইয়াছি কত করিয়া কামনা॥
বৈলাছি কৈয়াছি দুটা মনেতে কৈরনা।
তোমা লাগি সহি কত গুরুর গঞ্জনা॥
বন্ধু হে! আর কি ছাড়িয়া দিব।
ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব, সুখ না চাহিব আধ॥
তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি, পূরিল মনের সাধ।
প্রেমডোর দিয়া, রাখিব বাঁধিয়া, দুখানি চরণাবিন্দ॥
কে বা নিতে পারে, কাহার শমতি, পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ॥
হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি, রাখিতে নাহিক ঠাঞি।
অবলা পরাণে, হারাঙ হারাঙ বাসি, খুজিয়া পাইতে নাই॥
অনেক যতনে, পাইলাম রতন, রাখিতে নারিলাম কোলে।
তাহে পাপচিত, বিধি বিড়ম্বিল, জ্ঞানদাস ইহা বলে॥ ৪৬৩

ঐ—ধানশী

একা কুম্ভ কাখে করি; যমুনাতে জল ভরি; জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে; মোহন মুরলী হাতে; পুনঃ কানু জলেতে মিশায়॥
অনেক প্রবন্ধ করি; ধরিবারে চাই হরি; ধীরে ধীরে কর বারাইনু।
কর বারাইয়া চাই; আর না দেখিতে পাই; আকুল হইয়া জলেতে ডুবিনু॥
ঢেউ মোর কৈল কাল; না পাইলাম নন্দলাল; উঠিলাম যমুনার তীরে।
না দেখি বঁধুর মুখ; হইল বিষম দুখ; কান্দিতে কন্দিতে এলাম ঘরে॥
জ্ঞানদাসের বাণী; শুন রাধা বিনোদিনী; মিছা কেন ডুবিছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া; জলে ছিল অঙ্গছায়া; শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥ ৪৬৪

—•—

ঐ—পঠ মঞ্জরী

নব মধুমাসে নিধুবন সাজ।
দুহু মুখ মঞ্জু কুঞ্জ বিরাজ॥
শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ।
দোঁহে দোঁহা হেরি হেরি করু কত রঙ্গ॥
রাধা মাধব রতি রস কেলি।
বিদগধ নাগর বৈদগধি মেলি॥
দৃঢ় পরি রম্ভনে পুলক ভুজদণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁজন গণ্ড॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁজন পীব।
উতপলে পূজল হেমক শিব॥
অধর নায়রি অধ্রুত কান।
রতিরসে অবশ ভেল পাঁচ বান॥
দুহুঁজন রূপবাল। রস সীমা।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহিমা॥ ৪৬৫

সমাপ্ত